বন্দর

বীরু মুখোপাধ্যায়

সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার
অগ্রজ প্রতিম
মাননীয় শ্রীমন্মথ রায় মহাশয়ের
করকমলে

দক্ষিণ কলিকাতার নিউ আলিপুর অঞ্চলে সদ্য নির্মিত রঙ্গমঞ্চ পিয়াসীতে উদ্বোধনী নাট্যপ্রয়াস 'বন্দর'। পিয়াসীর স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহরায়ের আগ্রহেই 'বন্দর' রচিত হয়েছিল এবং প্রায় অর্দ্ধ বৎসরাধিককাল নিয়মিত অভিনীতও হয়েছিল পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পরিপূরক দক্ষিণ কলিকাতার নাট্যসম্ভাবনার পথিকৃৎ হিসাবে পিয়াসীর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এতদঞ্চলের আপামর নাট্যামোদীকে খুশী করেছে। এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত সিংহরায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এবং 'বন্দর' নাট্য প্রচেষ্টার সাফল্যের মূলে যে শিল্পী, নেপথ্যশিল্পী ও কলা-কুশলীগণ ঐকান্তিক পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর শ্রীসুনীল দত্ত এই নাট্য-প্রকাশনায় যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য এই সুযোগে তাঁকেও ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি।

বীরু মুখোপাধ্যায়

নাট্যকারের অন্যান্য নাটক ॥

সংক্রান্তি

এতোটুকু বাসা

স্বপ্ন শেষ

সাহিত্যিক

রাহুমুক্ত (যাত্রা)

বিশে জুন

চার প্রহর

লাল দিঘির ধারে

ভাঙ্গা গড়ার খেলা

দাদা জন্মালেন

"পিয়াসী" রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় রজনী

চরিত্র	পরিচয়	প্রথম রূপায়ণ
অঘোর চৌধুরী	প্রাক্তন জমিদার	বিদ্যুৎ গোস্বামী পরে
		সমর সেনগুপ্ত
প্রলয়	ঐ সেক্রেটারী	প্রবীরকুমার
সঞ্জয় সমাজপতি	ফিল্ম ডিরেক্টর	অমিয়কান্তি
প্রসাদ পালিত	ইন্সিওরেন্স এজেন্ট	অসীম মুখার্জি
		পরে রবি দাস
অনন্ত মল্লিক	বাড়ীর দালাল	ননী হালদার
সুধাময় সেন	ম্যাটিসিয়ান	প্রবীর মুখার্জি
সুবিনয় রায়	চৌধুরী পরিবারের	মণি শ্রীমানী
	আত্মীয়	পরে পিনাকী বোস
অনঙ্গ	ঐ পুত্র	নান্টু চক্রবর্তী
গোবর্দ্ধন	চৌধুরী বাড়ীর ভৃত্য	মধু দত্ত
হরবিলাস	চৌধুরী বাড়ীর আশ্রিত	অনন্ত মুখার্জি
যোগেন	ঐ কিশোর পুত্র	কানু মণ্ডল
কেদার ঘোষাল	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ	তারক ঘোষ
নান্টু	ঐ পুত্র	গৌরী পাণ্ডা
ঝুণ্টো	,,	পরেশ ঘোষ
পিণ্টু	,,	অমল মুখার্জি
	প্রলয়ের ভৃত্য	শুধাংশু চৌধুরী

ডাক্তার	চৌধুরীবাড়ীর গৃহচিকিৎসক	
দরওয়ান, ভৃত্যগণ, বরযাত্রীদল, ইত্যাদি		
যোগমায়া	কেদারবাবুর স্ত্রী	মায়া রায় পরে তিলোত্তমা ভট্টাচার্য
অপর্ণা	আশ্রিতা কন্যা	গায়ত্রী চক্রবর্তী
নেলী সেন	প্রলয়ের বান্ধবী	সংগীতা কর, পরে রেবা কুণ্ডু
তারাকালী	হরবিলাসের স্ত্রী	কমলা ব্যানার্জি

*　　　　*　　　　*

আবহ সংগীত	ববীন পাল
নেপথ্যধ্বনি	ভোলা ব্যানার্জি
মঞ্চসজ্জা	গৌর পোদ্দার
মঞ্চ পরিচালনা	পাঁচু গোপাল মণ্ডল
রূপসজ্জা	শৈলেন মণ্ডল রমেশ ব্যানার্জি হায়দার আলি কুঞ্জবিহারী রায়
স্মারক	পরিমল ভট্টাচার্য
আলোক সম্পাত	সুশীল দাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা সরলে দেখা যাবে রায়বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর একটি প্রশস্ত ড্রয়িং রুম। বড় বড় অয়েল পেণ্টিং, নানা ধরনের মূর্তি, দেয়ালে ফ্রেস্কো, দামী সোফা-কৌচে ঘরটি সুসজ্জিত। ঘরের একপাশে সেক্রেটারী প্রলয় বোসের চেয়ার টেবিল। টেবিলে কাগজ-পত্তর, ফাইল, একটি টাইপ রাইটার ইত্যাদি সুবিন্যস্ত। সোফায় দু'জন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ব'সে আছেন—অনন্ত মল্লিক ও প্রসাদ পালিত। সময় সকাল। ট্রেতে ক'রে দু'কাপ চা নিয়ে এ বাড়ির চাকর গোবর্দ্ধন প্রবেশ করে]

অনন্ত ॥ কি বাবা, গোবর্দ্ধন! আধ ঘণ্টার ওপর ব'সে আছি এতক্ষণে তোমার চা দেবার সময় হ'ল?'

গোবর্দ্ধন ॥ (চা টিপয়ে রাখতে রাখতে) তা' আপনারা যদি ভোর না হ'তেই ছুট্যা আসেন চায়ের লাইগ্যা—

প্রসাদ ॥ 'ছুট্যা আসেন' মানে? ব্যাটার কথা শুনুন। তোর মনিবের respectable guest আমরা। এখনি report করে দিলে যে তোর চাকরি চলে যাবে সে খবর রাখিস?—

গোবর্দ্ধন ॥ ওঃ বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর। কত আমার চাকরি খানেওয়ালা দেখা আছে। যা কইলেন আর যদি কোন দিন কয়েন এই এক কাপ চা-ও পাইবেন না কইয়া গেলাম!

প্রসাদ ॥ (লাফিয়ে উঠে) Stupid, nonsense, নিয়ে যা নিয়ে যা তোর চা—। বড়বাবুকে report করে দেখি—এর প্রতিকার হয় কিনা—

গোবর্দ্ধন ॥ তাই কবেন, পিতিকার করেন। দেখেন, বাপ মায় ত' লিখা পড়া শিখাইবার পারে নাই ভাল কইর‍্যা—তাই ঐ ইংরাজী গালাগালিগুলি আমাগো ভালো আসে না। তয় কুদাল কুপাইতাম পোলাপান বয়স থিক্যা, তাই এই হাতের কিছু তাগদ আছে।

[ট্রেতে দুটো কাপই তুলে নেয়।]

অনন্ত ॥ আহা গোবর্দ্ধন, ও বাবা গোবর্দ্ধন আমার কাপটা শুদ্ধু নিয়ে গেলি কেন বাপ। আমাব সঙ্গে তোর কিছু হয় নি।

গোবর্দ্ধন ॥ না—বড়বাবুর এহনও পুজাপাট সারা হয় নাই। উনি নীচে নামেন আগে—তারপর পেল্লায বাবু আসলে এর একটা ফয়সালা না কইর‍্যা আমি কারেও চা দিমু না। (দ্রুত বেরিয়ে যায়)

অনন্ত ॥ আপনি মশায় বড্ড বিদকুটে লোক! এমন ঝগড়া বাধালেন, মুখের চা-টা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রসাদ ॥ (এতক্ষণ রাগে ফুলছিল) আপনাদের জন্যে, জানেন এই আপনাদের মতো কতকগুলো slave mentality'র লোকের জন্যে এরা আস্কারা পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বসে।

অনন্ত ॥ আমি ত' কিছুই বলিনি দাদা, শুধু শুধু আমার ওপর চটছেন কেন? সে ত' তাগদ দেখিয়ে চ'লে গেল এখন তার ঝাল আমার ওপরে ঝাড়লে কি কিছু কাজ হবে?

প্রসাদ ॥ যাতে কাজ হয় সে ব্যবস্থাই করতে হবে। আমাকে ও চেনে না—আমার নাম প্রসাদ পালিত। ও কত-বড় চাকর হয়েছে একবার দেখে নেবো। How audacious! আমাদের মুখের ওপর insult করে! তার মনিবের respectable guest আমরা।

অনন্ত ॥ তা রোজ ভোর ছ'টা থেকে এসে বসে থাকলে আর respectable guest মনে করবে কি করে ?

প্রসাদ ॥ আমি কি আপনার মতো কালীঘাট থেকে হেঁটে রোজ এক কাপ চা খাবার জন্য এখানে আসি ?

অনন্ত ॥ হেঁটে আসেন কি ট্যাক্সিতে আসেন তা জানিনি দাদা, তবে রোজই আসেন ত'। রোজই—আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়—এই আর কি।

প্রসাদ ॥ দেখুন আপনার মতো বাড়ি কেনা-বেচনার ফোপর দালালীর কাজ আমার নয়। দস্তুর মতো Renowned Insurance Company'র একজন agent. আমার একটা respect আছে।

অনন্ত ॥ একশবার, একশবার। আমি ত' সে কথা বলছিনি দাদা, তবে ঐ আপনারও এক কাপ চা আমারও এক কাপ চা—এই বরাদ্দ ছিল। আজ থেকে তাও বন্ধ হল এই আর কি।

[সঞ্জয় সমাজপতি। বয়স প্রায় ৫০।৫৫, পরনে স্যুট হাতে ফোলিও প্রবেশ করেন। প্রসাদবাবুকে প্রশ্ন করেন]

সঞ্জয় ॥ Excuse me, এটা কি Ex-Zaminder of Kusumpur Roy Bahadur অঘোরচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ?

প্রসাদ ॥ (কিঞ্চিৎ বিরক্ত) হ্যাঁ। বাইরে name-plate-এই ত' লেখা আছে।

সঞ্জয় ॥ I know, I know but সমস্ত জিনিসটাকে confirmed ক'রে নেওয়াই আমাদের পদ্ধতি। (ফোলিও খুলে) এই কার্ডটা একটু kindly পৌঁছে দিন !

প্রসাদ ॥ বাইরের gate-এ দরওয়ান আছে, তাকে দিন। আমরা visitors.

সঞ্জয় ॥ ওঃ, I am extremely sorry, কিছু মনে করবেন না।

অনন্ত ॥ কার্ডের দরকার নেই। সময় হয়ে গেছে এখনি বড়বাবু নীচে নামবে।

সঞ্জয় ॥ Thank you.

প্রসাদ ॥ আপনি কি কোন Insure-এর ব্যাপারে—

সঞ্জয় ॥ Not at all, not at all. আমার নাম সঞ্জয় সমাজপতি, popularly known as Director Samajpati, আমি বাংলায় এগারখানা, বোম্বেতে তিনখানা ছবি করেছি।

প্রসাদ ॥ (সানন্দে) ও—তাহলে ত' আপনি নামকরা লোক। বসুন বসুন। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।

[সঞ্জয়বাবু বসেন]

অনন্ত ॥ হ্যাঁ বসুন, চা হবে না আর কি।

সঞ্জয় ॥ Pardon!

প্রসাদ ॥ ওসব কথায় কান দেবেন না। (ইসারা করে বুঝায় তুচ্ছতা) আচ্ছা সমাদ্দার—সমা—

সঞ্জয় ॥ সমাজপতি—

প্রসাদ ॥ ঠিক ঠিক, সমাজপতি বাবু, আমি মানে প্রসাদ পালিত Renowned Insurance-এর agent.

সঞ্জয় ॥ (দাঁড়িয়ে) So glad to meet you. (hand-shake করেন)

প্রসাদ ॥ আপনাদের line-এ Insurance-এর কারবার কি রকম চলে?

সঞ্জয় ॥ You mean film Insurance? খুব ভালো line. আপনাকে আমি বড় বড় film giantদের সঙ্গে introduce করিয়ে দোব, দেখবেন আপনার case-এর অভাব হবে না।

প্রসাদ ॥ অনেক ধন্যবাদ।

সঞ্জয় ॥ সিগারেট আছে ?

প্রসাদ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! (সিগারেটের প্যাকেট-টা এগিয়ে দেন। সঞ্জয় সিগারেট ধরান) তাহলে আপনার address-টা kindly—

সঞ্জয় ॥ Address ! মানে আমায় ত' ঠিক একজায়গায় পাবেন না। Bombay, Madras, Calcutta তিনটেই ম্যানেজ করতে হচ্ছে কিনা !

অনন্ত ॥ কি দরকার, সকালের দিকে ত' এখানেই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

সঞ্জয় ॥ Not a bad idea, আমাকে ত' দিনকয়েক যাতায়াত করতেই হবে এইখানে।

অনন্ত ॥ দিন কয়েক হবে না দাদা—বলুন বছর কয়েক।

সঞ্জয় ॥ Pardon.

[অনন্ত নিজের জুতো একপাটি খুলে ওর মুখের কাছে তুলে ধরে]

(দাঁড়িয়ে উঠে) Obnoxious !

প্রসাদ ॥ Most uncultured. আপনি কি রকম লোক মশায়। ভদ্রলোককে—

অনন্ত ॥ না—না, ভদ্রলোককে একটু আন্দাজ দিলুম আর কি। আমার এই সাড়ে তিন বছর চলছে। জুতোর বয়সী।

সঞ্জয় ॥ (বসে) Strange !

অনন্ত ॥ আপনি কিছু মনে করবেন না। যে মৎলবে এসেছেন কয়েক বছর কাটবে। আমি একখানা বাড়ি কেনাতে পারলাম না এই সাড়ে তিন বছরেও। তবে ধৈর্য ধরে থাকুন—হবে।

সঞ্জয় ॥ (উৎসাহিত) হবে বলছেন !

অনন্ত ॥ হতেই হবে। ~~আমি, দেখছেন না, ধৈর্য হারাই নি। বাপ~~

মা সার্থক নাম রেখেছেন আমার অনন্ত মল্লিক। এরকম অনন্ত ধৈর্য ধরুণ, একদিন না একদিন লাগবেই।

সঞ্জয় ॥ আচ্ছা এরকম শুনছিলাম—উনি নাকি hard-cash এগারো লাখ টাকা নিয়ে পাকিস্থান থেকে এসেছেন।

অনন্ত ॥ আজ্ঞে ওটা ফাটকা বাজারের মতো, ওঠা-নামা করে।

সঞ্জয় ॥ Pardon.

অনন্ত ॥ ঐ কোনদিন শুনবেন এগারো লাখ, আবার কোনদিন বত্রিশ লাখ আবার মাঝে মাঝে দরটা হঠাৎ নেবে গিয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজারে।

সঞ্জয় ॥ পঞ্চাশ হাজার—[ঘাড় নেড়ে] হবে না!

অনন্ত ॥ আজ্ঞে—?

সঞ্জয় ॥ মানে পঞ্চাশ হাজারে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারবো না। Artist cost-এই ত' বেরিয়ে যাবে একলাখের ওপর। তবে ভোজপুরী ছবিতে যদি নাবানো যায়—

অনন্ত ॥ ভোজপুরী, কানপুরী, নাগপুরী যাই নাবান সাড়ে তিন বছরের আগে হবে না।

[প্রলয়বাবু মিঃ চৌধুরীর Private Secretary আসেন। অত্যন্ত সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত smart চেহারা। পরনে প্যাণ্ট শার্ট, বয়স ২৭।২৮। ওদের তিনজনকে দেখে নেন, তাবপর ঘড়ি দেখেন]

প্রলয় ॥ আপনারা দুজন, মিষ্টার অনন্ত মল্লিক আর—

প্রসাদ ॥ (দাঁড়িয়ে) প্রসাদ পালিত।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—প্রসাদ পালিত (খাতা খুলে নামটা মিলিয়ে নেন)। আপনি—

সঞ্জয় ॥ (নিজের cardটা এগিয়ে Sanjoy Samajpati, reputed Film director cum producer.

প্রলয় ॥ (খাতায় টুকে নেয়) দেখুন দশ মিনিটের বেশী উনি interview দেন না। High blood pressure-এর patient. জোরে কেউ কথা বলবেন না। গোবর্দ্ধন—এদের চা দাও।

(দ্রুত ওপরে উঠে যায়)

সঞ্জয় ॥ (অনন্তের দিকে) ইনি—

অনন্ত ॥ (চাপা স্বরে) প্রলয় বোস। বড়বাবুর সেক্রেটারী। বড় কড়া মেজাজের ছেলে। একে না পেরোতে পারলে কোন কাজ হবে না। ও এসে পৌছবার আগে যদি বডবাবুকে কায়দা করতে পারেন—

প্রসাদ ॥ Most disgusting element. নোতুন proposalটা এতদিনে সই করিয়ে ফেলতুম বড়বাবুকে দিযে। এই ব্যাটাই বাগড়া দিচ্ছে। Interest আছে যে !

সঞ্জয় ॥ Interest !

প্রসাদ ॥ অঘোর চৌধুরীর ত' তিনকুলে কেউ নেহ। Future-এ সবই ত' এর গর্ভেই যাবে।

সঞ্জয় ॥ তিনকূলে কেউ নেই ! মানে No ওয়ারিশান্ ! আগে বলতে হয়। Good God ! ঘন ঘন আসতে হবে। ঘন—ঘন আসতে হবে। (চেপে বসেন)

অনন্ত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ঘন ঘন আসুন। ঘন ঘন আসুন—তবে চা-টা বোধ হয় আর—

[প্রলয় ওপর থেকে নেমে আসেন, নিজের টেবিলে যান। কতকগুলো চিঠি খোলেন। তারপর লক্ষ্য করেন এঁদের চা [illegible]]

প্রলয় ॥ গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন ? (গোবর্দ্ধন আসে) এঁদের চা দাওনি কেন ?

গোবর্দ্ধন ॥ চা—বাবু আর আমি দিমু না।

প্রলয় ॥ কেন ?

গোবর্দ্ধন ॥ ঐ বাবুটি আমারে গালি দিছেন।

প্রলয় ॥ গালি দিয়েছেন !

গোবর্দ্ধন ॥ হ। ইংরাজীতে।

[প্রসাদ উঠে প্রলয়ের কাছে যায়]

প্রসাদ ॥ শুনুন স্যার। আমারই complain করা উচিৎ ছিল—কিন্তু—

প্রলয় ॥ যাকগে যেতে দিন, যা হয়ে গেছে—

গোবর্দ্ধন ॥ না না, হয় নাই কিছুই, হইব ॥ এইবার হইব।

প্রলয় ॥ কি হইব ?

গোবর্দ্ধন ॥ ফয়সল্লা হইব।

[এগিয়ে আসে প্রসাদের দিকে। প্রসাদ সরে আসে ভয়ে]

প্রলয় ॥ এ্যাই। এই গোবর্দ্ধন। কি হচ্ছে কি ?

প্রসাদ ॥ (সাহস পেয়ে) দেখুন দেখুন sir, ওর audacity টা একবার দেখুন। এই রকম ব্যবহার পেলে কোন ভদ্রলোকের—

প্রলয় ॥ (গম্ভীর) গোবর্দ্ধন! তোমায় এর আগে বহুদিন warning দিয়েছি। কোন বাইরের ভদ্রলোকের সঙ্গে এরকম ব্যবহার তুমি করবে না। এতেও যদি না শোন তা' হলে আমায় বাধ্য হয়ে বড়বাবুকে জানাতে হবে—যেটা আমি চাই না। যাও চা নিয়ে এসো।

গোবর্দ্ধন ॥ আর আমারে গালি দিলেন !

প্রলয় ॥ (ধমক) আঃ, তোমায় যা বলছি তাই করো। (ক্ষুন্ন মনে গোবর্দ্ধন

চলে যায়) আর আপনাকেও একটা কথা বলা দরকার। এর আগে আপনি অনেকদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। আর করবেন না।

প্রসাদ ॥ কিন্তু case-টা পুরোপুরি না শুনে আপনি ex-parte ডিক্রী দিতে পারেন না sir।

প্রলয় ॥ বেশী শোনার দরকার নেই, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বসুন। (প্রলয় টেবিলের কাজে মন দেয়)

[প্রসাদ গম্ভীর হয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে]

অনন্ত ॥ যাক চা-টা তাহলে—(ভিতর দিকে উৎসুক নয়নে তাকায়)

সঞ্জয় ॥ (প্রলয়ের কাছে উঠে গিয়ে) Excuse me, উনি মানে রায়বাহাদুর অঘোর চৌধুরী কি ছবি সম্পর্কে interested?

প্রলয় ॥ ছবি, মানে painting?

সঞ্জয় ॥ No! I mean film সম্বন্ধে ওঁর interest কি রকম?

প্রলয় ॥ আমি ঠিক জানিনা। আপনি নিজেই কথা বলবেন।

সঞ্জয় ॥ Exactly! এসব technical ব্যাপার আপনি কি করে জানবেন? জানা সম্ভবও নয়। আমারই ধরুন না শুধু terminology মানে কোনটার কি term এই জানতেই Bombay-তে কেটে গেল তিন বছর।

[প্রলয় আপন মনে কাজ করে যান]

[বলে চলে] সে কথা বলছি না। তবে আপনি যদি ওকে একটু encourage করেন—তাহলেও উনি কি Film Industry-তে আসতে রাজী হবেন না? By the way আপনার এই profile-টা কিন্তু অদ্ভুত আসে। [ক্যামেরার মধ্য দিয়ে দেখার ভঙ্গীতে দেহ দুলিয়ে] হুঁ—একটু মুখটা তুলুন—তুলুন—

[সেই অবস্থায় গোবর্দ্ধন আসে চা সমেত। ট্রেতে ধাক্কা লাগে। অনেকখানি চা পড়ে যায়। অনন্ত ছুটে গিয়ে নিজের কাপটা তুলে নেয়]

সঞ্জয় ॥ N. G. [দাঁড়িয়ে পড়ে হতাশ ভঙ্গীতে]

প্রলয় ॥ [অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করছিলেন, মৃদু হেসে] চা খান।

অনন্ত ॥ শুধু শুধু আর্দ্ধেক-টা চা পড়ে গেল !

প্রসাদ ॥ [একান্তে] ওকে বাগাবার তালে ঘুরছে। ও বড় কঠিন ঠাঁই !

[গোবর্দ্ধন টেবিলে চা রেখে তীব্র দৃষ্টিতে প্রসাদের দিকে তাকায়। প্রসাদও তাকায়। তারপর কাপ তুলে নেয়। গোবর্দ্ধন চলে যায়]

সঞ্জয় ॥ (নিজের জায়গায় এসে চায়ের কাপ তুলে, আবার এগিয়ে) Honestly speaking, সত্যিকারের ভালো হিরোর বাংলাদেশে একান্ত অভাব। সেই একঘেয়ে পুরোন মুখ। লোকে disgusted ! They want new faces, new talents. সেই জন্যেই আমার principle হচ্ছে নোতুন ছেলেমেয়েদের introduce করানো। আপনার feature-এর মধ্যে এমন একটা softness and firmness mixed হয়ে আছে—যেটা হিরোর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। Hero বলতে আমরা কি বুঝি ? একজন নাকি গলার ঢুলুঢুলু চোখ,—না—horo মানে stout, hard-working. যার মধ্যে বীরত্ব এবং ব্যঞ্জনা একেবারে মাখামাখি হয়ে উঠেছে—

[প্রলয় আপন মনে কাজ করে চলে। ওপর থেকে অঘোর চৌধুরীর গম্ভীর গলা শোনা যায় "প্রলয়"—"প্রলয়"—। প্রলয় উঠে

ওর কাছে এগিয়ে যায়—। ~~দেখা যায়~~ সিঁড়ি দিয়ে নেমে ~~আসছেন~~—অঘোর চৌধুরী। বয়স সত্তরের উপর। তবু দৃঢ়, ঋজু। কথায় ও চলনে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। সম্ভ্রান্ত মুখশ্রী। পরণে ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবী]

অঘোর ॥ (নামতে নামতে) প্রলয়, এসেছো ? কটা বাজে ? কথাটা কানে যাচ্ছে না ? কটা বেজেছে ? উত্তর দাও কটা বেজেছে ?

প্রলয় ॥ [ঘড়ি দেখে] আটটা কুড়ি—

অঘোর ॥ তোমার attendance কটায় ? উত্তর দাও, attendance কটায় ?

প্রলয় ॥ আটটা।

অঘোর ॥ তা হলে এই কুড়ি মিনিট কি আমি তোমায় ফালতু মাইনে যোগাবো ? উত্তর দাও, এই কুড়ি মিনিটের মাইনে আমায় কেটে নেওয়া উচিৎ কি না ?

প্রলয় ॥ [শান্তভাবে] নেবেন।

অঘোর ॥ আবার মুখের উপর কথা। নেবেন! তোমার কুড়ি মিনিটের মাইনে ঠিক করবার জন্য আমি একজন chartered accountant রাখি, তাই না ? তা ছাড়া তুমি আমাকে এতখানি অপমানকর কথা বললে কি করে ? কোন সাহসে তুমি বলতে পারলে অঘোর চৌধুরী কুড়ি মিনিটের মাইনে কেটে নেবে ? না— না আমি ক্রমঃশই দেখতে পাচ্ছি তোমার স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। তোমায় sack করবো আমি। কাজে এত negligence কেন ? আমার ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে ইঁদুরের বাসা হয়েছে— সে খবর রাখো ? উত্তর দাও, খবর রাখো ?

[প্রলয় নীরবে ঘাড় নাড়ে]

সে গর্ত মিস্ত্রী ডেকে আমি বোজাব! এটা তোমার duty নয়? Speak out এটা তোমার duty কিনা?

প্রলয় ॥ আমি খবর দিয়েছি, মিস্ত্রী এখনি এসে পড়বে।

[প্রসাদ পালিত ও সঞ্জয় সমাজপতি এরকম চিৎকার শুনে ভয়ে ভয়ে সরে গিয়েছিল। শুধু অনন্ত নির্বিকার চা খাচ্ছিল ব'সে ব'সে]

অঘোর ॥ [এগিযে এসে অনন্তকে লক্ষ্য করে]—তুমি! তুমি আবার আজ এসেছ? ও বকুলবাগানে বাড়ি আমি কিনবো না।

অনন্ত ॥ [দাঁড়িয়ে ওঠে]—আজ্ঞে বড়বাবু, এবারে এটা বাদুড়বাগানে—

অঘোর ॥ বাদুড়বাগনেই হোক, আর শকুনিবাগানেই হোক, বাড়ি আমি কিনবো না—ব্যস কোন কথা নয় আর। কাল থেকে আসবে না। [প্রসাদকে লক্ষ্য করে] তুমি! তুমি কেন এসেছ আবার? আমি তো বলে দিয়েছি নোতুন গাড়ী কিনলে তবে insurance-এর কথা। নোতুন গাড়ী কিনবো না, সুতরাং insure-এর প্রশ্নই আসে না।

প্রসাদ ॥ আজ্ঞে স্যার, ঐ পুরানো গাড়ীটা আর কতদিন চালাবেন?

অঘোর ॥ পুরানো। ও গাড়ীর ইজ্জৎ জানো? ক'লকাতায় কটা লোকের ও গাড়ী আছে দেখাতে পারো? Cadillac! গাড়ীটার নাম Cadillac, জানো? বানান করো ত ছোকরা—Cadillac! গাড়ীর তুমি কি বোঝ হে? কখনো গাড়ী দেখেছো জীবনে? কুসুমপুরে আমার Hudson ছিল। 1932 model, বুঝেছ ১৯৩৩ সালে,—তখন তুমি জন্মাওনি—

প্রসাদ ॥ আজ্ঞে ১৯৩২ সালে আমি কলেজে পড়ি—

অঘোর ॥ Shut up! মুখের উপর তর্ক করো না। যাও—কাল

থেকে এসো না। [অনন্তর দিকে] তুমি এখনও বসে আছো কেন ?

অনন্ত ॥ [মাথা চুলকিয়ে] আজ্ঞে কদিন বাদুরবাগানে যাতায়াত করতে হয়েছে ত'—

অঘোর ॥ Second class tram. প্রলয় একে একটা টাকা দিয়ে দাও।

অনন্ত ॥ আজ্ঞে—এক টাকা !

অঘোর ॥ [একবার তাকিয়ে] এক টাকায় হবে না ? তুমি Taxi ক'রে গিয়েছিলে বাদুড়বাগানে আমার বাড়ি খুঁজতে ! যতো সব liar, cheat, imposter-এর দল। দুটো টাকা দিয়ে দাও প্রলয় !

অনন্ত ॥ আজ্ঞে কাল তাহলে একখানা নিউ আলিপুরের বাড়ি দেখে—

অঘোর ॥ কালকের কথা কাল হবে। যাও আজ।

[অনন্ত প্রলয়ের কাছে দাঁড়ায়। প্রলয় খাতায় লিখে দুটো টাকা দেয় ; অনন্ত নমস্কার করে—অঘোরকে প্রণাম করে চলে যায়]

অঘোর ॥ হুঁ ঃ—অতি ভক্তি চোরেব লক্ষণ—শয়তানের বাচ্চা। রোজ ভোগা দিয়ে দুটো টাকা আদায়ের তাল। মনে ক'রলে বুড়োকে খুব ঠকালুম। আরে বাবা আমার নাম অঘোর চৌধুরী, আমি সব বুঝি। [হঠাৎ সঞ্জয়কে দেখে] আপনি ! আপনি ! আপনি কে ?

[সঞ্জয় এতক্ষণ একটা বইয়ের র‍্যাকের পেছনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ভয়ে ভয়ে কার্ডটা নিয়ে এগিয়ে আসেন। অঘোর বাবুর হাতে কার্ডটা দেন। অঘোরবাবু দেখে—]

সঞ্জয় সমাজপতি। আপনি ত মস্ত বড় লোক—সমাজের পতি।

সঞ্জয় ॥ [কিঞ্চিৎ সাহস পেয়ে] আজ্ঞে হ্যাঁ, Producer Director of

fourteen pictures, eleven in Calcutta, three in Bombay.

অঘোর ॥ তা আমাকে কি করতে হবে ?

সঞ্জয় ॥ না মানে আমি শুনছিলাম আপনি এ line-এ interested. Investment-এব জন্যে এব চেয়ে safest industry আপনি আর পাবেন না। কোন industry আপনাকে guaratee দিতে পাবে না, এক বছবে—hundred percent profit এনে দেবে, একমাত্র—এই—

অঘোর ॥ [হঠাৎ প্রসাদকে লক্ষ্য করে] তুমি—তুমি যাওনি কেন এখনও ?

প্রসাদ ॥ আজ্ঞে—

অঘোব ॥ No, no, not a word চলে যাও। গাডী আমি বদ্‌লাবো না।

প্রসাদ ॥ আজ্ঞে সবাই বলাবলি করে কুসুমপুর এষ্টেটেব জমিদার—এবকম একটা old model car-এ ঘোবা-ফেরা করেন—

অঘোর ॥ কে ? কে বলে একথা ? নাম বলো। সবাই বলা বলি করে মানে কি ? নাম করো, সবাই এর নাম করো। প্রলয়, কারা বলাবলি করে একথা ?

প্রলয় ॥ (উঠে কাছে আসে) কেউ যদি বলে, সে জবাব আমবা দোব, আপনি আসুন—

অঘোর ॥ না—না, বলাবলিই বা করবে কেন ? Stop them, না হ'লে defamation আনবো। যদি প্রমাণ করতে না. পারো তোমার against-এ suit file করবো। আব তুমি প্রমাণ ছাড়া এত বড কথা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে কোন সাহসে—উত্তর দাও—চুপ করে থেকো না। উত্তর দাও !

প্রলয় ॥ ঠিক আছে আপনি যান।

অঘোর ॥ না না ওকে উত্তর দিয়ে তবে যেতে হবে।

প্রলয় ॥ উনি ত' কাল আসবেন আবার। (ইসারা করে)

[প্রসাদ ইতস্তত করে]

অঘোর ॥ (প্রলয়কে) তুমি পাগল হয়েছ ও টাকা না নিয়ে নড়বে? ও দেখেছে ঐ লোকটা টাকা নিয়ে গেছে। যত সব জোচ্চর এসে জুটেছে এইখানে।

প্রলয় ॥ আচ্ছা ঠিক আছে কাল ত' আসছেন।

অঘোর ॥ না না কাল আর আসতে হবে না, আজকে দিয়ে দাও দুটো টাকা।

[প্রলয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুটো টাকা দেন]

প্রসাদ ॥ (অঘোরবাবুকে প্রণাম করে) আপনাকে sir disturb করি রোজ। ব্যাপার কি জানেন বড গাছেব আশ্রয়েইত পাখীরা আসে।

অঘোর ॥ শকুনিরা, বলো শকুনিরা। গাছের···দফা রফা করে চলে যায়। সব বুঝি। বুঝলে সব বুঝি। তোমরা যে কতদূর শয়তান, সব বুঝি আমি।

প্রসাদ ॥ তাহলে যদি ভালো imported গাড়ীর একটা সন্ধান পাই—

অঘোর ॥ আচ্ছা সে কথা কাল হবে।

প্রসাদ ॥ যে আজ্ঞে (আবার প্রণাম করে ; সঞ্জয় ও প্রলয়কে নমস্কার করে চলে যায়)

অঘোর ॥ Swine !

সঞ্জয় ॥ (চমকে) Pardon.

অঘোর ॥ Beast, vulture.

সঞ্জয় ॥ আজ্ঞে—আমাকে—

অঘোর ॥ তুমিও ত' ঐ দলে। বধ করতে এসেছো ত' ?

সঞ্জয় ॥ Pardon.

অঘোর ॥ বলি কিছু টাকা আদায়ের মৎলবে এসেছ ত' ?

সঞ্জয় ॥ Not at all. Not at all sir. আমাকে এ ভাবে ভুল বুঝলে আমি বড ব্যথা পাই। আজকের যুগে টাকা আপনার Bank-এ ফেলে রাখে যারা তাদের চেয়ে বোকা আপনার আর কেউ নেই। Three-half percent interest পাচ্ছেন, Income Tax দিচ্ছেন তার ডবল। কি লাভ ? What return you get ? টাকাকে আপনার invest করতে হবে in business. টাকাকে roll করাতে হবে। না হলে টাকা বাচ্ছা পাড়ে না।

অঘোর ॥ (মৃদু হেসে প্রলয়কে) ছোকরার বুদ্ধি আছে—

সঞ্জয় ॥ (উৎসাহিত) ধরুন raw stock, studio · hire, out door expences, artist cost, সব জড়িয়ে বাংলা ছবি দু'লাখে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাকী রইল, laboratory charges আর publicity. কিন্তু মনে হচ্ছে সমস্ত টাকাটা আপনার একসঙ্গে খরচ হচ্ছে না—

[দরওয়ান একটা slip দিয়ে যায় প্রলয় slipটা দেখে দরওয়ানকে ইশারা করে, দরওয়ান চলে যায়]

অঘোর ॥ কে এল আবার !

[একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। নাম সুধাময় সেন, বয়স ৪০।৪২, পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী, হাতে একটা file, সদাপ্রসন্ন মুখাবয়ব। একটু মেয়েলী ঢং-এ কথা বলেন]

সুধাময় ॥ নমস্কার। আমি আসছি A. I. S. R. B. অর্থাৎ All India Statistical Research Bureau থেকে।

অঘোর ॥ অতখানি নাম আমার উচ্চারণ হবে না। বসুন। কি চাই, চাঁদা ?

সুধাময ॥ আজ্ঞে না। আমরা একটা Research করছি। ধরুন আপনার এখন বয়স কতো, ৬০।৬৫ ?

অঘোর ॥ আরো বেশী।

সুধাময ॥ ৭০।৭২, আচ্ছা তাহলে এখনি assess করে বলা যা—আপনি (file খুলে একখানা কাগজ বার করে) আঠার বছর একমাস দশদিন সাত ঘণ্টা বাহান্ন মিনিট ঘুমিযে কাটিযেছেন।

অঘোর ॥ এঁ্যা।

সুধাময ॥ হ্যাঁ। আপনি সারাজীবনে খেয়েছেন একান্ন লক্ষ এক হাজার কিলোগ্রাম। আপনি মলমূত্র ত্যাগ করেছেন তেইশলক্ষ কিলোগ্রাম —তাহলে আপনাব শবীব সাববস্তু গ্রহণ করেছে বাকী আটাশ লক্ষ ছ'হাজাব কিলোগ্রাম।

অঘোব ॥ প্রলয—একে 'চারটে' টাকা দাও।

সুধাময ॥ টাকার জন্য নয স্যাব। আপনি বুঝতে পারছেন—কি বিবাট রিসার্চ নিযে আমবা অগ্রসর হচ্ছি ? ধরুন, হিসাব করলে দেখা যাবে, শুধু বাসের জন্যে wait করে একটা লোকের জীবনের সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে। কিংবা মাছের জন্য লাইন দিয়ে একটা লোক পরমাযু থেকে আড়াই বছর কমিযে দিয়েছে। কি সাংঘাতিক বলুন তো !

অঘোর ॥ প্রলয, কত লাগবে দেখো। —ঐ আমার secretary আপনার যা বলার ওঁকেই বলুন। (সঞ্জযের দিকে) হ্যাঁ বলুন, বেশ interesting কথা চলছিল।

সুধাময় ॥ এ ব্যাপারটা কম interesting নয় স্যার। আমি এখনি অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দোব বাংলা দেশে একটা লোকও বেঁচে নেই।

অঘোর ॥ বেঁচে নেই !!

সুধাময় ॥ আজ্ঞে না। দেখুন—বাঙালীর average আয়ু কত? পঞ্চাশ বছর। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে—ঘুমিয়ে কাটছে বারো বছর; ট্রাম বাসের জন্য wait করে কাটছে ছ'বছর, চালের লাইনে পাঁচ বছর, তেলের লাইনে ছ'বছর, মাছের লাইনে ছ'বছর, ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে পাঁচ বছর, সিনেমা থিয়েটারের লাইনে আড়াই বছর, খেলার মাঠে সাড়ে পাঁচ বছর—ট্রেনের টিকিট কাটতে দু-বছর। পঞ্চাশ বছব থেকে বাদ দিন; বিয়োগফল—শূন্য। ইজইকোয়াল টু কোন বাঙালী বেঁচে নেই। এ ত' অঙ্কের ব্যাপার!

অঘোর ॥ প্রলয়, কি চায় দেখোনা। (প্রলয় এগিয়ে আসে)

সুধাময়। এতো ওঁর কাজ নয় স্যার। আমাদের এই ব্যুরোর মেম্বার হতে হবে আপনাকে। Share float করা হয়েছে। শেয়ার value minimum একশ টাকা।

প্রলয় ॥ (~~কাছে এসে~~) আপনি পরে আসবেন।

অঘোর ॥ না না আর পরে নয়। ওকে আজই বিদেয় করো। যা অঙ্ক করছে! [~~প্রলয় একবার স্থির দৃষ্টিতে সুধাময়ের দিকে তাকায়। তারপর নিজের টেবিলে নিয়ে যায়~~]

অঘোর ॥ (সঞ্জয়কে) আমায় তোমাদের বায়োস্কোপে একটা পার্ট দিতে পারো?

সঞ্জয় ॥ (উৎসাহিত)—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। বাঃ এ ত আমাদের সৌভাগ্য—আপনি অভিনয় করবেন। তার একটা commercial pull'ও ত' আছে। বিশেষ ভূমিকায় রায়বাহাদুর অঘোর চন্দ্র চৌধুরী—

অঘোর ॥ না না, পার্ট নয়—আমি নাচবো।

'সঞ্জয় ॥ (ঘাবড়ে গিয়ে) নাচবেন !

অঘোর ॥ হ্যাঁ—নাচতে পারবোনা ? দেখছেন না, কেমন নাচছি। যে যা বলছে তাতেই নাচছি। বাঁদরের নাচ—(অঙ্গ ভঙ্গী করে দেখান) সবাই ভাবে আমার বিপুল সম্পত্তি, তিনকুলে কেউ নেই, তাই ঠকিয়ে যেমন করে পারো কিছু লুটে পুটে নাও। আগেকার দিনকাল হলে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতি করতে আসতো। এখন সব সভ্য ডাকাত তাই ইনজেক্‌সনের ছুঁচ্ নিয়ে আসে। সুড়সুড়ি দেয় আর আমিও নাচি—এঁ্যা ? হাঃ হাঃ হাঃ—

[ওঁর এই অস্বাভাবিক উচ্চহাস্যে সঞ্জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই সময় গেটের বার থেকে উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকের কান্না শোনা যায়]

(অত্যন্ত বিরক্ত) কে ? দবওয়ান ! দরওয়ান ! ওখানে কাঁদে কে ! কৌন রোতী হ্যায় ?

[রোরুদ্যমানা তারাকালী বয়স ৩৫।৩৬, গ্রাম্য পোষাক, ঘরের ওপর আছড়ে পড়ে]

তারাকালী ॥ (সুর করে) অন্নদিদিরে তুই কৈ গেলা—

[তার পিছনে কিছু পুটুলি, ও জিনিসপত্তরসহ স্বামী হরবিলাস ও তার ছেলে যোগেন এসে দাঁড়াল]

অঘোর ॥ কি ব্যাপার !

[তারাকালী ছুটে গিয়ে অঘোর চৌধুরীর পায়ে পড়ে প্রণাম করে]

তারাকালী ॥ জামাইবাবু, আমারে চিনলানা, আমি তারা—তারাকালী—

অঘোর ॥ তারাকালী !

তারাকালী ॥ মাণিকগঞ্জের তারাকালী ; অন্নদিদির আপন পিসিমার মেজ জায়ের মেয়ে। (সুরে) অন্নদিদিরে—

অঘোর ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ্, চুপ্—চেঁচাবে না এখানে অসভ্যের মতো। (ধমকের পর চিৎকার বন্ধ হয় কিন্তু ফোঁফানী থাকে) তা এখানে কি মৎলব?

তারাকালী ॥ জামাইবাবু, মাণিকগঞ্জ থিক্যা আইস্যা তিন বছর বড় কষ্টে কাটছে, আর সহ্যই হয় না। তাই উনিরে কই আমার অমন রাজা জামাইবাবু থাকতে তিনিরই আশ্রয়ে চল। পোলাটারে লইয়্যা চইল্যা আইলাম। যোগেন, মেসোমশাইরে পরনাম কর। ওগো—জামাইবাবুরে পরনাম কর।

[হরবিলাস এক হাতের পুঁটুলি অপর হাতে রেখে কাপড়ে মুখটা ঢেকে কোনমতে প্রণাম করে, যোগেন প্রণাম করে উঠে পকেট থেকে চিরুণী নিয়ে চুলটা আঁচড়ে নেয়]

অঘোর ॥ হুঁ—তা হলে, তুমি হ'লে অন্ন মানে, আমার স্ত্রী—যে মারা গেছে ১৯৪৩ সালে, তার আপন পিসিমার মেজ জায়ের মেয়ে। সম্পর্কও নিকট এবং এসেছও খুব তাড়াতাড়ি।

তারাকালী ॥ (আরও একবার জোরে) অন্নদিদিরে—(চেঁচাতে যায়, হরবিলাস থামিয়ে দেয় পিছন থেকে কাপড় টেনে)

হরবিলাস ॥ আইগ্যা…খবর আমরা সবই পাইতাম। দিদি মারা গেলেন, তারপর পাকিস্তান, আপনাগো জমিদারী গেল, শ্যাষকালে আপনার নাত্নীর বিবাহের রাত্রে…

অঘোর ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) থাক, থাক,…গোবর্দ্ধন! (গোবর্দ্ধন ছুটে আসে) এই এদের জন্য নীচের একখানা ঘর খালি করে দে। কদিন থাকবে এখানে। যাও তোমরা যাও ওর সঙ্গে…

তারাকালী ॥ অন্নদিদিরে…(আবার চেঁচাতে গিয়ে অঘোরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়, তারপর ফুঁফিয়ে কাঁদে)

অঘোর ॥ (সঞ্জয়কে) একে তোমার বায়োস্কোপে নাবিয়ে দাও। কেমন কাঁদছে দেখ তো।

[সুধাময় এতক্ষণ একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল, ফাইল খুলে হিসাব করে]

সুধাময় ॥ স্যার, উনি তিন মিনিটে আধ পাইট চোখের জল ফেলেছেন। এই রেটে কাঁদতে পারলে সারাজীবনে উনি চিল্কার মতো একটা lake তৈরী করে দিতে পারেন।

অঘোর ॥ আপনার কাজ কর্ম মিটেছে ?

সুধাময় ॥ না sir, আপনার secretary বললেন কাগজ পত্তর রেখে যান পরে খবর দোব।

অঘোর ॥ ঠিক আছে, আপনি তাহলে আসুন। নমস্কার !

সুধাময় ॥ নমস্কার স্যার ! আলাপ পরিচয় একবার যখন হয়ে গেল তখন প্রায়ই বিরক্ত করতে আসবো। (নমস্কার করে চলে যায়)

হরবিলাস ॥ (আবার প্রণাম করে অনুনয় ভঙ্গীতে) আপনার আশ্রয়ে যখন আইস্যা পরছি জামাইবাবু তখন চরণে রাখবেন দয়া কইর‍্যা।

অঘোর ॥ (প্রলয়কে) লোকটা তাড়ি খায়।

[হরবিলাস তাডাতাড়ি মুখচাপা দিয়ে এগোয় গোবর্দ্ধনের পিছনে]

জবাকালী ॥ জামাইদিদিরে... (আর একবার কাঁদারি উদ্যোগ করে)

অঘোর ॥ উঃ হুঁ হুঁ...no more. গোবর্দ্ধন নিয়ে যাও এদের। (হঠাৎ যোগেনকে লক্ষ্য করে) এ্যায়...এ্যায় এধারে শোন। কি নাম তোর ?

যোগেন ॥ (এগিয়ে) শ্রীযোগেন রায় !

অঘোর ॥ গোবর্দ্ধন, কাল এর চুলগুলো কাটিয়ে দিস। (গোবর্দ্ধন

~~ওদের নিয়ে চলে যায়~~) ~~এই~~ উঠলো, এখন এক বছরের আগে নাড়ানো যাবে না। একেবারে গোটাগোষ্ঠী নিয়ে চলে এসেছে!

সঞ্জয় ॥ আপনি এক বিরাট বট গাছ। আপনার আশ্রয়ে ত'—

অঘোর ॥ বটগাছ! Fool! Idiot! বটগাছের ডাল থাকে, পাতা থাকে, ফল ধরে। আমি একটা তালগাছ। তালগাছ দেখেছ? মাথাটা বাজ পড়ে খসে ভেঙে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজেকে নিজে ভেংচাচ্ছে—~~সেই বাজপড়া তালগাছ। ছায়া নেই, রস নেই—সব নিঃশেষ!~~ ।

[~~বলতে বলতে ওঁর গলা ভারী হয়ে আসে~~]

সঞ্জয় ॥ ~~অদ্ভুত modulation~~। আপনি একজন পাকা আর্টিষ্ট—

অঘোর ॥ (ফেটে পড়ে) ঠাট্টা করতে এসেছ! আমাকে নিয়ে বাঁদর নাচ নাচাতে এসেছ! Get out, clear out! বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও!

[প্রলয় এগিয়ে আসেন। ইঙ্গীতে সঞ্জয়কে চলে যেতে বলেন। সঞ্জয় ভয়ে ভয়ে চলে যায় বাইরে। অঘোর মাথাটা ধরে চেয়ারে বসে পড়েন]

প্রলয় ॥ (কাছে এসে) কেন আপনি এদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকেন? ~~আমি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আপনিই ডেকে ডেকে সবাইকে জড় করেন। কাল থেকে কাউকে allow করবো না।~~

~~অঘোর ॥ তা হলে কি নিয়ে থাকবো?~~

[~~প্রলয় চমকে তাকায়। সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে~~]

জানো প্রলয়, আমি সব বুঝি। বুঝি এরা আমাকে ঠকাতে চায়। এরা আমার আড়ালে হাসে, গালাগালি দেয়—সব বুঝি। ~~তবু তুই সময়টুকু ভরিয়ে রাখে~~ ।

প্রলয়॥ লালবাজার থেকে চিঠি দিয়েছে। ওরা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (একটা চিঠি এনে) এইটায় একটু সই করে দিন।

অঘোর॥ কি এটা?

প্রলয়॥ এখানের High Commissioner-এর through-তে Pakistan Govt-কে একটা চিঠি লিখলাম। তারা যদি কোন সন্ধান দিতে পারে—

অঘোর॥ (মৃদু হাসে) পাঁচ বছর পরে?

প্রলয়॥ দশ বছর পরেও খবর পাওয়া গেছে এমন অজস্র case আছে।

অঘোর॥ আমাকে তুমি বোকা বোঝাবে প্রলয়? সে বেঁচে থাকলে হয়তো কোথাও ভিক্ষে করছে! না হলে—না হলে—

প্রলয়॥ বেঁচে তিনি নিশ্চয়ই আছেন। আপনি নিজে তাঁকে সঙ্গে করে পাকিস্তান বর্ডার পর্যন্ত এসেছিলেন, তারপর—

অঘোর॥ হ্যাঁ, তারপর…তারপর—কি যেন হল প্রলয়, তখন আমার তো কোন হুঁসই ছিল না। নীচের তলার মাটিটা পর্যন্ত শূন্য হয়ে গেছে। আমার গাড়ীটা চেক পোষ্ট ছাড়াতে হঠাৎ খেয়াল হ'ল—অপর্ণা তো নেই গাড়ীতে! গাড়ী ব্যাক করে নিয়ে গেলাম, চতুর্দিক খুঁজে দেখলাম—কত ডাকলাম—অপর্ণা—অপর্ণা! কেউ সাড়া দিলে না।

প্রলয়॥ কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে চ'লে যেতে পারেন নি। অন্য কোন refugee দলের সঙ্গে মিশে—

অঘোর॥ হ্যাঁ—দলের সঙ্গে মিশে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। সে ধুলো মাড়িয়ে কতলোক এসেছে, গেছে----সে একটা fossil. একটা অতীত ইতিহাস!

প্রলয়॥ আমার তা বিশ্বাস হয় না। আমি চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

অঘোর ॥ (হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন) তুমি গুষ্টির পিণ্ডি করবে। তোমার কিসের interest ? আমি বুঝি না ? তুমি ত' জানো----একমাত্র ওয়ারীশান্ সেই। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে সব ত' তোমাব গর্ভেই যাবে। একটা পয়সা পাবে না এই বলে গেলাম। আমি সমস্ত দানপত্তর করে দিয়ে যাবো।

প্রলয় ॥ (মৃদু হেসে) তা দেবেন। এখন উঠুন তো, বেলা হয়েছে।

অঘোর ॥ কেউ কিছু করবে না। পুলিস অপদার্থ। আমার নিজেব তো সামর্থ নেই। আর নিজেব লোকজনও নেই। অথচ বাড়ীতে দেখ রাবণের গোষ্ঠী ব'সে ব'সে গিলছে। সব স্বার্থপব। কেবল শুষে নেবার ফন্দী। তারা ত' জানে খুঁজে না পেলেই ভালো। আমার যাদ প্রকৃত হিতাকাঙ্খী কোন আত্মীয় স্বজন থাকতো----

[সুবিনয়বাবু, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, পোষাক ও চেহারা সম্ভ্রান্ত, পিছনে তার ছেলে যুবক অনঙ্গ সহ আসেন]

সুবিনয় ॥ (প্রণাম করে) বড়বাবু কেমন আছেন ?

অঘোর ॥ কে ? (চিনতে পেরে) ও সুবিনয়। (অনঙ্গকে) আরে তোমার নামটা আমি প্রায়ই ভুলে যাই।

অনঙ্গ ॥ (প্রণাম করে) অনঙ্গ, দাদু, অনঙ্গ রায়।

'অঘোর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনঙ্গ। তা কি খবর ? সুবিনয়, ভালো আছো সব ?

সুবিনয় ॥ এই আপনার . আশীবাদে চলে যাচ্ছে আর কি! ঢাকার বাড়ীটা Exchange করলাম। এতদিনে ঐ সব ঝঞ্ঝাট চলছিল, আপনার খবরাখবর নিতে পারিনি। আপনার নাতজামাইকে প্রায়ই বলি, যাও তোমার দাদাশ্বশুরের খবরটা নিয়ে এসো। তা ছেলের আমার একা আসতে লজ্জা।

অঘোর ॥ কে, কার কথা বলছো ?

সুবিনয় ॥ এই আমার ছেলে অনঙ্গ, আপনার নাতজামাই—

অঘোর ॥ (মৃদু হেসে) নাত জামাই !

সুবিনয় ॥ ওরই দুর্ভাগ্য নইলে এমন কেন হবে বলুন না ! আপনার মতো দাদাশ্বশুরের আদর খাবে, শ্বশুরশাশুড়ীর যত্নআত্তি পাবে, এক রাত্রের ঘটনায় সব ওলট পালট হয়ে গেল।

অঘোর ॥ (হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান) এঁ্যা ? হ্যাঁ। অনঙ্গ, অনঙ্গ তুমি ত গতবছর একবার এসেছিলে না ?

অনঙ্গ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ দাদু, বিজয়ার প্রণাম করতে প্রত্যেক বছরই আসি।

অঘোর ॥ প্রত্যেক বছরই আসো, না ? তুমি কি করছ এখন ?

অনঙ্গ ॥ এখনও কিছু শুরু করিনি। বাবা বলছেন একটা business করতে। আমার অবশ্য business কোনদিনই পছন্দ নয়।

সুবিনয় ॥ পছন্দ না হলেও business ই তোমায় করতে হবে। এ যুগে businessই লক্ষ্মী—না কি বলুন বড়বাবু ? Businees-এ নামলে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বাড়বে। তাছাড়া তোমার তো capital-এর অভাব হচ্ছে না। মাথার ওপর তোমার এমন দাদাশ্বশুর রয়েছেন ! না কি বলেন, বড়বাবু ?

অঘোর ॥ (একদৃষ্টিতে তাকিয়ে) সেই রাত্রে…সেই রাত্রে, তোমাকে খুব ছোট লাগছিল।

অনঙ্গ ॥ হ্যাঁ। তখন আরও ছোট ছিলুম ত। পাঁচবছর আগের কথা।

অঘোর ॥ পাঁচবছর, দেখতে দেখতে পাঁচবছর কেটে গেল, না !

সুবিনয় ॥ তবু মনে হয় সেদিনের কথা। সেও এমনি বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস !

অঘোর ॥ (স্বপ্নাচ্ছন্ন) শ্রাবণ মাস, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অনেক রাত্রে লগ্ন, ফুটফুটে মেয়েটা কনে চন্দন পরে পিঁড়িতে এলিয়ে পড়েছে।

অপূর্ব, আমার ছেলে, বর নামাতে গেল গাড়ী থেকে। বললে, বাবা দূরে একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। আমি বললাম, "না—না—ও মেঘের ডাক। তারপর কনেকে তুলে নিয়ে আসা হল। বরের সামনে দাঁড় করিয়ে আমিই—হ্যাঁ আমিইত বললাম বর বড় না কনে বড় একবার দেখো দেখি। এমন সময়—

[মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসবে। পিছনে পর্দায় ছায়াদৃশ্য শুরু করে। হৈ হৈ চীৎকার শুনবে। লাঠি হাতে কিছু লোকের চিৎকার। আর্তস্বর—বাবা! অপূর্ব! বৌমা! চিৎকার। লাল আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়বে। চিৎকার বেড়েই চলবে]

মাথাটা ধ'রে নিজের পতনোন্মুখ দেহটা সামলে দাড়ান]

অঘোর ॥ উঃ—

[আবার আলো স্বাভাবিক হবে]

প্রলয় ॥ (ছুটে এসে ওঁকে তুলে ধরে) গোবর্দ্ধন! [গোবর্দ্ধন ছুটে আসে। গোবর্দ্ধন ওঁকে ধরে] ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে সকলে এঁর পিছনে যাব]

[আলো নিভে যাব

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রলয় বসুর ছোট ঘর। স্বল্প আসবাব। ঘরের একধারে একটা ডেস্ক চেয়ার, তার পাশে একটা টিপয়ে কয়েকটা magazine। চেয়ারে বসে একটি মেয়ে একটা বড় জার্নালে মুখ ঢেকে পড়ছে।

তার মুখ দেখা না গেলেও দেহের অন্যান্য অংশ এবং পোষাক থেকে বোঝা যায় সে আধুনিকা এবং সম্ভ্রান্ত। সময় দুপুর। প্রলয় ঘরে ঢুকেই দরজা খোলা দেখে একটু অবাক হয়ে তাকায় চারদিক, তারপর মেয়েটিকে আবিষ্কার করে হেসে ওঠে]

প্রলয় ॥ My goodness, তুমি! দুপুরবেলা flat-এর দরজা খোলা দেখে আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

[মেয়েটি আপন মনে ঐ অবস্থায়ই পাতা ওলটায়। প্রলয় এসে বইটা কেড়ে নেয়]

কি হ'ল কথা বলছোনা কেন?

নীলিমা ॥ কথা দিয়ে যে কথা রাখে না, তার সঙ্গে আমি কথা বলি না।

প্রলয় ॥ ওঃ হো—আজ ত' Dreamland-এ lunch ছিল না? I am awfully sorry, excuse me নীলিমা।

নীলিমা ॥ Oh please don't utter that name of the sixteenth century, আমাকে নেলী বলে ডাকতে পারো না?

প্রলয় ॥ (হেসে) নেলী বললে তুমি খুশী হও? আচ্ছা তাই বলবো। আমার কিন্তু নীলিমা বলে ডাকতে অনেক ভালো লাগে।

নীলিমা ॥ No, প্রলয়! Please don't! ঐ নীলিমা শুনলেই কি রকম old মা-মা লাগে। Call me in the name of Nelly, sweet.

প্রলয় ॥ বলছি ত' তাই ডাকবো। তা তুমি হঠাৎ চলে এলে দুপুরে? কলেজ নেই?

নীলিমা ॥ তার আগে জবাব দাও, তুমি lunch-এ এলেনা কেন?

প্রলয় ॥ দেখ নীলিমা, I mean নেলী, আমার যে কি অবস্থায় দিন কাটছে না, সে তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না—

নীলিমা ॥ তোমার অবস্থাটা আবার খারাপ কিসের? নিজ ফ্ল্যাট

চাকরি, মোটা মাইনে, খাটুনির মধ্যে বুড়োর ডাটো গালাগালি শোনা। অমন চাকরি পেলে ত' আমি এখনি করি।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ দূর থেকে ঐ রকম মনে হয়। একদিন এই চাকরি করে দেখ না। উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ, পিতৃপুরুষ, এমন কি নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।

নীলিমা ॥ বুড়ো খুব রাগী, না ?

প্রলয় ॥ উনি যে কি, আর কি না, সেটা আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে বাইরে যত কাঠিন্যই থাক, ভেতরে একটা অদ্ভুত নরম মানুষ লুকিয়ে আছে, তাকে নিয়েই হয় মহা বিপদ। উনি রেগে গেলে আমি ভয় পাই না কিন্তু ভয় পাই যখন কেঁদে ফেলেন। আজ হঠাৎ সামান্য একটা ব্যাপারে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, pressure বেড়ে গেল, Icebag, ডাক্তার, ছুটোছুটি—সব বন্দোবস্ত করে এই মাত্র আসছি।

নীলিমা ॥ এই রকম রেগে আর কেঁদে কত দিন জ্বালাবেন! সময় ত' পেরিয়ে গেছে, এবার কেটে পড়লেই ত' হয়!

প্রলয় ॥ ঠিক ওভাবে বল না নেলী, কষ্ট হয়।

নীলিমা ॥ (খিল খিল করে হেসে ওঠে) How funny ! ঐ eccentric বুড়োটার জন্য তোমার কষ্ট হয় ?

প্রলয় ॥ উনি সাধ করে eccentric হন নি নেলী। কি বিরাট ইতিহাস ওঁর জীবনের পিছনে লুকিয়ে আছে তা যদি জানতে—

নীলিমা ॥ জানি। পাকিস্তানের দাঙ্গায় ছেলে ছেলের বৌ সব হারিয়েছেন। তাতেও ভেঙে পড়েননি, টাকাকড়ি সব ম্যানেজ করে গাড়ী নিয়ে একমাত্র নাত্‌নীকে সঙ্গে করে কলকাতায় পালিয়ে আসছিলেন। বর্ডার লাইনের কাছ থেকে মেয়েটি আর কার সঙ্গে ভেগেছে।

প্রলয়। ছিঃ! তোমার মুখে এরকম কথা আমি আশা করিনি নেলী! আমি কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তোমার taste, তোমার কথাবার্তার ধরণ সব কি রকম যেন বদলে যাচ্ছে।

নীলিমা॥ (গম্ভীর হয়ে) Thank you! তোমার নিজের taste, নিজের কথাবার্তা বলার ধরণ উন্নত হচ্ছে, এইটুকু শুনতে পেলেই ভবিষ্যতে খুশী থাকবো। (ব্যাগটা নিয়ে উঠে পড়ে)

প্রলয়॥ যাচ্ছো কোথায়?

নীলিমা॥ Unnecessary এখানে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। Lunch এ গেলে না, তোমার খবরটার জন্য খুব worried ছিলাম। ভালো আছো দেখে গেলাম, এবার যাই।

[প্রলয় মৃদু হেসে ওর হাতটা ধরে]

প্রলয়॥ ব'স ব'স।

নীলিমা॥ না—না, তোমার ঐ great boss-এর most tragic life history শুনে এখানে ব'সে চোখের জল ফেলার জন্য ত' ক্লাস কামাই করে সারাদিন কাটানোর কোন অর্থ হয় না। সামনে পরীক্ষা, যাই—

প্রলয়॥ (হেসে) ওঃ বড্ড রেগে গেছ। বস বস এখানে। (ওকে জোর করে বসায়) কোল্ড ড্রিংক খাবে একটু?

নীলিমা॥ কিছু দরকার নেই।

প্রলয়॥ না—না এই রোদ্দুরে সেই চৌরঙ্গী থেকে আসছো—একটু ঠাণ্ডা কিছু খাও। পরেশ, পরেশ—(পরেশ প্রলয়ের চাকর, আসে। পকেট থেকে টাকা বার করে) দুটো কোল্ড ড্রিংক নিয়ে আয় দেখি চট্ করে—(পরেশ দৌড়ায়)

প্রলয়॥ তারপর তোমাদের খাওয়া দাওয়া কেমন হ'ল বল। সবাই এসেছিল?

নীলিমা ॥ নিমন্ত্রণ নিলে সেটা রাখবার মতো ভদ্রতাবোধ সকলেরই আছে !

প্রলয় ॥ আমি ছাড়া। হাঃ হাঃ হাঃ—আচ্ছা, তুমি এখনও রেগে আছ কি করে ? মুর্গীটা নিশ্চয় বাসী ছিল !

নীলিমা ॥ এ্যাঁ !

প্রলয় ॥ Dreamland-এর খাবার দাবারের ওপর আমার ক্রমশঃই আস্থা চলে যাচ্ছে। বাসী মুর্গী না খেলে ত' পেট গরম হওয়ার কথা নয় ! আর পেট গরম না হলে রাগ এতক্ষণ continue করে না, হাঃ হাঃ হাঃ—

[নীলিমা খিল খিল করে হেসে ওর গায়ে ঢলে পড়ে। প্রলয় সরে যায়]

নীলিমা ॥ ওঃ, how puritan ! গায়ে গা লাগলে বুঝি morality নষ্ট হয় প্রলয় ?

প্রলয় ॥ না, ঠিক তা নয়। তবে আমার এই আশপাশের neighbours যাঁরা আছেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তুমি এসেছো। এধার ওধার থেকে উঁকি দেওয়ার কৌতুহল তাদের খুব···।

নীলিমা ॥ তা তাদের কৌতুহল একটু চরিতার্থই হক না। What do we care ? We are engaged !

প্রলয় ॥ Right right—but—

নীলিমা ॥ No but··· (ছুটে কাছে আসে) আর কতদিন এভাবে অপেক্ষা করবো বলতো প্রলয়। আমি আর পারছি না—

প্রলয় ॥ তোমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক—

নীলিমা ॥ Hang your পরীক্ষা ! পরীক্ষা দিতে আমার ভাল লাগে না। পরীক্ষা দিলেই আমি ফেল করবো। তখন আবার পড়া,

আবার পরীক্ষা! Disgusting! আমি আর পারি না, এই বছর নিয়ে ত' তিনবার হ'ল!

প্রলয়॥ তা পড়াশুনা না করলে ফেল ত' করবেই।

নীলিমা॥ আমি পারি না পড়াশুনা করতে। বই নিয়ে বসলেই আমার চোখের সামনে কি ভেসে ওঠে জানো—?

প্রলয়॥ কি।

নীলিমা॥ শহরতলীর ধারে কোন এক নির্জন নিরালা জায়গায় ছিমছাম সুন্দব একটা বাড়ী, বারান্দায় বড় বড় টবে ভর্তি ডালিয়া, ছোট্ট একটা গাড়ী। সবুজরং হওয়া চাই কিন্তু!—ঐ প্রকাণ্ড বাড়ী আর ঐ ভাঙা গাড়ী, বাবাঃ, আমি সেই দিনই বিক্রী করে দোব।

প্রলয়॥ কোন বাড়ী।

নীলিমা॥ ঐ তো বুড়োর বাড়ী, চৌধুরী palace। বাবা palace-এ নমস্কার!

প্রলয়॥ ও বাড়ী তুমি বিক্রী করবে কি করে?

নীলিমা॥ আ হাহা, ন্যাকা, বুড়ো কি সব সঙ্গে করে নিয়ে যাবে নাকি মরার পর! সবই ত' তোমার থাকবে।

প্রলয়॥ তাঁই নাকি?

নীলিমা॥ আমি জানি গো সব জানি, বাবা আমায় বলেছে। তোমায় বুড়ো খুব ভালবাসে। বাবা বলছিলেন—শুধু আইনত একটা ব্যবস্থা প্রলয়ের করে নেওয়া উচিত।

প্রলয়॥ (অন্যমনস্ক) তাই নাকি!

[পরেশ দুটো কোল্ড ড্রিংক নিয়ে আসে]

নীলিমা (একটা নিয়ে) নাও—

[প্রলয়কে দেয়, প্রলয় অন্যমনস্ক অবস্থায় মুখে নেয়]

প্রলয়॥ তোমার বাবা তা হলে খুব ভাবেন আমার জন্য?

নীলিমা ॥ How silly। তোমার জন্য ভাববে না? বাবা বলছিল আইনত একটা ব্যবস্থা প্রলয়ের এখনি করে নেওয়া উচিত।

প্রলয় ॥ হুঁ—

নীলিমা ॥ এই, তুমি compete করোনা কেন কোন service পরীক্ষায়? Please প্রলয়, লোকে যখন জিগোস করে "ওর স্বামী কি করে!" "কিছু করে না, তবে বিষয়সম্পত্তি আছে" শুনতে কি রকম গাঁইয়া গাঁইয়া লাগে না? অমুক অফিসারের বৌ, কি কোন departmental director-এর স্ত্রী শুনলে কি রকম বুকটা ফুলে ওঠে, না? এই কি ভাবছো—হাঁদারাম! (মুখটা এগিয়ে নিয়ে যায় মুখের কাছে)

প্রলয় ॥ না ভাবছি (মৃদুহেসে) এই বয়সেই তুমি জীবন সম্পর্কে কি খুঁটিয়ে ভাবতে শিখেছ নেলী। আর আমি তোমার চেয়ে কত বড়

নীলিমা ॥ বড় হয়েও কচি খোকাটি সেজে আছো, এই ত'! That's a disqualification! ঐ বুড়ো কবার কাঁদলো, কোন বন্ধুর বোনের বিয়ে হ'ল না (হঠাৎ) ও good God! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম! তুমি যে আমায় একটা ফটো দিয়েছিলে না—ঐ রকম চেহারার কোন মেয়ে আমাদের কলেজে আছে কিনা দেখতে?

প্রলয় ॥ (সাগ্রহে) হ্যাঁ হ্যাঁ—

নীলিমা ॥ আমার বন্ধু মীরা সেদিন এই ফোটোটা দেখে বললে আরে এই মেয়েটার ছবি এখানে কেন! আমি বললাম, চিনিস নাকি তুই মেয়েটাকে? মীরা বললে, আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে—প্রায় চেহারাটা মিলে যায়। —কিন্তু সে—পাগল।

প্রলয় ॥ পাগল!!

নীলিমা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সে নাকি বদ্ধ পাগল। তাই তো মীরাকে

বললুম আমরা যাকে খুঁজছি সে পাগল নয়। সে সেয়ানা মেয়ে, বিয়ে করে বাড়ী থেকে পালিয়েছে।

প্রলয় ॥ (চমকে) কে ?

নীলিমা ॥ বাঃ, তুমি বলেছিলে না, তোমার বন্ধুর ছোট বোন, বিয়ে করে বাড়ী থেকে পালিয়েছে, তোমার বন্ধু খুব খুঁজছে, পাচ্ছে না—

প্রলয় ॥ এ্যাঁ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু পাগল—

নীলিমা ॥ আমিও তাই বললাম, পাগল যখন, তখন সে নিশ্চয়ই নয়।

প্রলয় ॥ তোমার বন্ধু মীরার ঠিকানাটা কি ?

নীলিমা ॥ ঠিকানা জানিনা বাবা। গলিটার নাম কি যেন—অবিনাশ সরকার লেন না কি! ও গলিতে তুমি যেতে পারবেনা প্রলয়। গাড়ী ঢোকে না।

প্রলয় ॥ আমাকে যেতেই হবে। (দ্রুতহাতে ফোলিওটা গুছিয়ে নেয়)

নীলিমা ॥ সে কি এখুনি যাবে নাকি ?

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, আর দেরী করায় সময় নেই নেলী। অনেক দেরী হয়ে গেছে। চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিযে আমি অবিনাশ সরকারের গলি খুঁজে নেবো। হ্যাঁ তোমার বন্ধুর পুরো নাম কি ? মীরা—

নীলিমা ॥ দত্ত।

প্রলয় ॥ মীরা দত্ত। ঠিক আছে। তুমি চল।

নীলিমা ॥ সেখানে তুমি খুঁজে বার করতে পারবে, একা একা ?

প্রলয় ॥ দেখাই যাক্ না—। চল,—পরেশ, আমরা বেরোলাম। দরজাটা ভিড়িয়ে দে।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। আলো নিভে যায়।]

তৃতীয় দৃশ্য

[অবিনাশ সরকার লেনে কেদার ঘোষালের বাড়ী। মধ্যবিত্ত-সুলভ একখানা ঘরের সামনে দাওয়া, তার সামনে উঠোন। দাওয়ার একধারে একটা ভাঙা কাঠের টেবিল ও নড়বড়ে চেয়ার, কিছু বই কাগজপত্তর ইতস্ততঃ ছড়ানো। উঠোনের এক কোণে কনকলতা—সেখানে পিছন ফিরে বাসন মাজছে একটি মেয়ে। বছর ২২।২৩ বয়স। এককালে সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। মুখের অনেকখানি জুড়ে ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন। উঠোনের ওপর বসে ভুণ্টো, এ বাড়ির মেজ ছেলে, একটা ভাঙা সাইকেলে রেঞ্জ লাগাচ্ছে। হাতে ও খাঁকি হাফ-প্যাণ্টের অনেক জায়গায় কালি-ঝুলি লেগে রয়েছে। বাড়ীর ছোট ছেলে পিণ্টু একটা বল লুফতে লুফতে বাড়ী ঢোকে। পরনে ময়লা প্যাণ্ট, শার্ট। সময় বিকাল।]

পিণ্টু ॥ মেজদা, একটা টাকা দাওনা মাইরী, খেলাটা দেখে আসি।

[ভুণ্টো যেন শুনতে পায়নি এভাবে কাজ করে চলে]

এই মেজদা—

ভুণ্টো ॥ এঁ্যা—

পিণ্টু ॥ একটা টাকা দাওনা—

ভুণ্টো ॥ টাকা!

পিণ্টু ॥ আজ মোহনবাগানে পাঁচটাকা লাগিয়েছি। হাফ ফর্টিফিট্ ওয়ান রিটার্ণ। মাইরি বলছি রাত্তিরে দিয়ে দোব। একটা টাকা দাও না!

ভুণ্টো ॥ টাকা নেই। (কাজ করতে থাকে)

পিণ্টু ॥ য্যাঃ মাইরি, তোমার কাছে টাকা নেই ?

ভুণ্টো ॥ টাকার গাছ দেখেছো না ? (কাজ বন্ধ করে) এ পর্যন্ত সাতটা টাকা নিয়েছিস একটা পয়সা ফেরৎ দিস নি !

পিণ্টু ॥ হাই বাপ, সেদিন যে তিনটাকা দিলুম !

ভুণ্টো ॥ সে ত' বাজীর টাকা।

পিণ্টু ॥ আজকে ঠিক দিযে দোব। মাকালীর দিব্যি। আজ মোহনবাগান সিওর উইন—'

ভুণ্টো ॥ টাকা নেই তো দর লাগালি কি করে ?

পিণ্টু ॥ ঐ পাঁচটা টাকাই তো ছিল।

ভুণ্টো ॥ কোথায় পেলি ?

পিণ্টু ॥ বা, কাল জিতিনি বুঝি ?

ভুণ্টো ॥ এক চড়ে তোমার জেতা ঘুচিয়ে দোব। মা'র গম বিক্রী করেছিস্ ?

পিণ্টু ॥ মাইরী বলছি, গমে হাত দিইনি আমি।

ভুণ্টো ॥ তাহলে গম এত কমে গেল কি করে ?

পিণ্টু ॥ আমি তার কি জানি ! তুমিও গমে try নিয়েছিলে বুঝি ?

ভুণ্টো ॥ য্যাঃ য্যাঃ ভুণ্টো ঘোষাল দস্তুর মতো মেকানিক। সে হাতের জোরে করে খায়। তোর মতো চুরি করে পেট ভরাতে হয় না—।

পিণ্টু ॥ না—। বাবার পকেট কে মেরেছিল সেদিন ?

ভুণ্টো ॥ আমি মেরেছিলুম ?

পিণ্টু ॥ তুমি নয় ? বাবা বেরোবার সময় পকেটে হাত দিয়ে বললে দেড়টা টাকা নেই।

ভুণ্টো ॥ ওরে পাঁঠা, সে বান্দা এই ভুণ্টো ঘোষাল নয়। সে দিলে

অনেক দেড-টাকার জন্ম দেয়। সে টাকা কে ম্যানেজ করেছে আমি জানি।

পিণ্টু॥ কে গো, বলনা কে ?

ভুণ্টো॥ বড়দা। দেখগে যা নেড়ীর হার কিনে দিয়েছে।

পিণ্টু॥ এ্যাঁ—(উল্লসিত) মাইরী ! নেড়ীকে হার দিয়েছে, মানে প্রেজেণ্ট ! মানে লভ !—এই নেড়ী—নেড়ী—!

(নেড়ী বাসন মাজছিল একই মনে) এই পাগলী ! (বলটা ছুঁড়ে মারে, নেড়ীর গালে আঘাত লাগে, কিছুক্ষণ গালটা ধরে বসে থাকে) দেখি, দেখি, কেমন হার দিয়েছে বড়দা। (কাছে যায়। হারটা টেনে তোলে, ভয়ে ভয়ে নেড়ী উঠে দাঁড়ায়) কে দিয়েছে ? বল কে দিয়েছে ? (ইসারায় আঙ্গুল দেখায় নেড়ী ভুণ্টোর দিকে, ভুণ্টো এগিয়ে আসে)

ভুণ্টো॥ আমি ! তবেরে হতচ্ছাড়ী আমি দিয়েছি। আমাকে ফল্‌স্ পজিশনে ফেলবার চেষ্টা ! আমি দিয়েছি ? বল—(নেড়ী আবার ঘাড় নাড়ে) বল কে দিয়েছে—বল—

নেড়ী॥ ঐ—কে—? কি জানি ?

ভুণ্টো॥ তা জানবে কেন ? বড়দা, বড়দা দিয়েছে—মনে নেই—

[নেড়ী বুঝতে পেরে ঘাড় নাড়ে, তারপর খিল খিল করে হেসে ওঠে পরে বাসনগুলো নিয়ে উঠে দাওয়ার দিকে যায়]

পিণ্টু॥ পাগল সিধে করো মা,—পাগল সিধে করো।

[আবার বলটা ছুঁড়ে মারে নেড়ীর হাত থেকে সশব্দে বাসন-গুলো পড়ে যায়। ঘরের ভিতর থেকে যোগমায়ার গলা শোনা যায়]

যোগমায়া॥ (নেপথ্যে)—এ্যায় এ্যায় সব ভাঙলি তো ! সব কটা

বাসন বোধহয় চুরমার হযে গেছে ? (বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন) যত আপদ এসে জোটে আমাব ববাতে—।

[নেড়ী ভযে ভযে দাঁড়িয়ে থাকে]

পড়লো কি করে ? বলি হাত থেকে এতগুলো বাসন পড়ল কি করে ? হাতের কি কোন সাড় নেই ?

ভুণ্টো ॥ না—না—ওর কোন দোষ নেই, পিণ্টু বল ছুঁড়ে মারলে যে ওকে। (আবার কাজে বসে যায়)

যোগমায়া ॥ মার, মার ওকে সবাই মিলে মেরে ফেল তোরা। ওতো কোন সাতে পাঁচে থাকে না। ওর পেছনে কেন লাগিস রাতদিন ? (নেড়ীর দিকে) হাঁ করে দাড়িয়ে থাকিস নি, বাসনগুলো আবার ধুয়ে তুলে রেখে আয়। বলি কথাটা কানে যাচ্ছে না ?

[নেড়ী উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে]

পিণ্টু ॥ আচ্ছা এবার বলো মা মারতে ইচ্ছে হয কি না ?

যোগমায়া ॥ (কাছে গিয়ে আদর ক'রে) এই নেড়ী—(নেড়ী চমকে তাকায়) বাসনগুলো আবার ধুয়ে রাখ মা। (নেড়ী বাসনগুলো আবার কলতলায় নিয়ে যায়) ভাল মুখে বললে ও সব কথা শোনে। তোরা সব সময় মারমুখী হ'য়ে থাকিস !

পিণ্টু ॥ বড়দা হার দিয়েছে ওকে, দেখেছো মা ?

যোগমায়া ॥ হার ?

পিণ্টু ॥ দেখো না গলায় রয়েছে ত'।

যোগমায়া ॥ দেখি দেখি। (কাছে যায়। এটা কে দিয়েছে রে (ধাক্কা দিয়ে) এই, এটা কে দিয়েছে তোকে ?

[নেড়ী ইংগিতে পিণ্টুকে দেখায়]

পিণ্টু॥ আমি! আমি তোমায় দড়ি আর কলসী দোব, হার নয়। পাগলী কোথাকার!

যোগমায়া॥ (গম্ভীর স্বরে)—নাণ্টু হার কিনে দিয়েছে? কতটাকা রোজগার করছে আজকাল?

ভুণ্টো॥ (কাজ করতে করতে) ও পাঁচসিকের হারে রোজগার লাগে না। বাবার পকেট থেকে দেড়টাকা মেরেছিল, বাকী চার আনার সিগ্রেট খেয়েছে আর কি!

[যোগমায়া গম্ভীর হয়ে নেড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকেন]

যোগমায়া॥ এ্যাই এটা খুলে ফেল। (নেড়ী নীরব) এই নেড়ী, হারটা খুলে আমায় দে—

[নির্বিবাদে নেড়ী হারটা খুলে দেয়, যোগমায়া গম্ভীর ভাবে হারটা নিয়ে ভিতরে চলে যান]

পিণ্টু॥ মা, চা-টা দেবে না কি? ওদিকে খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

যোগমায়া॥ (ঘর থেকে) নেড়ী চায়ের বাসনগুলো নিয়ে যাও। বুঝতে পেয়েছো বিধুমুখী?

[ওর থুতনি ধরে নেড়ে দেয়। নেড়ী খিল খিল করে হেসে ওঠে]

পিণ্টু॥ (ওকে ভেঙিয়ে) হি হি হি—যাও একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে আবার চা খেয়ে মাঠে যেতে হবে। মেজদা টাকাটা দওনা মাইরী!

ভুণ্টো॥ তুই এখন গিয়ে কি টিকিট পাবি নাকি?

[নেড়ী সব বাসন গুছিয়ে নিয়ে ভিতরে যায়]

পিণ্টু॥ বাঃ, টিকিট কোথা থেকে পাবো? গাছের ভাড়া লাগবে না, আট আনা?

ভুণ্টো ॥ গাছে উঠে খেলা দেখবি, তার ভাড়া !

পিণ্টু ॥ ভাড়া নেই ? অমনি তোমার মুখ দেখে গাছে উঠতে দেবে ?

ভুণ্টো ॥ অমন খেলা দেখার দরকার কি ?

পিণ্টু ॥ দরকার আছে। পাঁচটা টাকা লাগিয়েছি না ? দাওনা মাইরী টাকাটা।

ভুণ্টো ॥ আঃ জ্বালাতন করে মারলে ! এই নে—(প্যাণ্টের পকেট থেকে একখানা নোট ছুঁড়ে দেয়) সুদ দিবি আট আনা।

পিণ্টু ॥ এক টাকায় আট আনা সুদ ! তুমি যে কাবলীওয়ালার মাসশ্বশুর মেজদা !

ভুণ্টো ॥ বিনা ইণ্টারেষ্টে টাকা দেওয়া আমার গুরুর বারণ আছে।

পিণ্টু ॥ যে গুরু তোমায় ঘণ্টায় আট আনা সুদ নিতে মন্তর দিয়েছে সে তো দেবতা লোক মাইরী ! তাকে একদিন দেখিও পায়ের ধুলো নিয়ে আসবো।

[গলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর ভাজতে ভাজতে এ বাড়ীর বড় ছেলে নাণ্টু আসে। নাণ্টুর মাথায় বাবরী-ছাঁট চুল, ধোপ-দুরস্ত পাঞ্জাবী, পায়জামা। অনুরূপ ভাবে গান গাইতে গাইতে চেয়ারে বসে। ভুণ্টো ভাঙ্গা সাইকেলে জোরে হাতুড়ি মারে]

নাণ্টু ॥ আঃ, এ বাড়ীতে একটু নিরিবিলি রেয়াজ করবার জো আছে ? এখানে হাতুড়ির আওয়াজ,—ওখানে চীৎকার—

[পিণ্টু কোণ থেকে জুতোটা টেনে বার করে]

পিণ্টু ॥ (জোরে)—এ্যায় নেড়ী, জুতোটা পালিস করে রাখিস নি কেন ? এ্যায় নেড়ী—

[ভয়ে ভয়ে নেড়ী বেরোয়। ওকে জুতোর বাড়ী এক ঘা মারে]

কি হয়ে আছে, কি হয়ে আছে জুতোটা, দেখতে পাস না? এদিকে গেলবার বেলা ত' ভুল হয় না একদিনও!

নাণ্টু ॥ এই হতভাগা, জুতো মারলি কেন, জুতো মারলি কেন তুই?

পিণ্টু ॥ বেশ করবো মারবো। তোমার কি?

নাণ্টু ॥ তবে রে হারামজাদা, মুখের উপর কথা!

পিণ্টু। You withdraw বড়দা, withdraw হারামজাদা—

নাণ্টু ॥ (এগিয়ে) তুই ওকে জুতো মারলি কেন?

পিণ্টু ॥ একশবার মারবো। সকাল থেকে বলছি মাঠে যাবো' জুতোটা পালিশ করে রাখিস। সে কথায় কান নেই—

নাণ্টু ॥ ও নবাব কন্দর্পনারায়ণ,—খেলার মাঠে যাবেন, তার জন্য পালিশ করা জুতো চাই!

পিণ্টু ॥ চাই-ই-তো'! তোমার (ভেঙিয়ে) হা আ আ—আ করার—জন্যে যদি গিলে করা পাঞ্জাবীর দরকার হয়, আমার খেলা দেখার জন্য পালিস করা জুতো চাই!

নাণ্টু ॥ তবে রে রাসকেল! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! (গিয়ে চুলের মুঠি ধরে) আমার গানকে insult! আমাকে insult কর কিছু বলবো না। কিন্তু—

পিণ্টু ॥ মা দেখো, আমি কিন্তু এর পর বড়দার respect রাখতে পারবো না।

ভুণ্টো ॥ (হাতুড়ির ঘা দিয়ে) লাগ্, লাগ্, লাগ্ ভেল্কি—

[যোগমায়া বেরিয়ে আসেন, নেড়ী ভয়ে ভয়ে এতক্ষণ জুতোটা টেনে পালিস করতে শুরু করেছে]

যোগমায়া ॥ কি, কি আরম্ভ করেছিলি তোরা! বাড়ীটা একেবারে বস্তীবাড়ী করে তুলেছে!

নাণ্টু ॥ বস্তীবাড়ীরও অধম। ওখানে মিস্ত্রী, এখানে জুয়াড়ী।

পিণ্টু॥ আর এখানে পকেটমার।

নাণ্টু॥ কি বললি? কি বললি হতচ্ছাড়া!

পিণ্টু॥ বাবার পকেট মেরে নেড়ীকে হার দিয়েছো, সে মায়ের কাছে report হয়ে গেছে।

নাণ্টু॥ আমি বাবার পকেট মেরেছি? Rascal! উচ্চারণ করতে পারলি একথা?

যোগমায়া॥ তোরা থামবি নাকি? ওঃ, বসে বসে ষাঁড়ের মতো তিন তিনটে ছেলে গিলছে আর গুণ্ডামী কবছে!

ভুণ্টো॥ আমাকে সেটি বলতে হচ্ছে না, দস্তুর মতো mechanics, খরচা দিয়ে খাই।

পিণ্টু॥ এটা কি হোটেল? খরচা দিয়ে খেতে হবে?

নাণ্টু॥ তাই ত! ঠিক কথা! মা, আমরা কি তোমার সন্তান নই?

যোগমায়া॥ আগে জানলে এমন সন্তানদের মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলতুম আঁতুড়ে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। এই নেড়ী, তোকে না বললাম চা-টা নিয়ে আসতে?

পিণ্টু॥ ও আমার জুতো পালিস না করে উঠবে না। হাই বাপ দেখ—দেখ।

[ওরা সকলে দেখে নেড়ী শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, জুতোটা হাতে ধরা, নিজের হাতের ওপর বুরুশ বোলাচ্ছে। সকলে হো হো করে হেসে ওঠে, যোগমায়াও হাসেন]

যোগমায়া॥ গোদের ওপর বিষফোঁড়া! একে ছেলেদের জ্বালাতেই সংসার ছেড়ে বনে বাস করতে ইচ্ছে করে, তার উপর কোথা থেকে এসে জুটলেন এক পাগলী!

নাণ্টু॥ আহা ওবেচারা কি জুতো পালিস করেছে আগে? দূর, কাজ ওকে দিয়ে করাতে গেলে চলবে কেন?

পিণ্টু॥ (ঠাট্টার স্বরে) সিম—প্যাথি!

নাণ্টু॥ থাম থাম, বিদ্যে ত' ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত, আবার কথায় কথায় ইংরাজী বুকনী!

পিণ্টু॥ আমি ত' তবুও ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়েছিলাম বড়দা, তুমি তো গাধাতেই খতম।

যোগমায়া॥ থাম—থাম, এইতো হবে। ভদ্রলোকের ছেলে মুখ্যু হলে এর চেয়ে ভাল আর কি হবে? তোদের দোষ কি, সবই আমার পোড়া বরাতের দোষ। না হলে এই গরীব বাপ-মায়ের ঘরেই বা জন্মাবি কেন? পয়সার অভাবে ইস্কুলেব দরজা বন্ধই বা হবে কেন? নেড়ী, জুতো রাখ, যার জুতো সেই পালিস করবে। তুই হাত ধুয়ে ঘরে আয়। (ভিতরে চলে যান)

নাণ্টু॥ নেড়ী, ওঠ, ওঠ। যাও হাতটা ধুযে ঘরে যাও—(কাছে গিয়ে) নেড়ী! (গাযে হাত দিয়ে তোলে, তাবপরে ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে দেয়। নেড়ী ধীরে ধীবে কলতলায় যায)

পিণ্টু॥ (ইঙ্গিতে)—মেজদা—(গলা খাঁখারী দেয়। ভুণ্টো একবার দেখে জোরে হাতুড়ি ঠোকে। পিণ্ট জুতো পালিস করতে বসে যায়)

নাণ্টু॥ (স্বর ভাজতে ভাজতে) বুঝলি ভুণ্টো, একখানা চান্স যা পাচ্ছি না। (ভুণ্টো নীরবে নিজের কাজ করে যায়) আমার ওস্তাদ বুঝলি বোম্বে যাচ্ছে। একটা film-এর ব্যাপারে—বলেছে আমাকেও নিয়ে যাবে play-back artist করে।

ভুণ্টো॥ (কাজ করতে করতে) বেশ ত।

নাণ্টু॥ না—মানে, যাতায়াতের ভাড়া অবশ্য ওস্তাদই দেবেন, তবুও কটা টাকা ত' হাতে করে নিয়ে যেতে হবে!

ভুণ্টো॥ আমার টাকা নেই!

নাণ্ট॥ এঁ্যা!

ভুণ্টো ॥ বলছি ত' আমার টাকা নেই! শালার নাট আজকাল এমন হয়েছে কিছুতে টাইট থায় না। (জোরে রেঞ্চটা ঘোরায়)

[যোগমায়া একটা থালায় বসিয়ে সকলের চা নিয়ে আসেন। নেড়ী তখনও কলতলায় বসে আছে]

যোগমায়া ॥ নে চা নে সব। একটা কাজ কি ঐ মেয়ের দ্বারা হবার উপায় আছে। আবার কলতলায় গিয়ে বসলি কেন—এই নেড়ী—নেড়ী (নেড়ী তাকায়) এসো, চা গিলে আমায় উদ্ধার করো।

পিণ্টু ॥ (চা খেতে খেতে) ওটাকে তাড়িয়ে দাও।

যোগমায়া ॥ তাড়াতে হলে ও সবকটাকেই তাড়াতে হয়—। ও তোদের চেয়ে অনেক ভালো। নেড়ী ওঠ। আয় মা—(নেড়ী ধীরে ধীরে এসে চা খায়)

পিণ্টু ॥ মজা দেখেছো মেজদা খাওয়ায় ওর অরুচি নেই—যত পাগলামী কাজ করতে বললে। বলছি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দুদিনে টাইট করে দিচ্ছি। পাগলের আসল ওষুধ মার। এমন মার মারতে হবে বাপ-মার নাম ভুলে যাবে।

ভুণ্টো ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, বাপ-মার নাম ত' এমনিতেই ভুলে বসে আছে।

পিণ্টু ॥ বাপ-মা ছিল নাকি কোনকালে। কোথায় কোন ডাষ্টবিনে জন্ম। মা-র যত সব কাণ্ড! রাস্তার আবর্জনা এনে ঘরে তুলেছে (জুতো পায়ে দিয়ে, জামাটা বদলে) জয় মা কালীঘাটের কালী, আজ মুখ রাখিস মা! মোহনবাগান ত' তোরই বাচ্ছা মা! করকরে পাঁচটা টাকা লাগিয়েছি মা! (অনবরত প্রণাম করতে করতে বেরিয়ে যায়)

যোগমায়া ॥ (হেসে) সব এক একটা সং।

[নেড়ী খিল খিল করে হাসে]

নাণ্টু॥ দেখেছো মা। ও পুরো পাগল নয়। সবই বুঝতে পারে, তবে একটু মাথাটার গোলমাল আছে।

যোগমায়া॥ সে এ বাড়ীর সকলেরই আছে—

নাণ্টু॥ আমি যদি ঐ বোম্বের চান্সটা পেয়ে যাই, ওকে আমি রাঁচীতে রেখে ট্রিটমেণ্ট করাবো।

যোগমায়া॥ থাক খুব হয়েছে। নেডী, ভেতরে যা, চায়ের কাপগুলো নিয়ে যা—(নেডী নীরবে চায়ের কাপগুলো নিয়ে ভেতরে চলে যায়) তুই ওকে এই হারটা কিনে দিয়েছিস?

নাণ্টু॥ এ্যাঁ—হ্যাঁ, মা, কত সস্তা অথচ কি সুন্দর দেখতে দেখোতো—

যোগমায়া॥ বুঝতে পেরেছি। আর কখনও যদি দেখি ওর পেছনে ঘুর ঘুর করেছিস, এ বাড়ীতে ভাত বন্ধ হবে—বলে দিলুম। (ভিতরে চলে যান)

নাণ্টু॥ যাঃ বাবা, কেবল ভাতের খোঁটা দেয়। আচ্ছা দেখি বোম্বের চান্সটা—(আবার সুর ভাজে)

["নেডী, ও নেডী, এগুলো ধর মা" বলতে বলতে প্রৌঢ় কেদার ঘোষাল আসেন ধুতি, শার্টের উপর কোট, দুহাত ভর্তি ঝোলা। যোগমায়া বেরিয়ে আসেন, তার পিছনে নেডী। যোগমায়া ও নেডী ভাগাভাগি করে ঝোলাগুলো নেয়। ভুণ্টো একমনে কাজ করে যাচ্ছে। নাণ্টু সুর ভেজে চলেছে]

কেদার॥ (মুখের ঘাম মুছে) দেখো আমি আর পারছি না, আমাকে রেহাই দাও তোমরা। সারাদিন অফিসের ঐ গাধার খাটুনি খেটে, তারপর তোমার ঐ রাবণের গুষ্টির পিণ্ডির উপকরণ জোগাড় করে দুহাতে ভর্তি ঝোলা নিয়ে বাসে তো উঠতে পারলাম না, হেঁটে হেঁটে এই পচা গরমে সারাটা রাস্তা বস্তা বয়ে বয়ে আনছি। তাই বলছি,

আমায় রেহাই দাও আমি আর পারি না—বয়স হচ্ছে তো, আর পেরে উঠছি না।

[যোগমায়া একটা পাখা দিয়ে বাতাস করে, সেই দেখে আর একটা পাখা নিয়ে নেড়ীও বাতাস করে]

(হেসে)—হয়েছে—হয়েছে, দুজনে মিলে বাতাস করতে হবে না—যা রোদ্দুর রাস্তায়—

যোগমায়া ॥ ধুমো ধুমো ছেলেরা বাড়িতে বসে অন্ন ধ্বংস করছে আর তোমাকে এই বয়সে সারাদিনের খাটুনি খেটে ছুটতে হয়—হাটে বাজারে। কেন ধমকে পাঠাতে পারো না ছেলেদের ?

[ভেতরে চলে যান]

কেদার ॥ কাকে বলবো ? সবাই ত' দেখতে পাচ্ছে, কেউ ত আর অন্ধ নয় !

[যোগমায়া ভেতর থেকে চা আর একপ্লেট হালুয়া এনে দেয়]

নাণ্টু ॥ ঐ আবার chorus গান শুরু হল। য্যা শালা এ বাড়ীর অন্নের মুখে ঝাড়ু ! (উঠে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে যায়)

যোগমায়া ॥ নেড়ী জল দে—। কথাটা কানে যাচ্ছে না, জল দে ! এই নেড়ী ! [নেড়ী চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি যেতে যায়। কেদারের চায়ের কাপটা ওর পা লেগে পড়ে যায়]

কেদার ॥ এ্যায়—এ্যায়—হল ত' ! বলি হল ত'। নগদ একটা টাকার কাপ, দশ নয়া পয়সার চা এক কথায় চলে গেল। তোমার জন্য, বুঝলে তোমার জন্য আমার সংসারের এই হাল—কোথা থেকে এক আপদ এনে জোটালে। বলে আপনি পায় না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে।

[গরম চা পড়ে নেড়ীর পায়ে লেগেছিল। পা-টা ধরে বসে পড়ে]

যোগমায়া ॥ পা-টা পুড়েছে ত? পুড়বেই ত', অন্ধ হয়ে চললে ত' অমনি পুড়ে মরবিই একদিন। একেবারে মরে গেলে ত' আপদ জুড়োয়। এমনি ঘরে বাইরে গঞ্জনা শুনতে হয় না!

[ভুণ্টোর সাইকেল সারানো শেষ হয়। হাতটা মুছে বাবাকে আড়াল করে একটা বিড়ি বার করে।]

ভুণ্টো ॥ (নেড়ীর পা-টা দেখে) এধারে আয় একটু স্পিরিট দিয়ে দিই।

যোগমায়া ॥ না—না ফোস্কা পড়বে, যা ঘরে যা—। আমি জল দিচ্ছি।

[যোগমায়া ভেতরে যান। নেড়ী ধীরে ধীরে ঘরে চলে যায়। ভুণ্টো বাইরে চলে যায়]

কেদার ॥ বাড়ীতে এসেও কি ধীরে সুস্থে একদণ্ড শান্তিতে বসবার জো আছে!

[খেতে আরম্ভ করে]

যোগমায়া ॥ (জল এনে) দেখো ওকে কোথাও দিয়ে এসো, আর সহ্য হচ্ছে না।

কেদার ॥ কোথায় দিয়ে আসবো? রাস্তায় ত' ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম একদিন, পাড়ার লোকজন মিলে আবার পৌঁছে দিয়ে গেল। জুটিয়েছ সখ করে, এখন কি আর সব শেষ না করে ঘাড় থেকে নামবে?

যোগমায়া ॥ তাছাড়া ছেলেরাও বড় হচ্ছে। পাগল হ'ক ছাগল হ'ক মেয়ে ত', নজর পড়তে পারে!

কেদার ॥ (একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) পাগল হ'লে নজর পড়তে পারে বুঝলুম। ছাগল হলেও পড়বে? এমন সব ছেলে তৈরী করেছ? সে কি গো।

যোগমায়া ॥ হ্যাঁ তৈরী ত' আমিই করেছি। নিজে ছেলের বাপ হয়ে

ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলেগুলোকে বাড়ীতে বসিয়ে রেখেছো, লেখাপড়া শেখাতে পারোনি। আবার কথা বলতে লজ্জা করে না?

[এমন সময় বাইরে থেকে শোনা যায় প্রলয় বোসের নেপথ্য কণ্ঠ—"বাড়ীতে কে আছেন?"]

কেদার ॥ কে?

প্রলয় ॥ (নেপথ্যে)—একবার বাইরে আসবেন? আমি বালীগঞ্জ থেকে আসছি—

কেদার ॥ ভেতরে আসুন না—

[প্রলয় আসে। হাতে ফোলিও। কাঁধে ঝোলানো একটা ক্যামেরা। যোগমায়া ঘোমটা টেনে দরজার ফাঁকে দাঁড়ায়।]

প্রলয় ॥ আমি—মানে আমি আসছি কুসুমপুর এস্টেটেব জমিদার অঘোর চৌধুরীর বাড়ী থেকে।

কেদার ॥ (কিছু হতভম্ব) এ্যাঁ—ও—বসুন, বসুন। (চেয়ারটা এগিয়ে দেয়—)

[ওর গলা শুনে ভুণ্টো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে]

প্রলয় ॥ আপনাবা নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছেন, না? একটা বিশেষ কারণে আপন্নাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আচ্ছা এই—(folio খুলে একটা ছবি বার করে) এই রকম চেহারার একটি মেয়ে কি আপনাদের বাড়ীতে থাকে?

কেদার ॥ (ছবিটা দেখে)—এ্যাঁ—হ্যাঁ—কেন বলুন তো?

প্রলয় ॥ (হেসে)—না ভয়ের কিছুই নেই। মেয়েটিকে একবার দেখাতে পারেন?

কেদার ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই নেড়ী—

ভুণ্টো ॥ না—কিন্তু তার আগে জানার দরকার, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন!

প্রলয় ॥ মেয়েটিকে না দেখা পর্যন্ত কিছুই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ভুণ্টো ॥ কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়ে আপনাকে দেখাবো কেন ?

প্রলয় ॥ মেয়েটি ত' আপনাদের বাড়ীর নয়, আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন তাই না ? (ভুণ্টো কেদারের দিকে, কেদার যোগমায়ার দিকে তাকান) আমি সব খবর না নিয়ে কি এতদূর এসেছি ? দয়া করে মেয়েটিকে যদি একবার আনেন।

কেদার ॥ কিন্তু কোন বিপদ-টিপদ নেই তো বাবা ? আমরা ওকে রাস্তা থেকে একরকম কুড়িয়ে—

প্রলয় ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, একি বলছেন ! বিপদ কিসের ? আপনারা ত' প্রকৃত মানুষের কাজ করেছেন। আমরা যে মেয়েটির খোঁজ করছি। এ যদি সেই হয়, তাহলে কুসুমপুরের জমিদার আপনাদের মাথায় করে রাখবেন।

কেদার ॥ (সসব্যস্ত) এই নেড়ী—নেড়ী !

[যোগমায়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেড়ীকে এগিয়ে দেয়, [নেড়ী এসে দাঁড়ায়। প্রলয় অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করে। আবার ছবিটার দিকে দেখে মাথা নাড়ে]

প্রলয় ॥ আচ্ছা—এঁর নামটি কি ?

কেদার ॥ (বিব্রত)—নাম—নাম মানে নেড়ী—

যোগমায়া ॥ নেড়ী বলে আমরা ডাকি। ওর আসল নাম ত' আমরা জানি না বাবা।

প্রলয় ॥ আচ্ছা উনি কি কিছুই বলতে পারেন নি ? মানে—নাম—পরিচয়—

কেদার ॥ কোথা থেকে বলবে, মাথাটা একেবারে—খারাপ ত' !

যোগমায়া ॥ মাথা ঠিক খারাপ নয় বাবা। কেমন যেন সব ভুলে যায়। আমার মনে হয় কোন কঠিন অসুখে—

প্রলয় ॥ আপনারা একে পেলেন কোথায় ?

যোগমায়া ॥ দক্ষিণেশ্বরে। মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোচ্ছি, দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে কি রকম মায়া হল। ইসারা করে ডাকতেই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো।

প্রলয় ॥ তারপর থেকেই আপনাদের বাড়ীতে আছে ? কোনরকম কান্নাকাটি বা পালাবার চেষ্টা করে নি ?

যোগমায়া ॥ না—সেদিক থেকে ভয়ানক শান্ত। কাজকর্ম যখন বলা হয়—

ভুণ্টো ॥ না—না কাজকর্ম কিছু করানো হয় না ওকে দিয়ে—বুঝতেই ত' পারছেন 'পাগল', কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করে।

প্রলয় ॥ (লেডীকে) শুনুন—এই ছবিটা চিনতে পারেন ? (ফোটোটা এগিয়ে দেয়। লেডী শূন্য দৃষ্টিতে ফোটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে) দেখুন, ভাল করে দেখুন, চিনতে পারেন ?

ভুণ্টো ॥ চেহারা দেখে আপনি ধরতে পারছেন না ?

প্রলয় ॥ (মৃদু হেসে) ব্যাপার কি জানেন, এটা প্রায় ৫।৬ বছর আগের ছবি—যে সময় থেকে মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়। তারপর অনেক ঝড় ঝাপটা ত' বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। সুতরাং চেহারা বদলে যাওয়া স্বাভাবিক।

ভুণ্টো ॥ ও তার মানে আপনি আগে দেখেন নি।

প্রলয় ॥ এ্যাঁ—না—আমি ঠিক দেখিনি !

কেদার ॥ তা হলে যারা চেনে এমন কাউকে নিয়ে আসুন না।

ভুণ্টো॥ কিন্তু নিয়ে এলেই যে আমরা মেযে ছেড়ে দোব তা তো নয়! এর মধ্যে কত কি ব্যাপাব থাকতে পাবে।

কেদাব॥ তুই থাম তো।

ভুণ্টো॥ তোমার কোন idea নেই। কাব মেযে কাব ঘবে গিযে উঠবে, মধ্যে থেকে একটা ফ্যাসাদে জড়িযে পড়বে।

প্রলয॥ সব দিক নিঃসন্দেহ না হযে আমরাই বা মেযে নোবো কেন বলুন? তাছাড়া ভয নেই। আপনাদেব বাড়ী থেকে পুলিসই ওঁকে collect কবে নিয়ে যাবে।

কেদার॥ আবার থানা পুলিসেব হাঙ্গামা কেন বাবা। আপনিই দেখে শুনে নিযে যান। আমবা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি।

[নাণ্টু অনুরূপ সুব ভাজতে ভাঁজতে আসে]

নাণ্টু॥ কি ব্যাপাব—

ভুণ্টো॥ নেডীকে নিযে যেতে এসেছে।

নাণ্টু॥ কেন? কে নিযে যাবে? আপনি? আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনার বোনাফাইডি কি? আপনি হঠাৎ নেডীকে demand করেন কোন right-এ?

প্রলয॥ Demand আমি করছি না, আমি শুধু অনুসন্ধান করছি।

কেদার॥ আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। মেয়ে যদি আপনাদের হয় আপনারা নিয়ে যান মশাই। জমিদার বাড়ীব মেয়ে অনর্থক গ্রহের ফেরে এখানে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিল—ও বাঁচে আমরাও বাঁচি।

নাণ্টু॥ জমিদার বাড়ীর মেয়ে! কোন জমিদাব?

ভুণ্টো॥ কুসুমপুর এস্টেটের জমিদার।

নাণ্টু॥ কুসুমপুরের জমিদার॥ Good luck! মা, তোমায় বলেছিলাম নেডীর মুখে-চোখে একটা এরিষ্টোক্র্যাট, এ্যারিষ্টোক্র্যাট ছাপ

রয়েছে। দেখুন স্যার, আমরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করেছি, তার সন্ধান বার করবার জন্য। এই আজই বলছিলাম, যদি বোম্বের চান্সটা পাই—রাঁচীতে রেখে ওর একটা ভাল করে treatment করানোর ইচ্ছে আমার আছে। বলছিলাম না মা?

[যোগমায়া কোন উত্তর দেন না। প্রলয় একদৃষ্টে নেড়ীকে লক্ষ্য করছিল। নেড়ীর হাত থেকে কখন ফোটোটা গলে পড়েছে ওর খেয়াল নেই। প্রলয় ফোটোটা তুলে নিয়ে নিজের ফোলিওয় রাখে, তারপর ক্যামেরাটা নিয়ে একটু এগিয়ে নেড়ীর একটা ছবি তোলে]

প্রলয়॥ দেখুন, যিনি ওকে চিনতে পারেন তিনি অসুস্থ। তার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয় এবং ওকে এ-অবস্থায় দেখলে প্রচণ্ড আঘাত পাবেন—তাতে তাঁর শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। তাই ওঁর একটা বর্তমান ছবি নিয়ে তাঁকে দেখাতে চাই।

[এই সময়ে বাইরে প্রচণ্ড কলরোল, "থ্রি চিয়ার্স ফর মোহন-বাগান"—"হিপ হিপ হুররে" ইত্যাদি চিৎকার ভেসে আসে। নেড়ী চমকে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, দ্রুতপদে পিছু হটে, দূরে গিয়ে টেবিলের পিছনে আশ্রয় নেয়। প্রলয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। হিপ্ হিপ্ হুররে, বলতে বলতে পিণ্টু ঢোকে বাড়ীতে। এ অবস্থা দেখে চমকে চুপ করে যায়। ইংগীতে ভুন্টোকে জিজ্ঞাসা করে—]

ভুন্টো॥ (চাপা গলায়) নেড়ী কুসুমপুরের জমিদারের মেয়ে।

পিণ্টু॥ এ্যাঁ! (উল্লসিত) মাইরী! জয় মা কলকাত্তাওয়ালী। তাহলে কিছু ম্যানেজ করা যাবে।

নাণ্টু॥ (এগিয়ে) হ্যাঁ যাও না, পাগল বলে ও জুতো আমায় কথা তুলে

যাবে না। সে বলতে পারি আমি, always sympathy দেখিয়েছি!

কেদার ॥ আঃ থাম—সব থাম!

প্রলয় ॥ দেখুন আমার মনে হচ্ছে কোন অস্বাভাবিক ভয় থেকে ওর এই রকম loss of memory, স্মৃতি ভ্রংশের মতো হয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং চিকিৎসা হ'লে সেরে যাবে। ঠিক এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যদি কোন ডাক্তার এনে এখানেই ওঁকে আমি দেখাই তাহলে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে?

কেদার ॥ বিলক্ষণ, এতে আপত্তির কি আছে! তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তুমি বলছি ব'লে কিছু মনে ক'রো না বাবা—অতবড় জমিদার বাড়ীর মেয়ে, অবস্থার বিপাকে কেবল এখানে এসে পড়েছিল বই ত' নয়! এখন তোমাদের মেয়ে—তোমরা চিকিৎসা করাও ভাল খাওয়া দাওয়া দাও সেরে যাবে। আমার অবস্থা ত' বুঝতেই পারছো—ইচ্ছে থাকলেও সব সময় ত' হয়ে ওঠে না। তবে জমিদারবাবুকে বোলো, কোন অযত্ন আমরা করিনি। নেহাৎ অবস্থা খারাপ বলেই—

প্রলয় ॥ ছিছি এ কি বলছেন! আপনারা যা করেছেন তার জন্য জমিদারবাবুর হ'য়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জমিদারবাবুর সঙ্গে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনাদের আলাপ হবে। তিনি যে আপনাদের পেলে কত খুশী হবেন তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উপস্থিত যদি কিছু মনে না করেন—আপনাদের ত' অনেক খরচপত্র হয়েছে, যদি এই সামান্য কিছু টাকা আপনারা দয়া করে রাখেন—(কয়েকখানা নোটের বাণ্ডিল দেয়)

কেদার ॥ (টাকাটা নিয়ে) ছি ছি দয়া কেন বলছো বাবা, এ কতটুকুই বা আমরা করতে পেরেছি!

যোগমায়া ॥ (এগিয়ে) দেখুন আমরা সত্যিই কিছুই করতে পারিনি।

এ বাড়ীতে এনে ওকে কষ্টই দিয়েছি শুধু। তবু ওকে আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম বাড়ীতে। ওর ফ্যালফ্যালে অসহায় ঐ চোখ দুটো দেখে সেদিন অদ্ভুত এক মায়া পড়ে গিয়েছিল ওর ওপর। ও যদি আজ নিজের বাড়ীতে, নিজের আত্মীয় পরিজনের কাছে গিয়ে সুখী হয় তাতে আমার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কারও হবে না। তবে যে কটা বছর ও এ বাড়ীতে ছিল—আমার আপন মেয়ের মতোই ছিল। তার বিনিময়ে যদি ওই কটা টাকা হাত পেতে নিতে হয়—তার চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আমাদের জীবনে আমি কল্পনা করতে পারি না বাবা। আমরা গরীব, স্বাচ্ছল্য নেই, সামর্থ্য নেই, তবু এই প্রাণটুকু ত' আছে! ঐ টাকাকটার বদলে সেই প্রাণটুকু বিক্রি করতে বলে আমাদের আর অপমান করবেন না। (দ্রুত ভিতরে চলে যান)

[কেদার নীরবে সলজ্জভাবে টাকাগুলো প্রলয়কে ফিরিয়ে দেয়, প্রলয়ও নীরবে গ্রহণ করে, কোন কথা বলতে পারে না—দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

কেদার ॥ তা হলে—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, আমি আসবো, শিগগিরিই আসবো একজন ডাক্তার নিয়ে। দেখুন উনি দুঃখ পেয়েছেন। সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে ঐ ভাবে টাকাটা দিতে চাওয়া। ওকে বলবেন, গরীবের মনের সিন্দুকে যে প্রাণটুকু উনি জমা রেখেছেন হয়তো স্বাচ্ছল্যের জোয়ারে তা ভেসে যেতো, তাই ঐ টাকাটা আমি সেই মনের প্রণামী হিসাবেই দিতে চেয়েছিলাম, অপমান করার জন্য নয়। — আচ্ছা নমস্কার— (সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বেরিয়ে যায়)

[ধীরে পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চৌধুরী প্যালেসের একটি খোলা বারান্দা। আসবাব বিশেষ কিছু নেই। গোবর্দ্ধনের কাঁধে ভর দিয়ে অঘোর চৌধুরী ধীরে ধীরে আসেন। একটি ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন]

অঘোর॥ এইখানেই একটু বসি।

গোবর্দ্ধন॥ আইজ কেমন বোধ করতে আছেন?

অঘোর॥ ভাল, অনেক ভাল।

[তারাকালী আসে]

তারাকালী॥ কেমন আছেন আজ, জামাইবাবু?

অঘোর॥ (একবার তাকিয়ে) ভাল।

তারাকালী॥ আহা কদিনে কি চেহারাই হয়েছে।

[পায়ের কাছে বসে পা টেপেন]

অঘোর॥ (পা-টা সরিয়ে) আমার পায়ে কোন ব্যথা নেই হরকালী।

তারাকালী॥ তারাকালী—আমার নাম তারাকালী, জামাইবাবু।

অঘোর॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি কেবলই ভুলে যাই। তোমার নাম তারাকালী। আর তোমার স্বামী, ওর নামটা কি যেন!

তারাকালী॥ (সলজ্জ) ঐ শিবের নামে বিলাস!

অঘোর॥ শিববিলাস?

তারাকালী॥ না না—বল নারে গোবর্দ্ধন!

[গোবর্দ্ধন অঘোরবাবুর গা-হাত টিপে দিচ্ছিল]

গোবর্দ্ধন ॥ আমি কেমনে জানুম ?

তারাকালী ॥ ঐ যে বোম, বোম,—তারপর বিলাস।

অঘোর ॥ বোম বিলাস !

তারাকালী ॥ (সলজ্জ হেসে) না গো জামাইবাবু—অ যোগেন—যোগেন রে। (যোগেন আসে তার মাথাটা কামান) ত'র বাপের নামটা ক ত' !

যোগেন ॥ হরবিলাস—

তারাকালী ॥ অয়—

অঘোর ॥ তা হরবিলাস কি কিছু কাজকর্মের চেষ্টা করছে ?

তারাকালী ॥ কাজকম আর কোথা পাইব। আপনার এহানে যদি একটা খাতা লিখালিখির কাম কইরা দেন—

অঘোর ॥ আমার ত' কোন খাতা নেই তারাকালী—সব খাতা শেষ করে দিয়েছি।

তারাকালী ॥ তাই ত' আমরা বলাবলি করি। গুষ্টীশুদ্ধ বইস্যা বইস্যা খাইতে আছি। আমারে যদি রান্ধনের ভারটা দেন, ও বাজার-টাজার কইর‍্যা দিল, যোগেন আছে—আপনার ফাইফরমাস খাটার ত' অভাব হইব না।

[গোবর্দ্ধন একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়]

গোবর্দ্ধন ॥ ডাক্তারবাবু আপনারে বেশী কথা কইতে 'না' কইর‍্যা গেছেন। মা ঠানরা যদি পরে আসেন—

অঘোর ॥ না—না থাক। আমি ভাল আছি। কথাবার্তায় তবু সময়টা কাটে, একা শুয়ে থাকলে কি রকম যেন হাঁপিয়ে উঠি। প্রভাময় কোথায় ?

গোবর্দ্ধন ॥ পেল্লায় বাবু সেই সকালে আইছিল···এবেলায় আসে নাই। বেশী চেঁচামেচি করবেন না। আমি গেলাম। (চলে যায়)

তারাকালী ॥ বলে মার চাইতে বেশী দরদ তারে কয় ডান। আমরা হলাম গিয়ে আপনজন—নাড়ীর সম্পর্ক—

অঘোর ॥ (যোগেনকে) কি রে এধারে আয়।

তারাকালী ॥ যা না যা, ভয় কি? আপন মেসোমশায়—

[ভয়ে ভয়ে যোগেন এগিয়ে যায়]

অঘোর ॥ (হেসে) তোর চুলগুলোকে ছোট করতে বলেছিলাম, একেবারে নেড়া করে দিয়েছে!

তারাকালী ॥ ঐ গোবর্দ্ধন। হতভাগার ত' কুনো জ্ঞান নাই। বাপ-মা বাইচ্যা থাকতে নেড়া হইতে আছে? চুল ফেলাইয়া যোগেনের আমার সে কি কান্না!

অঘোর ॥ চুলের শোকে? এ্যাঁ হাঃ হাঃ হাঃ। কাঁদিস নি। আবার চুল হবে। পড়াশুনা কিছু করিস? (যোগেন ঘাড় নাড়ে)

তারাকালী ॥ হায় হায় জামাইবাবু, কি কইব আপনারে! ফার্স্টো হইত প্রতি বছর। কেবল টাকার অভাবে ইস্কুল ছাড়াইয়া—

অঘোর ॥ এ বছর থেকে কাছাকাছি কোন একটা স্কুলে ভর্তি করে দাও। মুখ্যু হয়ে থাকা ভাল না।

তারাকালী ॥ (উল্লসিত) আপনে যখন মাথার উপর রইছেন তখন আর আমাগো কিসের ভাবনা? অগ শুনছ নি (হরবিলাস ভয়ে উঁকি মারে) আস আস, জামাইবাবু যোগেনরে ইস্কুলে ভর্তি করাইবার কথা বলতি আছেন। তোমারে কই নাই, উনির আশ্রয়ে একবার যাইয়া পড়লে—

অঘোর ॥ (হরবিলাসকে) তুমি তাড়ি খাওয়া ছাড়ো।

হরবিলাস ॥ আইগা—তাড়ি?

অঘোর ॥ হুঁ, তুমি তাড়ী খাও—কাছে এলেই আমি টের পাই।

[হরবিলাস মুখে ঢাকা দেয়]

হরবিলাস ॥ আইগ্যা—মা কালীর দিব্য কইতে আছি—বেশী খাইনা।

তারাকালী ॥ না—খাব না। আপনারে কি কইব জামাইবাবু, ঐ নেশা ভাঙ করিয়া সব ওড়াইল। আর ছাই পাঁশ খাইও না। আর কাল থিক্যা বাড়ীর বাজারটা তুমি করবা।

অঘোর ॥ না—না—গোবর্দ্ধন আছে কোন দরকার নেই।

তারাকালী ॥ হাজার হক গোবর্দ্ধন ত' মাইনার চাকর জামাইবাবু, আপনার জন যেমন টাইন্যা করব তেমন অপর কে করব বলেন। এই যেমন রান্ধন, আমি যেমন কইর্য়া সব গুছাইয়া—

[গোবর্দ্ধন আসে]

গোবর্দ্ধন ॥ ডাক্তার বাবু আইছেন। ওঠেন ওঠেন আপনারা সব ওঠেন।

[তারাকালী তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। সবাই মিলে চলে যায়]

অঘোর ॥ একটা চেয়ার নিয়ে আয়—

[গোবর্দ্ধন দ্রুত চলে যায়। ডাক্তার আসেন, মধ্য বয়স্ক]

ডাক্তার ॥ কিছু দরকার নেই। বাঃ, আপনি ত' অনেক ভালো দেখছি!

[নাড়ীটা দেখেন]

অঘোর ॥ আর কতদিন এ যন্ত্রণা আছে বলোতো ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ সে কি, এর মধ্যে! এখন ত আপনার স্বাস্থ্য perfectly alright! (গোবর্দ্ধন চেয়ার এনে দেয়) বহুদিন বাঁচবেন এখনও।

[চেয়ারে বসেন]

অঘোর ॥ বেঁচে থাকা কথাটার মানে আমি নোতুন করে খুঁজে পাচ্ছি

ডাক্তার। কেবল নিজের জন্য বেঁচে থাকা তার থেকে দুর্বিষহ অবস্থা মানুষের জীবনে আর নেই।

ডাক্তার ॥ আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি বড়বাবু। তবু আপনার নাত্নীর একটা খবর যতদিন না পাওয়া যায়—

অঘোর ॥ (হেসে) তুমি পাগল হয়েছ ডাক্তার? পাঁচ বছর পরেও আর আশা থাকে মানুষের?

['বড়বাবু'—'বড়বাবু কোন ঘরে' বলতে বলতে সুবিনয় তাব পিছনে অনঙ্গ প্রবেশ কবে]

সুবিনয় ॥ এই যে বড়বাবু, কেমন আছেন? আমবা ত' ভেবে অস্থির—।

অঘোর ॥ গোবর্দ্ধন, দুটো চেয়ার এনে দে।

সুবিনয় ॥ কিচ্ছু দরকার নেই, কিচ্ছু দরকার নেই, আপনার এমন শ্বেত পাথরের মেঝে এতে কি কিছু দরকার হয়? বোস অনঙ্গ। (দুজনে মেঝেতে বসে পড়ে) আপনার নাতজামাইয়ের ত' তিন রাত্তিব ঘুম নেই! কি হল? কি হল? সব সময়ে চিন্তা! কতবাব যে টেলিফোন করেছে তার ইয়ত্তা নেই—

ডাক্তার ॥ নাত জামাই?

অঘোর ॥ হুঁ—ঐ নাত্নীর বিয়ের রাত্রেই ত'—

সুবিনয় ॥ শুধু সম্প্রদানটুকুই বাকী ছিল, সবই ত' হয়ে গেছে। তাই ত' সবাই যখন বলে 'ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?' আমি বলি, "তা তো হতে পারে না—আমার বৌমার একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত—

অঘোর ॥ আর বৃথা চেষ্টা সুবিনয়।

সুবিনয় ॥ না—না—আপনি নিরাশ হবেন না বড়বাবু। আমরা সবাই

চতুর্দিকে লোক লাগিয়েছি ত'। তাছাড়া অনঙ্গ ত' ভারী জেদী ছেলে। বলে, 'বিয়ের কথা আর উচ্চারণ করো না বাবা। অপর্ণাকে যদি পাই তাহলে সংসার করবো—না হলে এ জীবনটা এই ভাবেই কাটাবো।'

ডাক্তার ॥ বাঃ, আজকালের দিনে এরকম আদর্শবাদী ছেলে তো দেখা যায় না।

অঘোর ॥ কিন্তু তার তো কোন প্রয়োজন নেই সুবিনয়। তোমাদেরও সাধ আহ্লাদ আছে। অনঙ্গর জীবনের সবটাই বাকী। মিথ্যে একটি অনিশ্চযতার ওপর এভাবে সব কটা জীবন নষ্ট করোনা। অপর্ণার কথা ভুলে যাও—

[সুবিনয় অনঙ্গকে খোঁচা দেয়]

অনঙ্গ ॥ ভুলতে তো আমি পারি না দাদু। সে রাত্রের ঘটনায় আমাদের দুটো সংসারই ওলটপালট হয়ে গেল। কে কোথায় ছিটকে গেল, তারপর বহুদিন পরে আবার সব দেখা সাক্ষাৎ, চেনা পরিচয় হল। অপর্ণাকে হযতো একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে—আর যদি নাও যায় তবু সে তো আমার বিবাহিতা স্ত্রী, এতবড় সত্যটা ভুলি কেমন করে?

অঘোর ॥ (সস্নেহে তাকিয়ে) এসো আমার কাছে এসো। (অনঙ্গ এগিয়ে আসে, ওর গালে মাথায় হাত বুলিয়ে) তুমি—তুমি যে আমার কত আপন, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলাম, মনে আছে?

সুবিনয় ॥ (উল্লসিত) মনে নেই আবার! হীরের বোতাম দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, সেদিন রমণার প্রত্যেকটা লোক আমাদের বাড়ী খেয়েছিল।

অঘোর ॥ (অনঙ্গকে আদর করে) সেদিন তুমি অনেক ছোট ছিলে, অনেক মিষ্টি ছিলে। আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম—তুমি সুখী হবে—আমার অপর্ণাকে সুখী করবে—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সব ব্যর্থ হল—

সুবিনয় ॥ আপনার আশীর্বাদ কখনই ব্যর্থ হতে পারে না বড়বাবু। একদিন না একদিন তাকে পাওয়া যাবেই—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আর যদি পাওয়া নাও যায়—তবু অনঙ্গ আপনারই রইল। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ত' আর মুছে যাবে না!

[প্রলয় আসে দ্রুত পদে]

প্রলয় ॥ কি রকম আছেন—এ বেলা?

অঘোর ॥ তোমার কি আর সময় হয় খবর নেবার?

প্রলয় ॥ সকালে এসেছিলাম, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন দেখে আর disturb করিনি। ডাক্তারবাবু, এক মিনিট!

[ইসারায় ডাক্তারকে একধারে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়]

সুবিনয় ॥ আপনার সেক্রেটারী বড় ভালো ছেলে।

অঘোর ॥ হ্যাঁ—ঐ ত' রেখেছে টিকিয়ে সব আজ পর্যন্ত।

সুবিনয় ॥ তবে এখন থেকে অঙ্গনও আসবে রোজ, খবরাখবর নেবে। হাজার হ'ক নিজের লোক আর পর, অনেক তফাৎ।

অঘোর ॥ (গম্ভীর)—হুঁ। অনঙ্গ ত' সত্যি আমার আপনজন। একান্ত আপন। ওরও অদৃষ্ট, আমারও অদৃষ্ট। এ রকম যে হবে সে তো কখনও ভাবিনি। ও আমার কত আদরের ধন—আমার একটি মাত্র নাতজামাই—আজ ত' ওর সোনার পালঙ্কে এসে বসার কথা। সবই কর্মফল। না হ'লে সবাই চলেই যা' যাবে কেন,

আর এই শ্মশান পাহারা দিতে আমাকেই বা বেঁচে থাকতে হবে কেন ?

সুবিনয়॥ এ সব কি বলছেন বড়বাবু! আপনি আছেন তাই আমরা এখনও পর্বতের আড়ালে রয়েছি। তবু তো অনঙ্গ আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাত জামাই।

[অনঙ্গকে ইসারা করেন]

অনঙ্গ॥ সত্যি দাদু, আপনার কাছে যখন আসি, আমার মনে হয় না আমাদের সংসারে কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে। আপনি সুস্থ শরীরে শুধু আমাদের অভিভাবক হয়ে বেঁচে থাকুন—এইটুকু আমরা চাই—[সুবিনয় ওর বলার ভঙ্গীতে প্রীত হয়ে ঘাড় নাড়েন]

অঘোর॥ (মিষ্টি হেসে) বেঁচে আর কতদিন থাকবো রে পাগলা। আমি ত' আর মৌরসী পাট্টা নিয়ে আসিনি। সবই তোদের রইল, যদি তাকে কোনদিন খুঁজে পাস—চৌধুরী বংশের রক্তের ক্ষীণ ধারাটুকু তবু বইবে। তবে—সে আশা আমি রাখি না—সে আশা আমি রাখি না—

[প্রলয় ও ডাক্তার আসেন। প্রলয় অত্যন্ত অস্থির, ডাক্তার আর একবাব পরীক্ষা করেন]

কি ব্যাপার!

ডাক্তার॥ না কিছু নয়, pulse-টা একটু দেখলাম! এখন ত' আপনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ বড়বাবু।

অঘোর॥ হ্যাঁ, আজ অনেক ভালো লাগছে।

ডাক্তার॥ (হেসে)—ভালো তো লাগবেই, নাত জামাইকে কোলের কাছে বসিয়ে আদর খাওয়াচ্ছেন—এ্যাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ— (অঘোরবাবুও হাসেন) এই সময় ওরা দু'জন যদি পাশাপাশি আপনার কাছে থাকতো—

অঘোর ॥ (চমকে) কারা!

ডাক্তার ॥ না—বলছি নাত্নী আর নাত জামাই যদি পাশাপাশি এসে দাঁড়াতো—

অঘোর ॥ কেন ঐ কথাগুলো বলে আমার কষ্ট বাড়াও ডাক্তার!

ডাক্তার ॥ না—না কষ্ট বাড়ানো নয়—এবার সত্যি সত্যি এনে হাজির করবো, দেখুন না। প্রলয়—বল বড়বাবুকে—

প্রলয় ॥ বড়বাবু—মানে—আমরা একটি মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি—

অঘোর ॥ (আতঙ্কিত) —কে—কে?

প্রলয় ॥ একটি মেয়ে, দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন—(একটা ফটো বার করে) এই দেখুন তার ছবি।

অঘোর ॥ (ছবিটা দেখে) এ—কে?

ডাক্তার ॥ আপনার নাত্নীর ছবি, চিনতে পারছেন না?

অঘোর ॥ (ছবিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে) নাত্নী…মানে… অপর্ণা!

ডাক্তার ॥ এই পাঁচ বছর কত ঝড় ঝাপটা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। চেহারাটা ত' বদলে যাবেই—

অঘোর ॥ হাঃ হাঃ, এটা একটা ভালো ষড়যন্ত্র করেছে ডাক্তার। দেখছো যে বুড়োর শেষ সময়, এখন যে কোন একটি মেয়েকে অপর্ণা সাজিয়ে হাজির করি—হয়তো বুড়ো খুশী হবে।

প্রলয় ॥ না—না বড়বাবু—আমি সব খবর নিয়েছি।

অঘোর ॥ (চিৎকার করে:) Shut up! যত সব cheat liar জোচ্চরের দল! আমাকে ঠকাতে এসেছো! আমার টাকা নিয়েছো, আমার সম্পত্তি ভূয়ে নিয়েছো, আমার রক্ত চুষে চুষে খেয়েছো সবাই, সব সহ্য করেছি, কিন্তু…কিন্তু একটা মেয়েকে জাল অপর্ণা সাজিয়ে—

ডাক্তার ॥ না—না—বড়বাবু—আপনি ভাল করে দেখুন না ছবিটা।

অঘোর ॥ ছবি কি দেখবো ডাক্তার, সে ছবি আমার এই বুকটা, আমার এই বুকটা জুড়ে 'রয়েছে'! তোমরা কতটুকু ছবি দেখাতে পারো? আমার সম্পত্তি, আমার সম্ভ্রম, আমার সম্মান, সব ধুলোয় লুটিয়ে গেছে [illegible]—তবু বেঁচে আছি—শুধু আমার ঐ একান্ত প্রাণের ধনটাকে তোমরা কেড়ে নিও না। তোমাদের দুটো হাতে ধরে বলছি। কোথাকার একটা মেয়েকে আর অপর্ণা সাজিয়ে আমার সামনে এনো না, আমি তা সহ্য করতে পারবো না, পারবো না—(কেঁদে ফেললেন)

প্রলয় ॥ (ব্যস্ত হয়ে) গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধন—

[গোবর্দ্ধন ছুটে আসে, ডাক্তার ইসারা করেন, অঘোর বাবুকে ধীরে ধীরে গোবর্দ্ধন, নিয়ে যায়, পিছনে সকলে ব্যস্ত হ'য়ে অনুসরণ করে।]

[আলো নিভে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কেদার ঘোষালের বাড়ী। যোগমায়া দাওয়ায় ব'সে নেড়ীর চুল বেঁধে দিচ্ছেন। নেড়ী একটা ছোট আয়না মুখের সামনে ধ'রে নিজের অভিব্যক্তি লক্ষ্য ক'রছে। পিন্টু ও নান্টু ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করে। নেড়ীকে লক্ষ্য করে দু'ভাই থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সময় বিকাল।]

যোগমায়া ॥ (খোঁপাটা জড়িয়ে) নে ওঠ হয়ে গেছে।

[নেড়ী উঠে আবার ছোট আয়নাটা তুলে নিজের মুখ দেখে]

আ—মরে যাই—আবার আয়নায় মুখ দেখতে শিখেছে আজকাল!

[ভুণ্টো ঘর থেকে বেরিয়ে একবার লক্ষ্য করে কিছু না বলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যায়। নেড়ী ছুটে ভেতরে চলে গিয়েছিল, ফুল সমেত যোগমায়াকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে আনে]

যোগমায়া ॥ (হেসে) আঃ দেখেছি দেখেছি, ছাড়। প্রলয় এসেছে তোর জন্য ফুল এনেছে ত'?

[নেড়ী সহাস্যে ঘাড় নাড়ে]

প্রলয় ॥ কেমন আছেন মাসীমা?

যোগমায়া ॥ ভালো!

প্রলয় ॥ আপনার নেড়ী ত' অনেক ভালো হ'য়ে গেছে!

যোগমায়া ॥ হ্যাঁ, তুমি কত চেষ্টা করছো। গাদা গাদা টাকা খরচ করছো, ঠাকুরের দয়ায় নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। তোমার চা-টা করে আনি।

[চলে যায় ভিতরে। ওঁর এরকম ব্যবহারে প্রলয় একটু অবাক হয়]

পিণ্টু ॥ তাহলে প্রলয়দা, দোকান খোলা থাকতে থাকতে আমি দেখি তেমন কোন ভালো বই পাই—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

নাণ্টু ॥ চ—পিণ্টু, আমিও অমনি তানপুরার দরটা একবার করে আসি। বসুন প্রলয়বাবু (দুজনে বেরিয়ে যায়)।

[নেড়ী ফুলটিকে সযত্নে হাত বুলায়, আদর করে]

প্রলয় ॥ (চেয়ারে বসে) কি ফুল পছন্দ হয়েছে?

[নেড়ী সহাস্যে ঘাড় নাড়ে]

আর এটা কি বলতো?

[একটা স্প্রিংয়ের খেলনা গাড়ী বার করে দেখায়। প্রলয় গাড়ীটা চালাতেই নেড়ী আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে]

এটা কার জানো ? তোমার।

[নেড়ী খুশী মনে গাড়ীটা নিজে চালায় এবং গাড়ীর গতিতে আনন্দে ফেটে পড়ে। গাড়ীর পিছনে শিশুর মত ছোটাছুটি করে]

(প্রলয় একটু দূর থেকে জোরে ডাকে) অপর্ণা—অপর্ণা—(নেড়ী ফিরে তাকায় না) আচ্ছা নেড়ী (কাছে গিয়ে) এই ছবিগুলো দেখোতো (কতকগুলো ফটো ওর হাতে দেয়)

দেখো—এই ছবিটা দেখো, এ কে বলতো ?

[নেড়ী খুব আগ্রহ দেখায় না, আবার খেলায় মন দেয়।]

এটা থাক, পরে খেলবে (খেলনাটা সরিয়ে নেয়। নেড়ী ওটা টানাটানি করে)

(একটু জোরে) ওটা—এখন থাক্, বোস এখানে। [জোর করে বসায়। প্রলয়ের ধমকের স্বরে নেড়ী চমকে প্রলয়ের দিকে তাকায়, তারপর ভয়ে ভয়ে বসে থাকে]

আচ্ছা নেড়ী—কুসুমপুর কোথায় বলতো, কুসুমপুর—

নেড়ী ॥ (ভয়ে ভয়ে আবৃত্তি করে)—কুসুমপুর···

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—সেই কুসুমপুরের প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখা যায় একটা পরী এই রকম করে দাঁড়িয়ে আছে—

[অঙ্গ ভঙ্গী করে দেখায়। নেড়ী আনন্দে হেসে ওঠে]

হ্যাঁ—সেই পরীটার পাশেই একটা ফোয়ারা। সব সময় এই রকম করে জল উঠছে (একটা ইনজেকসনের সিরিঞ্জ থেকে জল পাম্প করে দেখায়)

[নেড়ী এই সিরিঞ্জটা দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে নিজের হাতের ওপর হাত বুলায়]

নেড়ী ॥ উঃ—

প্রলয় ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, এটা ইন্‌জেকসনের ছুঁচ নয়। ভয় নেই, আমি ইন্‌জেকসন দোব না। সেদিন ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকসন্ দিয়েছিলেন, —খুব লেগেছে না? দেখি কোথায় লেগেছে—

[নেড়ী হাতটা এগিয়ে নিয়ে আসে প্রলয়ের কাছে]

প্রলয় ॥ (সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে) খুব লেগেছে? (নেড়ী ঘাড় নাড়ে) আচ্ছা ডাক্তারবাবুকে বারণ করে দোব আর দেবে না লাগিয়ে—

[চা নিয়ে যোগমায়া আসেন, ওকে দেখেই নেড়ী ছুটে যায়। চা-টা নিয়ে প্রলয়কে দেয়। প্রলয় সস্নেহ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে চা-টা হাতে করে নেয়]

যোগমায়া ॥ ওর দাদু ভালো আছেন?

প্রলয় ॥ না—সেইটাই ত' সমস্যা। মানে এতো অসুস্থ, ডাক্তার কথাবার্তা বলা পর্যন্ত নিষেধ করে দিয়েছেন।

যোগমায়া ॥ আর বয়সও ত' হয়েছে। এই অবস্থায় ওকে কাছে পেলে হয়তো একটু শান্তি পেতেন।

প্রলয় ॥ তা সত্যি। তবে কি জানেন, ওর এই অবস্থা দেখে যদি হঠাৎ কিছু বিপদ ঘটে যায়—

যোগমায়া ॥ দাদুকে কাছে পেলে হয়তো ওর দিক থেকেও উপকার হ'তো।

প্রলয় ॥ তা তো ঠিকই!

যোগমায়া ॥ ডাক্তারবাবু বলছিলেন ওর আপনার জনকে কাছে পাওয়া দরকার। আপনার জন ত' আমরা নই, তুমিও নও—(প্রলয় আহত হয়) ওর শ্বশুর বাড়ীর লোকজনও ত' আছে?

প্রলয় ॥ (চমকে) আজ্ঞে—

যোগমায়া ॥ তুমি বলছিলে না ওর স্বামী, শ্বশুর সবাই যাতায়াত করেন ও বাড়ীতে? তাই বলছিলাম, শ্বশুরও ত' রাখতে পারেন নিজের বাড়ীতে। নিজের ছেলের বৌ—

প্রলয় ॥ (হেসে) আপনারা ওকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু মুস্কিলটা কি জানেন? ও-যে অপর্ণা—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও নিয়ে যেতে পারি না।

[কেদার ঘোষাল আসেন যথারীতি "নেড়ী নেড়ী, এগুলো নিয়ে যা" বলতে বলতে। যোগমায়া ছুটে গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে ভিতরে চলে যান। নেড়ী যেতে চায়, ওকে সরিয়ে দেন]

কেদার ॥ এই যে বাবা—কতক্ষণ এসেছো?

প্রলয় ॥ এই কিছুক্ষণ। আফিস্ হয়ে গেল?

কেদার ॥ আর কি, দিনগত পাপক্ষয়! রাতদিন ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি, এ বয়সে আর কি সয়! যোয়ান যোয়ান ছেলে সব একটিও মানুষ নয়। ওরা যদি একটু মানুষের মতো হ'তো, তাহলে আমার ভাবনা কি!

প্রলয় ॥ আমি চেষ্টা করছি—আপনার ছেলেদের জন্যে যদি কিছু কাজকর্ম জোগাড় করা যায়।

কেদার ॥ করবে বাবা? তাহলে তো তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

প্রলয় ॥ ছি ছি একি বলছেন! আপনাদের কাছে আমাদের যা ঋণ, তা তো সারা জীবনে শোধ হবে না। তাই ভাবছিলাম, জানেন, আমার যে মনিব, রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরী—তাঁকে ঠকিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, বোকা বানিয়ে কত লোক ধনী হয়ে গেল, আর আপনারা তাঁর একান্ত পরমাত্মীয়ের মতো অথচ আপনাদের

কোন কাজেই তিনি লাগতে পারলেন না ! তবে যদি সত্যিই সে দিন আসে, অঘোর চৌধুরী আপনাদের এই অসামান্য উপকারের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না।

কেদার ॥ উপকারের কথা বলে আর লজ্জা দিও না বাবা। ওকে তোমার মাসীমা যেদিন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো—সেদিন সত্যি কথা বলতে কি বাবা আমার মোটেই ভালো লাগে নি। একে ত' বুঝতেই পারছো সংসারেব হাল। তার উপর কোথা থেকে এক পাগলী ধরে নিযে এলো ! তবে থাকতে থাকতে ফাই-ফরমাস থাটে, সংসারের কাজকর্ম কিছু কিছু করে, তার ওপর আমাদেব ত' মেযে নেই—সব জডিযে কি বকম একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল ওর ওপর।

যোগমায়া ॥ (ঘর থেকে বেরিযে) চা দিয়েছি ঘরে।

কেদার ॥ আবার ঘরে কেন ? এখানেই দাও না।

যোগমায়া ॥ দশবার ঘুরবার করতে পারবো না আমি।

কেদার ॥ আহা, নেড়ীকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, নেড়ী যা তো মা, আমার চা-টা—

যোগমায়া ॥ নেড়ী তো আর তোমার চা যোগাবার জন্য অনন্তকাল তোমার বাড়ীতে বসে থাকবে না ! ও ত' আজ বাদে কাল চ'লে যাবে। তখন আর কাকে বলবে ? যা রয় সয় তাই করো।

(ভিতরে চলে যান)

কেদার ॥ (অল্প হেসে) ঐ চলে যাবে তো—তাই বোধহয়—হে হে—

(ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যায়)

প্রলয় ॥ আচ্ছা নেড়ী, এখানে থাকতে তোমার ভালো লাগে ? বলো না, ভালো লাগে এ বাড়ীতে থাকতে ? (নেড়ী বুঝতে না পেরে

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে) বলছি—তুমি এই বাড়ী থেকে অ-নেক দূরে অন্য একটা বাড়ীতে যাবে ? যাবে তুমি ?

নেড়ী ॥ (একদৃষ্টে ওকে দেখে) তু—মি—

প্রলয় ॥ (হেসে) হ্যাঁ—আমিও যাবো।

নেড়ী ॥ (আঙুল দেখিয়ে) মা—

প্রলয় ॥ এ্যাঁ—হ্যাঁ—সবাই যাবে। (ইসারায় দেখিয়ে দেয়)

নেড়ী ॥ স-বা-ই (অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে) তুমি—মা—

প্রলয় ॥ হাঃ হাঃ আচ্ছা, আমি আর মা যাবো। আচ্ছা নেড়ী সেই বিয়ের রাত্তিরের কথা তোমার মনে আছে ? সেই যে কতো এই রকম—ফুল, কত আলো ! মনে নেই তোমার ? সেই তোমাকে পিঁড়িতে বসিয়ে—হুলু—লু—লু—(জিভ দিয়ে শব্দ করে)

নেড়ী ॥ (সকৌতুকে) হু—লু—লু—লু—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ হুলু—লু—লু—লু—

[নেড়ী হেসে ওর কোলে মুখ লুকোয়। প্রলয় একটু বিচলিত হয়। ভুণ্টো আসে বাইরে থেকে। নেড়ীকে উঠিয়ে দেয় প্রলয়]

ভুণ্টো ॥ কি দাদা—একেবারে বিন্দাবন বানিয়ে ব'সেছেন যে !

প্রলয় ॥ (হেসে) হ্যাঁ—আপনারা সব সখীবৃন্দ বসেছেন—

ভুণ্টো ॥ দেখুন—এটা বালীগঞ্জ নয়, বুঝলেন অবিনাশ সরকারের গলি, এখানের পুরুষেরা সখী নয়, সখা !

[এই সময়ে 'ভেতরে আসতে পারি' বলে নেলী দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে আসে।]

নেলী ॥ ও, তুমি এখানে, মীরা তা হ'লে ঠিকই ব'লেছিল !

প্রলয় ॥ এসো নেলী।

[যোগমায়া ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন]

যোগমায়া ॥ এসো মা, ভেতরে এসো—

নেলী ॥ কোন দরকার নেই, ধন্যবাদ! (নাকে রুমাল চাপা দেয়) আমি এখনি চ'লে যাবো।

প্রলয় ॥ সে কি! বোস। সেই মেয়েটির সন্ধানে কদিন এখানে যাতায়াত করতে হচ্ছে নেলী। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করার একেবারে সময় করে উঠতে পাচ্ছি না।

নেলী ॥ বুঝতে পেরেছি। ও—ঐ বুঝি সেই মেয়েটি? তোমার সেই বন্ধুর বোন?

প্রলয় ॥ এঁ্যা—হঁ্যা—না—মানে—হঁ্যা—সেই—!

ভুণ্টো ॥ বন্ধুর বোন! মানে? তবে যে বল্লেন—

প্রলয় ॥ হঁ্যা—ঠিকই বলেছিলাম! ঐ…মানে—

নেলী ॥ ব্যাপার কি প্রলয়! You appear to be very nervous! ভয় নেই, আমি এখনি চ'লে যাবো। তবে আমার সঙ্গে একরকম লুকোচুরি না করলেই পারতে! (চ'লে যাবার উদ্যোগ করে)

প্রলয় ॥ শোন নেলী—সব কথা তুমি জানো না, সব কথা বলার দিন আজও আসেনি।

নেলী ॥ সব কথা শোনার প্রয়োজনও বোধ হয় আর হবে না আমার!

[দ্রুত চ'লে যায়]

ভুণ্টো ॥ কিন্তু আমার আছে। এখনি বলতে হবে সব আপনাকে।

[গোলমালে কেদারবাবু বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে]

কেদার ॥ আঃ, তুই চুপ কর ভুণ্টো—

ভুণ্টো ॥ কেন, চুপ করবো কেন? কিছু না বলে বলে অনেক বাড়িয়েছো তোমরা! আপনার মৎলবটা কি বলুন তো? বাড়ীশুদ্ধ লোককে টাকা দিয়ে বশ করেছেন! মেয়ে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হয় তো অন্য পাড়া আছে—এখানে নয়।

প্রলয় ॥ আপনি ভদ্রভাবে কথা বলবেন।

কেদার ॥ আঃ, ভুণ্টো!

ভুণ্টো ॥ তুমি চুপ করো। কি, চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? এ আর পিণ্টু নাণ্টু নয় যে কটা টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেন, দস্তুর মতো ভুণ্টো ঘোষাল, মেকানিক্, হাতের জোরে খাই—আপনার চোখ রাঙানির পরোযা করি না।

যোগমায়া ॥ এই ভুণ্টো, চুপ কর। কিছু বলি না ব'লে—যা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করেছ? ভদ্রলোকের ছেলেকে—

ভুণ্টো ॥ ভদ্রলোক! কি রকম ভদ্রলোক বুঝতে পারছো না? ওদের বলেছে বন্ধুর বোন, আমাদের বলেছে অঘোর চৌধুরীর নাতনী—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, ও অঘোর চৌধুরীর নাতনী। মাসীমা, অনেক অসুবিধা ছিল বলেই আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি নি। আমি এখনই ওকে নিয়ে যেতে চাই।

ভুণ্টো ॥ নিয়ে যাবেন মানে? মুখের কথায়? আপনি কে যে আপনার হাতে আমাদের মেয়ে ছেড়ে দোব?

প্রলয় ॥ আমি কে, সে পরিচয় আপনাকে দিতে আমি বাধ্য নই। আমার হাতে মেয়ে ছাড়তে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে, আমি আগেই বলেছি, পুলিশ এসে মেয়ে নিয়ে যাবে। বলুন, চান তাই?

[বাহির থেকে পিণ্টু ও নাণ্টু এসে দাঁড়ায়]

কেদার ॥ (ধ'মকে) এই ভুণ্টো, ভেতরে যা, আমি বলছি, ভেতরে যা। (ভুণ্টো ক্ষুণ্ন হ'য়ে সরে যায়) বাবা প্রলয়, অনেক কটু কথা তোমায় শুনতে হ'ল মিছিমিছি, তুমি এদের ক্ষমা ক'রো। নেড়ীকে যদি নিয়ে যেতে চাও, আজই নিয়ে যাও। তবে থানা পুলিসের হাঙ্গামাটা ক'রো না। কোন ভয়ের থেকে এ কথা বলছি না

প্রলয়। ও যে আমাদেব নিজের মেয়ে নয় এ কথাটা প্রায় ভুলেই ব'সে আছি, তাই ঢাক পিটিযে সে কথাটা প্রচার ক'রতে—কোথায় যেন বাধে!

প্রলয় ॥ ওকে ছেড়ে আপনাদেব খুবই কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। তবে মনে করুন এক মুমূর্ষু বৃদ্ধেব শেষ মুহূর্তটুকু একটু শান্তিতে ভরিয়ে দেবার জন্যই আপনাদেব মেযেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কেদার ॥ ছিঃ ছিঃ, একি ব'লছো তুমি প্রলয়!

প্রলয় ॥ ঠিকই বলছি কেদাববাবু। নেড়ী আপনাদেবই মেয়ে, ও যদি সত্যিকারের অপর্ণাও হয তবু আপনাদের মেয়েই থাকবে, এই কথা আপনাদের আমি দিয়ে গেলাম। নেড়ী, এঁদেব প্রণাম কবো—

[নেড়ী উদাস হ'য়ে তাকিয়ে ছিল]

নেড়ী, (গাযে হাত দিতে ওব সম্বিত ফিবে আসে) বলছি, তোমায আমি নিয়ে যাবো, এঁদেব প্রণাম করো, হ্যাঁ প্রণাম কবো।

[নেড়ী কেদারবাবুকে প্রণাম কবে, যোগমাযাকে প্রণাম কবে, যোগমাযা অশ্রু বোধ কবতে মুখ ঢাকেন]

ফুলগুলো নাও, চলো—

[এগিযে পিছন ফিবে নেড়ী মাকে দেখে, কাছে এসে হাত ধবে টানে]

যোগমাযা ॥ এই দেখো! আমি কোথা যাবোবে পাগলী। তোর নিজেব বাড়ী নিজেব ঘব সেখানে তুই থাকতে যাচ্ছিস, এখানে কত কষ্ট হযেছে, কত মাব খেয়েছিস—এবাব সব ভুলে যাবি। আমাকে ছাড—আমি—আমি যে তোর কেউ নই। (কেঁদে নেড়ীকে জড়িয়ে ধবেন)

[নেড়ী কাঁদতে থাকে]

কেদার ॥ ছাড়ো—ওগো শুনছো ছাড়ো ওকে। তোমার নিজের

মেয়ে যদি শ্বশুর বাড়ী যেতো তাকে ছাড়তে হতো না? ছাড়ো ওকে—

[আলো নিবে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রলয়ের ফ্ল্যাটের ঘর। আসবাব পূর্বের মতোই যৎসামান্য। সময় সকাল। প্রলয় বেরিয়ে আসে ঘরের ভিতর থেকে। স্লিপিং স্যুটের ওপর একটা কিমানো জড়ানো।]

প্রলয় ॥ যা চায়ের বাসনগুলো এনে দে।

[পরেশ ট্রে ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম এনে দেয়। প্রলয় কি ভেবে ভেতরের দিকে মুখ ক'রে জোরে বলে—]

অপর্ণা—অপর্ণা—(কোন সাড়া আসে না) নেড়ী—নেড়ী, শোন—

[নেড়ী বেরিয়ে আসে]

বোস, মন কেমন করছে? এঁ্যা! কাল একা ঘরে শুতে ভয় করেছিল? এঁ্যা? ও ঘরে কাল একা একা শুয়েছিলে—ভয় করে নি তো?

[নেড়ী উদাস দৃষ্টিতে তাকায়]

চা কর দেখি? (হেসে) চা তৈরী করতে পারো না? এই ভাখো—এই রকম ক'রে চা কাপে ঢালো। তারপর দুধ, এইটা চিনি—চামচে করে ঢেলে দাও। এই রকম করে নাড়ো। এঁ্যা—এই তো হয়ে গেল! (চায়ের কাপটা তুলে নেয়)

নেড়ী ॥ (হঠাৎ কাপটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে) না—আমি—আমি দোব।

প্রলয় ॥ হাঃ হাঃ—আচ্ছা তুমি দাও।

[নেড়ী ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে একটু দূরে চলে যায় আবার ঘুরে এসে ওকে চা দেয়। প্রলয় হাসি মুখে নেয়]

এবার নিজের চা-টা তৈরী করো, যে রকম বললাম—হ্যাঁ—

[নেড়ী ধীরে ধীরে আরম্ভ করে, কিছু ফেলে, তারপর নিজের অক্ষমতায় লজ্জায় প্রলয়ের দিকে তাকায়]

প্রলয় ॥ (হেসে)—পড়ে গেছে! তা কি হবে? আবার করো।

নেড়ী ॥ (ঘাড় নেড়ে)—না—আমি—আমি পারি না—

প্রলয় ॥ (গায়ে হাত বুলিয়ে)—পারবে, নিশ্চয়ই পারবে—আবার চেষ্টা করো।

[নেড়ী আবার শুরু করে, ভয়ে ভয়ে বারবার তাকায় প্রলয়ের দিকে। প্রলয় উপভোগ করে, তারপর বলে]

বাঃ, এই তো হয়েছে! Good! সুন্দর চা হয়েছে!

[নেড়ী চা-টা নিয়ে আবার অনুরূপভাবে প্রলয়কে দেয়]

আমি ত' চা খাচ্ছি—ওটা তোমার।

নেড়ী ॥ না—নাও—

প্রলয় ॥ (হেসে) আচ্ছা—বেশ নিচ্ছি। এবার তোমার জন্য তৈরী করে নাও। নাও বোস (জোর করে বসায়)। আচ্ছা নেড়ী, তোমার সেই দাদুমনি,—দাদুমনিকে মনে আছে? সেই তোমাকে পাশে বসিয়ে গল্প শোনাতেন—সেই যে দাদুমনি তোমাকে ডাকতেন —অপর্ণা বলে। মনে নেই?

[চা তৈরী ক'রতে ক'রতে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে]

আচ্ছা আর ভাবতে হবে না। নাও চা খাও।

[চায়ে চামচ নাড়তে থাকে]

[ঘরের একপাশে টেলিফোনে রিং হয়। প্রলয় উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে]

Hallo—হ্যাঁ—প্রলয় বোস। ও-হো হো—নেলী—কি সৌভাগ্য। কি খবর? না—না—রাগ করবো কেন? ব্যাপারটা কি জানো, একটা অত্যন্ত সংশয়ের দোলায় দুলছি! এ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ সব বলবো। আসবে? এখানে? এ্যাঁ—না—না—অসুবিধা কিছু নয়।—এসো না—তবে—আমাকে একটু বেরোতে হবে তো—এ্যাঁ—এখুনি আসছো? আচ্ছা—

[টেলিফোন রেখে নেড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখে নেড়ী তখনও চামচ নাড়ছে]

আরে এখনও চামচ নাড়ছো—নাও—খাও চা—

[চা-টা তুলে ওর মুখে দেয়। নেড়ী খুব খুশী মনে নেয়]

খুব সুন্দর হয়েছে চা! এই ময়লা কাপড়টা পরে আছো কেন? কাল যে কত কাপড় আনলাম! হ্যাঁ—সেই যে দোকানে গিয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে—মনে আছে তো? নেড়ী ঘাড় নাড়ে) সেই কাপড় একটা পরো—এটা বদলে ফেলো, যাও—(নেড়ী দৌড়ে ভিতরে চলে যায়) পরেশ এগুলো নিয়ে যা—(পরেশ চায়ের ট্রে-টা নিয়ে যায়। নেড়ী একখানা নোতুন শাড়ী নিয়ে ছুটে আসে) হ্যাঁ—এই তো বাঃ, কি সুন্দর শাড়ীটা বলতো? (নেড়ী শাড়ীটাকে আদর করে) এটা কার?

নেড়ী ॥ (ইঙ্গিতে) তোমার।

প্রলয় ॥ হাঃ হাঃ—আমি কি শাড়ী পরি? আমার এই প্যাণ্ট, শার্ট, আর ওটা তোমার,—হ্যাঁ তোমার।

[নেড়ী প্রলয়ের প্যাণ্ট, শার্টে হাত বুলোয়, তারপর নিজের

শাড়ীটা দেখে হঠাৎ লজ্জা পায়, হেসে ছুটে ঘরে চলে যায়]

প্রলয় ॥ (একটু এগিয়ে)—পরেশ, মধ্যের দরজাটা বন্ধ করে দেতো!
[বাইরে থেকে 'প্রলয়, প্রলয় আছো' বলতে বলতে সুবিনয়বাবু ঢোকেন]

প্রলয় ॥ কে? ও—আপনি—আসুন—

সুবিনয় ॥ হ্যাঁ, চলে এলাম। ও তোমার এই বাসা ঠিক করতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে? কেউ তোমার ঠিকানা জানে না। শেষকালে telephone guide খুঁজে তবে ঠিকানা বার করি। তোমার ব্যাপার কি বলতো? তুমি বলছি কিছু মনে করো না, তুমি ত' আমার ছেলের বয়সী—এ্যাঁ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

প্রলয় ॥ না—না—মনে কি করবো? নিশ্চয়ই 'তুমি' বলবেন আমাকে।

সুবিনয় ॥ হ্যাঁ, কি খবর তোমার? সেই যে সেদিন সেই মেয়েটির ছবি দেখালে তারপর থেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না তোমায়। বড়বাবুর ওখানে কদিনই খোঁজ করছি তোমায়, বলে, আসে আর চলে যায়।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, কদিনই ভয়ানক ব্যস্ত রয়েছি। বড়বাবু ত' নীচে নামেন না। তাই regular কাজকর্ম প্রায় বন্ধই আছে।

সুবিনয় ॥ সেই মেয়েটির আর কোন সন্ধান মিললো?

প্রলয় ॥ না—এখনও ঠিক—, আচ্ছা তাকে দেখলে আপনি ত' চিনতে পারবেন?

সুবিনয় ॥ চেনাচিনির দরকার নেই। ব্যাপার কি জানো প্রলয়? বড়বাবুর শরীরটা ত' মোটেই ভালো যাচ্ছে না! ও ডাক্তার যাই বলুক। আমি কিন্তু এতটুকু উন্নতি দেখছি না, এ অবস্থায় ওঁর মানসিক শান্তির প্রয়োজন।

প্রলয় ॥ তা তো নিশ্চয়ই।

সুবিনয় ॥ হ্যাঁ, আপনার বলতে আর কেউ নেই—ঐ অনঙ্গ ছাড়া। এখন ওঁর মনের শান্তির জন্য যদি একজন কাউকে অনঙ্গর পাশে দাঁড় করানো যায়, বুড়ো তবু একটু শান্তিতে চোখ বুঁজতে পারে।

প্রলয় ॥ যে কোন একজনকে !!

সুবিনয় ॥ আহা তুমি ত' বলছো চেহারার অনেকটা মিল আছে! ব্যাপারটা কি জানো—সান্ত্বনা। এ বয়সে এই শরীরে ওঁর আর কি সম্বল আছে বল? তবু আমরা পাঁচজনে পাশে রয়েছি—যদি শেষ কটা দিন মৃত্যুশয্যাতেও একটা সান্ত্বনা তাঁকে দিতে পারি—

প্রলয়। শুধু মিথ্যে সান্ত্বনা নয়—ওঁর এই শেষ জীবনে যাতে সত্যিকারের শান্তি দিতে পারি সেই জন্যই আমার দিনরাত্রির ছোটাছুটি সুবিনয়বাবু। যে মেয়েটির সন্ধান আমি পেয়েছি তার চেহারা এবং অন্যান্য বহু লক্ষণ থেকে এ আশা আমার দৃঢ় হয়েছে—হয়তো সেই অপর্ণা; কিন্তু যতক্ষণ স্থির নিশ্চিন্ত না হচ্ছি ততক্ষণ তাকে বড়বাবুর সামনে আমি নিয়ে যেতে পারবো না!

সুবিনয় ॥ কিন্তু তোমার স্থির নিশ্চিত হ'তে হ'তে ত' বড়বাবুর গোরে ব্যাঙ ডাকবে—।

[প্রলয় ওর বলার ভঙ্গীতে বিরক্ত হয়ে তাকায়]

প্রলয় ॥ (নিজের ভাব গোপন করে) কিন্তু এত বড় মিথ্যাচার তার সঙ্গে কেমন করে করি বলুন ?

সুবিনয় ॥ দেখো প্রলয় আমার বয়স হয়েছে, পৃথিবীর অভিজ্ঞতা তোমার থেকে অনেক বেশী! এমন পরিস্থিতি মানুষের জীবনে ঘটে যখন মিথ্যাচরণ পাপ নয়। বড়বাবুর শেষ কটা দিন বাকী। তিনি তাকে গ্রহণ করবেন নাত্নী হিসাবে। আর আমি, আমি তাকে গ্রহণ করবো পুত্রবধূ হিসাবে। কার দায়িত্ব বলো দেখি ?

প্রলয় ॥ সেইজন্যই ত' আমার আশ্চয লাগছে—আপনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয না হলে তাকে গ্রহণ করবেন কি করে? আর অনঙ্গ বাবুই বা কোন পরিচয়ে—

সুবিনয় ॥ শুধু বডবাবুব মুখেব দিকে চেয়ে, বুঝলে প্রলয—শুধু ঐ অসহায বৃদ্ধেব কথা ভেবে। অনঙ্গ ত' কিছুতেই রাজী হবে না। বললে, "বাবা তুমি বলছো কি"? আমি তাকে বোঝালাম, জীবনে পাওযাটাই সবচেযে বড নয দেওযাটা আবও বড। দিতে শেখ, নিজেকে উজাব কবে দিতে শেখ। ঐ বাযবাহাদুর অঘোব চৌধুবী আজ একা নিঃসহায। নিঃসম্বল। অথচ ওঁব কি না ছিল!—সেই যে কথায বলে হাতী যখন জরে পডে—চামচিবেও লাথি মারে। এ হযেছে সেই বকম। তাই বলছিলাম অনঙ্গবে, নাই বা পেলাম আমরা কিছু, একটি নিরাশ্রয় মেযেকে না হয 'বৌ' ব'লেই ঘরে ঠাঁই দিলি—তবু ঐ খেযা ঘাটেব যাত্রী মুমূর্ষু বৃদ্ধ উনি ত একটু শান্তি পেলেন—

প্রলয় ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে)—আচ্ছা বডবাবু ছাডা এমন কি কেউ নেই যিনি মেযেটিবে দেখলে চিনতে পাবেন?

সুবিনয ॥ (কিঞ্চিৎ ভেবে) না তেমন তো কাউকে মনে পডছে না। পাকিস্তান হবার পব থেকে ওদেব আত্মীয স্বজন যে কোথায ছিটকে পডেছে কেউ তো সন্ধান বাখে না। আর চৌধুবী প্যালেসেব পুবোন চাকর-বাকরগুলো পর্যন্ত নেই।

প্রলয ॥ (সাগ্রহে) চৌধুবী প্যালেসে কি অপর্ণা এসেছিল?

সুবিনয ॥ বাঃ, ছেলেবেলায ত' এই কলকাতাতেই থাকতো।—ঐ চৌধুরী প্যালেসেই। বুড়ো অবশ্য কুসুমপুব ছেডে কোথাও নডেনি। কিন্তু ওর ছেলে প্রায়ই কলকাতায় আসতো।

[প্রলয যেন হঠাৎ আলো দেখতে পায। অত্যন্ত দ্রুতপদে

নেলী আসে। অপরিচিত একজনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।]

প্রলয়॥ এসো নেলী—(নেলী এগিয়ে আসে)

সুবিনয়॥ (নেলীকে লক্ষ্য ক'রে) ও—তোমাকে আর disturb করবো না। এবার যাই—

প্রলয়॥ এখনি যাবেন ?

সুবিনয়॥ হ্যাঁ—বড়বাবুর খবরটা একবার নিয়ে আসি। অনঙ্গ অবশ্য এখানেই আছে। সব সময় দেখাশোনা করছে। তবু নিজে না গেলে ত' শান্তি পাই না। হ্যাঁ, ও ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করে ফেল তাড়াতাড়ি।

প্রলয়॥ নেলী—ইনি সুবিনয় বাবু, এরই ছেলে অনঙ্গ রায়ের সঙ্গে রায় বাহাদুরের নাত্নী মানে—

সুবিনয়॥ অপর্ণা, অপর্ণা আমারই পুত্রবধূ। তোমাকে তো চিনতে পারলুম না মা লক্ষ্মী—

প্রলয়॥ নীলিমা সেন। আমার বান্ধবী।

সুবিনয়॥ ও—বান্ধবী! (হেসে) ভালো ভালো, চলি মা, আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। (নেলী নমস্কার করে, সুবিনয় নমস্কার গ্রহণ ক'রে বেরিয়ে যান)

প্রলয়॥ বোস নেলী, (নেলী দাঁড়িয়ে থাকে) কালকের ব্যবহারে তুমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছো নেলী----

নেলী॥ ওকথা থাক।

প্রলয়॥ থাকলে চলবে না নেলী, বলতে আমাকে হবেই। তোমাকে সত্যিই মিথ্যে কথা বলেছিলাম। যে মেয়েটিকে আমি খুঁজছিলাম, সে আমার বন্ধুর বোন নয়। রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাত্নী,----এবং তাকে হয়তো খুঁজে পেয়েছি।

নেলী ॥ অঘোর চৌধুরীর নাত্নী ! সেই মেয়েটি তবে----

প্রলয় ॥ হ্যাঁ----

নেলী ॥ কিন্তু সে তো পাগলী। কি করে বুঝলে তোমরা সেই মেয়েটিই অপর্ণা ?

প্রলয় ॥ সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি বলেই ত' আজও তাকে নিয়ে যেতে পারছিনা তার দাদুর কাছে।

নেলী ॥ ও, তাহলে তোমাদের সন্দেহ আছে। দেখো প্রলয়, আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনার ভালো সবাই বোঝে। তুমি এই যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজের শরীর মন নষ্ট করে একটা পাগলের পিছনে ঘুরে ঘুরে নিজে পাগল হবার অবস্থায় এসেছ, এর উদ্দেশ্যটা কি আমায় বুঝিয়ে বলতে পারো ? বুড়োর জীবনের কথা ভেবে, এই তো। বুড়ো আর কটা দিন ? তারপর ওর স্বামী ঐ পাগল মেয়েকে ঘরে রাখবে ? সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গ্রাস ক'রে তাকে বাড়ী থেকে মেরে তাড়াবে না ? অথচ তুমি এই যে সর্বস্ব খুইয়ে বুড়োর এতখানি উপকার করলে তুমি কি পাবে ? সেটা ভেবে দেখেছো ?

প্রলয় ॥ না -শুধু নিজের পাওয়াটুকু ভাবতে শিখিনি নেলী।

নেলী ॥ শিখলে জীবনে অনেক উন্নতি করতে।

প্রলয় ॥ জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা সকলের এক নয় নেলী----

নেলী ॥ আজ বাদে কাল যারা স্বামী-স্ত্রী হ'তে চলেছে তাদের অন্ততঃ এক হওয়া উচিত।

প্রলয় ॥ (মৃদু হেসে) আমাকে মাপ করো নেলী, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সর্ত যদি এইটুকুই হয় আমি তা মানতে পারবো না।

নেলী ॥ তার মানে তুমি সম্পর্ক শেষ করতে চাইছো ?

প্রলয় ॥ আমি তা বলিনি।

নেলী ॥ এর চেয়ে স্পষ্ট আর কি ক'রে বলা যায় প্রলয়, আমার ত' তা জানা নেই। (চলে যাবার উদ্যোগ করে)

প্রলয় ॥ নেলী, (জোরে) নেলী !

[নেড়ী বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে]

নেড়ী ॥ আমাকে ডাকলে ?

প্রলয় ॥ (একটু অপ্রস্তুত)----না----তোমাকে নয়----তুমি যাও---- ঘরে বোস।

[নেড়ী ক্ষুণ্ণ মনে চ'লে যায়]

নেলী ॥ (ওকে দেখে)----ও----ও এখানে ?

প্রলয় ॥ হাঁা ওকে ওখানে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

নেলী ॥ তাই এই ফ্ল্যাটে নিয়ে এলে। তোমার প্রতিবেশীরা বুঝি এতে খুব কৌতূহলী হয়ে উঁকি ঝুকি দেয় না প্রলয়।

প্রলয় ॥ হাঁা, সে আশঙ্কা সব সময়ই আছে।

[পিছনের জানালার পর্দা সরিয়ে নেড়ী কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে এদের]

নেলী ॥ কি নাম ওর, নেড়ী ?----হাঃ হাঃ হাঃ, তাহলে তোমার নেড়ী আপাতত এখানেই থাকছেন ?

প্রলয় ॥ ঠিক ওভাবে কথাগুলো ব'ল না নেলী। ওর অবস্থা একবার ভেবে দেখো ত' !

নেলী ॥ (হঠাৎ জলে ওঠে)----আর আমার অবস্থা কোনদিন ভেবে দেখেছো ? ও ত পাগল আর আমি যে সুস্থ একটা মানুষ দিন রাত্তির ছোটাছুটি করছি, তোমার একটু দেখা পাবো বলে----

প্রলয় ॥ (হেসে কাছে আসে)----নেলী, sweet----

(ওকে একটু কাছে টেনে নেয়। নেলী ওর বুকে মাথাটা এলিয়ে দেয়। নেড়ী পর্দার ফাঁকে সাগ্রহে লক্ষ্য করে]

নেলী ॥ এই !! (হঠাৎ নজর পড়ায়) She is peeping হাঃ হাঃ হাঃ,

[নেড়ী সচেতন হ'য়ে মুখটা সরিয়ে নেয়]

এই চলো বেরোই---- ।

প্রলয় ॥ আমি আজ একটু ওবাড়ীতে যাবো ॥ দুদিন যেতে পারিনি ।

নেলী ॥ তাহলে----

প্রলয় ॥ তাহলে তুমি ওখানে চলে এসো, ওখানেই দেখা হবে এঁ্যা ? হাঃ হাঃ হাঃ----cheerio.

নেলী ॥ Ta----Ta---- (হাত নেড়ে চলে যায়)

[প্রলয় ওকে দরজার দিকে এগিয়ে দেয়। নেড়ী দ্রুতপদে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। হাতে কতকগুলো শাড়ী। শাড়ীগুলো ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয়, তারপর দ্রুতপদে বাইরের দিকে যায়]

প্রলয় ॥ কি হ'ল নেড়ী ?----নেড়ী----যাচ্ছো কোথায় নেড়ী----

[ওকে ডাকে পিছন থেকে। নেড়ী মুখ ফিরিয়ে নেয়, ওর চোখে জল]

কি হয়েছে নেড়ী ?

[নেড়ী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রলয় অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ওর পিঠে হাত রাখে]

কাঁদছো কেন, নেড়ী, শোন, ওঠ---ওঠ----(ওকে ধরে তোলে) নেড়ী কাঁদতে নেই, শোন্ ।

[নেড়ী ওর বুকে আছাড় খেয়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রলয় যেন ধীরে ধীরে একটা আকর্ষণ অনুভব করে]

এই শোন----কেঁদনা ছিঃ----[ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়] চুপ করো----আবার কাঁদে, সেই যে বলেছিলাম তোমায়----বেড়াতে নিয়ে যাবো ! যাবে না ?

নেড়ী ॥ (সজোরে ঘাড় নেড়ে) না—আমি চলে যাবো।

প্রলয় ॥ কোথায় ?

নেড়ী ॥ আমি জানি…না—। আমি…চলে যাবো।

প্রলয় ॥ (ওকে নিজের কাছে টেনে নেয়। ওর চোখে চোখ রেখে) কোথাও যাবে না তুমি।

[আলো নিভে যায়]

[পূর্বোক্ত অঘোর চৌধুরীর বাড়ীর [illegible] গোবর্দ্ধন বাহির দিক থেকে আসে। তারাকালী একটা ধামা হাতে ভেতর থেকে আসে]

গোবর্দ্ধন ॥ দেখেন, আপনারে না কতবার কইছি, আপনি রান্নাঘরে যাইবেন না ! কথা শোনেন না ক্যান ?

তারাকালী ॥ আঃ—মরে যাইরে—! চাকরের কথা শোনো ! এডা হইল আমার আপনার দিদি জামাইবাবুর ঘর, তুই ছেমড়া কথা কস আমারে চোখ রাঙাইয়া !

গোবর্দ্ধন ॥ এবারে রান্নাঘরে যদি ঢুকেন—কথা আর কইব না—এমনি কইর‍্যা ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাইর কইর‍্যা দিমু !

তারাকালী ॥ আ, তোর চাকরের মুখে মারি পিছা ! আমারে ঘাড় ধাক্কানি দিবার ভয় দেখায়—তরে যদি এ বাড়ী হইতে খেদাইতে না পারি ত' আমার নাম তারাকালী না—হ !

গোবর্দ্ধন ॥ হ হ কার কত মুরোদ দেখা যাইবে। ধামায় কি আছে ? দেখি ধামায় কি আছে ? চাউল, ডাইল, ভাণ্ডারের যত কিছু

সামগ্রী ত' পার করতে আছেন দিবা রাত্র। আবার ধামায় কি লইয়া যাইতে আছেন ?

তারাকালী ॥ আমি যাই লই, তব কি ?

গোবর্দ্ধন ॥ আমাব কি, দেখাইব। পেল্লায়বাবু আসেন আইজ। বড়-বাবুর ব্যামো হওযার পব হইতে বড সুবিধা হইছে না ? কর্তাটি ত' বাজাব হইতে যথাসব্বস্ব চুবি কইব্যা নিজেব পকেটে ঢুকাইতে আছে।

তারাকালী ॥ অ,—তব ভাগ বন্ধ হইছে কিনা—তাই গাত্রদাহ ?

গোবর্দ্ধন ॥ দুইটা দিন সবুর করেন, সব টাইট কবতে আছি। আমি আইজই কইমু পেল্লায বাবুবে—

[হববিলাস আসে হাতে বাজাবেব থলে]

হরবিলাস ॥ কি হইল ?

গোবর্দ্ধন ॥ হইব আর কি ? আপনাগো গুণ-কীর্ত্তন কইতে আছি। কর্তা-গিন্নী এক সাথে হইযা চৌধুরী বাডীরে ত' একেরে ডকে পাঠাইলেন। বডবাবুব অসুখ তাই কিছু কইনা, সব মুখ বুইজ্যা সইহ্য কবি। তয বেশী দিন না, এই গোবর্দ্ধনেব হাতে আপনাগো সিধা করতে বেশী সময় লাগবে না—এই কইয্যা গেলাম। (ভিতরে চলে যায)

হরবিলাস ॥ গোবর্দ্ধন—আঃ—গোবর্দ্ধন—তুই অমন চেতাইয়া থাকস ক্যান সব সময়, আব তুমিই বা অর সাথে লাগো ক্যান ?

তারাকালী ॥ আমি লাগছি ? এই বুদ্ধি না হইলে আর বাজাবেব থিকা চুরি কইর‍্যা ধরা পর !

হরবিলাস ॥ তোমার ত' বুদ্ধি খুব, তয় ময়দা লইবার কালে ধরা পড়লা ক্যান ? দেখো চুরি আইজ হউক আর কাইল হউক, ধরা পররই ! মুখ বুইজ্যা থাকবা আমার মত। সাত চরেও রা বলবা

না। যা পারো গুছাইয়া লও, কথা কইও না। দেখো না আমি কেমন চুপ চাপ থাকি।

তারাকালী ॥ থাক তোমার আর মাষ্টারীতে কাম নাই। কতো বিদ্যা জানা গেছে। এই তারাকালীর ওপর আর মাষ্টারী কইরো না। সে তোমারে তিন জন্ম শিখাইতে পারে! (দ্রুত চলে যায়)

[অনন্ত মল্লিক আসে]

অনন্ত ॥ গোবর্দ্ধন—ও বাবা গোবর্দ্ধন। (হরবিলাসকে) দেখুন, গোবর্দ্ধনকে একটু ডেকে দিন না –

হরবিলাস ॥ দেখেন, গোবর্দ্ধনের সাথে আমার বিশেষ সংভাব নাই। অরে আপনিই ডাকেন। (বাইরে চলে যায়)

অনন্ত ॥ (জোরে) গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধন রে—

গোবর্দ্ধন ॥ (ছুটে আসে)—আঃ চেঁচান ক্যান? কইছি না ডাক্তারবাবু' বাড়ীতে চেঁচামেচি করতে না করছে!

অনন্ত ॥ (গলা নামিয়ে)—এক কাপ চা চট করে দিয়ে দে-না বাবা।

গোবর্দ্ধন ॥ চা এখন হইব না।

অনন্ত ॥ বাবা এখন ত' কেউ নেই রে। প্রসাদ পালিতও আসে নি। এই তালে চট করে এক কাপ দে-না, ঢুক করে খেয়ে চলে যাই।

গোবর্দ্ধন ॥ কইলাম ত' বড়বাবু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চা হইব না।

[চলে যায়]

[প্রসাদ পালিতও আসে]

প্রসাদ ॥ এই যে এসে গেছেন, কতক্ষণ? Oh, what a strange thing! আমি এত চেষ্টা করেও একদিনও আপনার আগে এসে পৌঁছুতে পারলুম না।

অনন্ত ॥ আর আগে পরে দাদা, চা একেবারেই বন্ধ!

প্রসাদ ॥ বড়বাবু কি আজও নীচে নামবেন না?

অনন্ত ॥ এখন আদপে নামে কি না। আর তাই দেখুন।

প্রসাদ। ওঃ, একখানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মিনার্ভা, বুঝলেন? একেবারে perfectly new condition, বিক্রী ছিল। সাহেবের গাড়ী, সাহেব বিক্রী করে বিলেত চলে যাচ্ছে।

অনন্ত ॥ আমারও ত' তাই, সব দোকানে বিলেত পড়ে যাচ্ছে।

প্রসাদ ॥ এঁ্যা—!

অনন্ত ॥ মানে, যাই হ'ক দুটো একটা করে টাকা রোজ আসছিল তাও বন্ধ! এখন সব বাকী পড়ে যাচ্ছে বাজারে। বলিছি বড়বাবু ভালো হলে দোব।

[সঞ্জয় সমাজদার আসেন]

সঞ্জয় ॥ (প্রসাদের দিকে) Not yet !

প্রসাদ ॥ No.

সঞ্জয় ॥ একটা অসুখ সারতে এতো দেরী হয় কেন? আমার মনে হচ্ছে line of treatment মানে চিকিৎসাটা ঠিক হচ্ছে না।

প্রসাদ ॥ আপনার কি চিকিৎসা বিদ্যাতেও দক্ষতা আছে নাকি?

সঞ্জয় ॥ হে হে film director, বুঝলেন, ঝোলের লাউ, অম্বলে কদু। সব কিছু কিছু জেনে রাখতে হয়। সত্যিকারের ভালো Director হ'তে গেলে আপনাকে সব বিদ্যা শিখে রাখতে হবে। এই যেমন চিকিৎসার কথা, ধরুন, যে রোগের যে চিকিৎসা! Outdoor shooting-এ যাবেন—সব ready, হঠাৎ হিরোইনের telephone এলো, মাথা ধরেছে—এ রোগের চিকিৎসা কি বলুন তো?

অনন্ত ॥ হুঁকোর জল।

সঞ্জয় ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, কতকটা তাই! সেই চিকিৎসার ধারাটি আপনাকে জানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে বাড়ীতে একখানি হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিন। মাথা ধরা সেরে যাবে। মাথা

ধরা, পেট ব্যথা, বুক ধড়ফড় সব অসুখের রেট কিন্তু এক হাজার ক'রে বেড়ে যাবে—যখন টাইফয়েডে পৌঁছুবে তখন বুঝতে হবে দশ হাজারের কম কিছুতেই হবে না।

অনন্ত ॥ একেবারে খতম হলে?

প্রসাদ ॥ সেখানে Insurance আছে। (ইঙ্গিতে নিজেকে দেখায়) এই যে উনিও এসে গেছেন—

সঞ্জয় ॥ আসুন, মিষ্টার সেন—

[সুধাময় সেন হাতে ফাইল, আসেন]

সুধাময় ॥ উনি কি আজও sick?

প্রসাদ ॥ হ্যা।

সুধাময় ॥ প্রলয়বাবুও নেই। দেখুন তো কি কাণ্ড, আমাকে বললেন papers রেখে যেতে—

অনন্ত ॥ তা রেখে ত' গেছেন, আর কি—

সুধাময় ॥ না—না, আমাদের যে অত দেরী করার উপায় নেই Statistics-এব ব্যাপার তো। ভয়ানক জরুরী। এখনি কাজ শুরু করতে হবে।

অনন্ত ॥ তা শুরু তো করে দিয়েছেন।

সুধাময় ॥ তা অবশ্য দিয়েছি। এখন আমরা পাগলের statistics নিচ্ছি।

প্রসাদ ॥ পাগল! না! হবে না Insurance হবে না।

সুধাময় ॥ তা না হ'ক। কিন্তু জানা হবে। কত রকমের পাগল আছে? ধরুন statistics নিয়ে দেখা গেছে দেশে মাত্র এক পারসেণ্ট লোক আছে যাদের normal বলা চলে, বাকী সকলেই কোন না কোন ভাবে ছিটগ্রস্ত। ধরুন কেউ সিনেমা পাগল, (সঞ্জয়কে), কেউ Insure পাগল, (প্রসাদকে), take it

easy, কেউ বইয়ের পাগল, রাত দিন বই পড়ছে, কেউ গানের পাগল, কেউ বক্তৃতার পাগল !

অনন্ত ॥ কেউ অঙ্কের পাগল।

সুধাময় ॥ Exactly ! এই রকম পাগলের statistics নিয়ে দেখা যাবে যে সারা দেশটাই একটা পাগলা গারদ—

সঞ্জয় ॥ Wonderful plot. একখানা ছবি যা হয় না ! সব পাগল, Hero পাগল, heroine পাগল, lunatic love মানে উন্মত্ত প্রেম, wonderful, house full.

সুধাময় ॥ কিন্তু এভাবে অসুস্থ থেকে উনি কতদিন দেশের এই অগ্রগতিকে রুদ্ধ রাখবেন ! এটা এক কথায় দেশদ্রোহিতা বলা যেতে পারে !

সঞ্জয় ॥ আমার মনে হচ্ছে অসুখটা সত্যি নয়। উনি বোধহয় planfully আমাদের avoid করছেন—

অনন্ত ॥ দেখুন মশায়, আমরা দু-জনে বরাবর দুটো করে টাকা দৈনিক আদায় করে আসছিলুম, এই আপনার আসার পর থেকেই—

সঞ্জয় ॥ Not at all, not at all, আমাদের পর ভাববেন না। আমরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছি। আমাদের পরস্পরের co-operation দরকার—

সুধাময় ॥ Exactly, co-operation ! The idea ! আচ্ছা আমরা ক'জনেই different trade-এ রয়েছি। ধরুন আমরা যদি সবাই মিলে একটা Mutual benifit organisation করি ?

প্রসাদ ॥ সেটা কি রকম !

সুধাময় ॥ ধরুন, আপনি Insurance-এর agent, ঐ অনন্তবাবুর নামে একটি পঞ্চাশ হাজার টাকার policy আপনি করিয়ে দিলেম।

অনন্তবাবু আমাকে nominee করে মারা গেলেন, আমি সেটা film-এ invest করলাম, সঞ্জয়বাবু ছবি শুরু করলেন—

সঞ্জয়, প্রসাদ (একসাথে) ॥ চমৎকার, চমৎকার—wonderful.

অনন্ত ॥ হ্যাঁ—এ ব্যবস্থায় সব থেকে লাভ আমারই হবে।—

[প্রলয় আসে। ওঁকে দেখে সবাই লাফিয়ে ওঠে]

সুধাময় ॥ এই যে স্যার, আমার সেই paperগুলো—

সঞ্জয় ॥ আচ্ছা উনি কি film সম্বন্ধে—

প্রসাদ ॥ একখানা ভালো second-hend Minerva—

প্রলয় ॥ (সকলকে থামিয়ে)—দেখুন উনি অত্যন্ত অসুস্থ, আমি খুব ব্যস্ত আছি। এ অবস্থায় কোন কথা হতে পারে না। আপনারা পরে আসবেন।

সুধাময় ॥ কিন্তু papersগুলো—

সঞ্জয় ॥ একটা estimate অন্তত—

প্রসাদ ॥ গাড়ীটা কি তাহলে—

প্রলয় ॥ বলছি ত আর কোন কথা বলতে আমি পারবো না। আপনারা দয়া করে আসুন।

[সকলে ক্ষুণ্ণ মুখে এগোয়]

অনন্ত ॥ এক কাপ চা হলেও না হয়— (চলে যায়)

প্রলয় ॥ গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধন—

[গোবর্দ্ধন আসে]

বড়বাবু কি রকম আছেন ?

গোবর্দ্ধন ॥ ভালো, যান না ওপরে।

প্রলয় ॥ পরে যাবো, এখন উনি নীচে নামবেন না তো ?

গোবর্দ্ধন ॥ না নীচে বোধহয় নামবেন না—(ভিতরে চলে যায়)

প্রলয় ॥ আচ্ছা ঠিক আছে। প্রলয় চারদিক তাকিয়ে বাইরের দিকে যায় তারপর নেড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে]

প্রলয় ॥ দেখো, আচ্ছা এ বাড়ীতে তুমি ছিলে—তোমার মনে আছে? বলো না, মনে করতে পারছো? পারছো না?—

[নেড়ী অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা দেখে]

ঐ যে ওধারে কত ফুলের বাগান। তুমি ফুল তুলতে ছেলেবেলায়, মনে নেই?—নেড়ী! (ওর কাঁধে হাত দেয়)

[নেড়ী আবার ওর দিকে তাকায়, তারপর আবেশে চোখ বুজে ওর কাঁধে মাথা রাখে। প্রলয় একটু বিচলিত হয়। তারপর নিজেকে সামলে]

আচ্ছা বোস, বোস এখানে। (দুজনে কোচে বসে) রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরী, কার নাম বলো ত'? তোমার দাদুমনি। অপূর্ব চৌধুরী—কার নাম? তোমার বাবা—

নেড়ী ॥ বা—বা—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—বাবাকে মনে আছে তোমার? মনে নেই?—তোমার নাম কি বলো ত'? অপর্ণা—বলো—অ—প—র্ণা—

নেড়ী ॥ (বলার চেষ্টা করে)—অ—প—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—বলো—অ—প—র্ণা—

নেড়ী ॥ (আবার চেষ্টা করে)—অ—প—আমি পারি না— (প্রলয়ের কোলের ওপর শুয়ে পড়ে)

[প্রলয় সন্ত্রস্ত হয়ে চারপাশে তাকায় তারপর ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলায়]

নেড়ী, তুমি এখানে থাকবে?

নেড়ী ॥ (শুয়েই বলে)—হ্যাঁ—

প্রলয় ॥ এই বাড়ীটা তোমার ভালো লাগে.

নেড়ী ॥ হ্যাঁ—

প্রলয় ॥ তোমার দাতুর কাছে থাকবে ?

নেড়ী ॥ (মুখ তুলে) না—

প্রলয় ॥ কেন, দাতু তোমাকে কত ভালবাসবে ! কত জিনিস কিনে দেবেন, থাকো না দাতুর কাছে ।

নেড়ী ॥ (ওর গলাটা ধবে)—তুমি—

প্রলয় ॥ বাঃ (একটু অপ্রস্তুত ভাবে) তুমি যে শ্বশুর বাড়ী যাবে, সেখানে কি আমি থাকবো ।

[নেড়ী বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে]

শ্বশুর বাড়ী বুঝতে পারছো না ? তোমাব স্বামী আছেন—

[অনুরূপ ভঙ্গীতে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ে নেড়ী]

বুঝতে পারছো না ? তোমার সেই যে বিয়ে হয়েছিল—সেই কতলোক, কত আলো—বর এলো—তোমার বাবা গেলেন----বর আনতে----মনে নেই----বাবা—

নেড়ী ॥ (অস্ফুটে) বা----বা----

প্রলয় ॥ হ্যাঁ তোমার বাবা,···মনে নেই ?

[নেড়ী হঠাৎ একটি অয়েল পেন্টিং লক্ষ্য করে দৌড়ে কাছে যায় । প্রলয় যায় পিছনে]

প্রলয় ॥ কে বল তো···। চিনতে পারছো ? তোমার বাবা···বাবা । সেই যে বিয়ের রাত্রে বাবা বর নিয়ে এলেন···তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ···তোমায় পিঁড়িতে বসিয়ে নিয়ে গেলেন । সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তোমার বর । চিনতে পারছো ? তোমার বাবা ।

[অপর্ণা একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়েছিল]

নেড়ী ॥ (অস্ফুটস্বরে) বাবা !

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, তোমার বাবা ! ভালো করে দেখো । চিনতে পারছো ?

[নেড়ী ধীরে ধীরে যেন চিনতে পারে এই ভঙ্গীতে ছবিটাকে লক্ষ্য করে .তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ছবিটাকে আঁকড়ে ধরে]

নেড়ী ॥ বাবা !!!

[এই মুহূর্তে সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অসুস্থ অঘোর চৌধুরী। স্খলিত পদে নেমে আসেন যেন অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে…]

অঘোর ॥ কে! কে! ও-কে? ওরে বলনা ও-কে?

[নেড়ী চ'মকে তাকায়। দাতুকে চিনতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে…]

নেড়ী ॥ দাতুমণি !!

অঘোর ॥ অপর্ণা !!

নেড়ী ॥ দাতুমণি !!

[অঘোর এগিয়ে এসে নেড়ীকে জড়িয়ে ধরেন। এই সময় ~~বাইরের দিক থেকে সুবিনয় ও অনঙ্গ এসে দাঁড়ায়। অপর-~~ দিকে প্রলয় এই অপূর্ব মিলনদৃশ্য লক্ষ্য করে]

[পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ববর্ণিত অঘোর চৌধুরীর ড্রয়িং রুম। সুবিনয়বাবু উচ্ছসিত হাসিতে গল্পে মত্ত। অঘোর চৌধুরীরও খুশী মনে গল্পে জমে আছেন, পাশে অনঙ্গ।]

সুবিনয়॥ রমনার যত লোক আমাদের ক'লকাতার আশে পাশে এসেছেন সকলকেই ত' নিমন্ত্রণ জানিয়েছি বড়বাবু। সবাই বলে এ ভালোই হল। এক বিয়ের দু'বার খাওয়া, হাঃ হাঃ হাঃ—

অঘোর॥ হাঃ হাঃ হাঃ, এক বিয়ের দু'বার খাওয়া, এ্যাঁ? অনঙ্গকে কিন্তু তাহলে দু'বার উপোষ করতে হয়!

সুবিনয়॥ করতে ত' হবেই। পণ্ডিত মশাই বলেছেন সমস্ত অনুষ্ঠানই আবার নোতুন করে করতে হবে।

অঘোর॥ তাবলে নোতুন করে বরপণ আমি দিতে পারবো না সুবিনয়, আমায় মাপ করো। আমরা হলাম পাকিস্তানের refugee।

সুবিনয়॥ হাঃ হাঃ হাঃ, আপনার মতো refugee আর ক'জন এদেশে থাকলে বড়বাবু, refugee কথাটা আশীর্বাদ হয়ে উঠবে। কাউকে প্রণাম করলে বলবে "বাবা refugee হও।"

অঘোর॥ হাঃ হাঃ হাঃ, নাহে না ঠাট্টা নয়, ঐ শুনতেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। Bank, deed, share জমিজমা সব কোথায় কি ছত্রাকার হয়ে আছে।

সুবিনয়॥ আমরা রয়েছি কি করতে? সব গুছিয়ে দোব। আর

অনঙ্গ? অনঙ্গ পড়াশুনাতেই যা একটু কাঁচা ছিল, না হ'লে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে ওর মাথা খুব। ও—একাই সব ঠিক ক'রে দেবে, দেখুন না।

অঘোর॥ হ্যাঁ ওকেই ত' সব বুঝে নিতে হবে। কি দাদুভাই পারবে ত'? আমি ত' একটা ভাঙ্গা জাহাজ, কলকব্জা বিগড়ে চড়ায় আটকে পড়ে আছি। এখন তোমাদের জিনিস তোমরা সব দেখে শুনে নাও, কলকব্জা সারিয়ে আবার যদি চালাতে পারো ত' চলবে।

সুবিনয়॥ নিশ্চয়ই চলবে, কি বলো অনঙ্গ?

অনঙ্গ॥ আমি চেষ্টা করবো দাদু।

সুবিনয়॥ না—না চেষ্টা নয়, চেষ্টা নয়, এ ত' তোমার কর্তব্য।

অঘোর॥ তাহলে পণ্ডিত মশায় বলছেন আগামী ২৭ তারিখ দিনটা ভালো?

সুবিনয়॥ হ্যাঁ সাতাশ তারিখ, খুব ভালো দিন, সন্ধ্যা রাত্রেই লগ্ন। আর শুভ কাজে দেরী করা উচিৎ নয় বড়বাবু। এমনি যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।

অঘোর॥ তাহলে সাতাশ তারিখের তো আর দেব নেই। সব কাজ ত' এর মধ্যেই করে ফেলতে হবে। (জোরে) প্রলয়, প্রলয়, প্রলয় যে কোথায় থাকে, কিছু বুঝে উঠতে পারি না। ওর কাজকর্মে বড্ড গাফিলতি দেখা যাচ্ছে আজকাল।

সুবিনয়॥ আপনি ব্যস্ত হবেন না বড়বাবু, শরীর খারাপ আপনার, ব্যস্ত হবেন না। (অনঙ্গকে ইসারা করে)

অনঙ্গ॥ হ্যাঁ, প্রলয়বাবু না থাকলেও কিছু অসুবিধা হবে না দাদু, আমি তো রয়েছি!

অঘোর ॥ হ্যাঁ, তুমি ত' দিন রাত্তিরই আমার পাশে রয়েছ অনঙ্গ, সেইটুকুই ত' আমার ভরসা—

সুবিনয় ॥ ভরসা কি বলছেন বড়বাবু, এইটাই ত' ওর কাজ। কিন্তু বৌমাকে দেখছি না কেন? শরীব বেশ ভাল আছে ত'? অনঙ্গ যাও না ওপরে, বৌমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে এসো লজ্জা কি? ছেলে আমার লজ্জাতেই সারা বুঝলেন, বড়বাবু—

অঘোর ॥ লজ্জা কিসের রে! ভাব-সাব করতে হবে না? আচ্ছা আমি ডাকাচ্ছি। তারাকালী, ও তারাকালী, অপর্ণাকে একটু নিয়ে এসো তো নীচে।

সুবিনয় ॥ বৌমা এখন একটু সুস্থ আছে তো?

অঘোর ॥ হ্যাঁ, অনেক ভালো, এখন অনেক ভালো। ডাক্তার দু'বেলা দেখছে, ওষুধ পথ্য,—ওঃ প্রলয় যা করেছে ওর জন্য, ওর ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারবো না।

সুবিনয় ॥ একশবার। তবে ও ত' ভয় পাচ্ছিল বৌমাকে এখানে আনতে। আমিই তো একরকম জোর করে—

[তারাকালী অপর্ণাকে ধীরে ধীরে [illegible] আনে। অপর্ণার পোষাক অনেক সম্ভ্রান্ত। চলার ভঙ্গী অনেক স্বচ্ছন্দ]

তারাকালী ॥ (~~সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে~~)—এমন সোনার পিত্তিমের মতো মাইয়ার কি হাল—চোখে দেখা যায় না—

অঘোর ॥ এসো দিদিভাই—কেমন আছো আজ? (অপর্ণাকে কাছে টেনে নেন) কেমন আছ?

অপর্ণা ॥ এ্যাঁ ॥—ভালো—ভালো আছি।

[এখনও সন্ত্রস্ত ভাবটা পুরো কাটে নাই তবে অনেক শান্ত মুখশ্রী]

অঘোর ॥ এই দ্যাখ, তোর শ্বশুর মশাই, আর এ কে বল দেখি? তোর বর। কেমন রাঙা টুকটুকে বর দেখ দেখি। আমি বুড়ো

বলে তোর পছন্দ নয়, না হলে আমি ত' দেখতে খারাপ নই—এ্যাঁ হাঃ হাঃ হাঃ—

[সকলে হাসে]

নে প্রণাম কর, প্রণাম কর, সবাই গুরুজন, প্রণাম করতে হয়।

[অপর্ণা প্রথমে দাদুকে প্রণাম করে]

আহা আমাকে তো করছিস রাতদিন। এঁদের কর, ইনি তোর শ্বশুর মশাই, প্রণাম কর, হ্যাঁ।

[অপর্ণা প্রণাম করে]

সুবিনয়॥ থাক থাক মা, সাবিত্রী সমান হও। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করো। বুড়ো দাদুকে শেষ বয়সে একটু শান্তি দাও, আর কি বলে আশীর্বাদ করবো—কি বলেন বড়বাবু?

অঘোর॥ হ্যাঁ, ঐটুকুই ত' আমার অন্তিম কামনা সুবিনয়। হারানিধি ফিরে পেয়েছি সুবিনয় এ কি আমার কম সান্ত্বনার কথা। প্রণাম করো। তোমার স্বামী—

[অপর্ণা এগিয়ে প্রণাম করতে যায়। সেই মুহূর্তে প্রলয় আসে বাহির থেকে। ওকে দেখে অপর্ণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রণাম করা হয় না]

(প্রলয়কে দেখে) এই যে এসেছো? কটা বেজেছে? বলি কটা বেজেছে? না-না তোমার কাজকর্মের negligence দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে প্রলয়। তুমি জানো সাতাশ তারিখে অপর্ণার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে! তুমি জানো সাতাশ তারিখের আর ক'দিন বাকী আছে? উত্তর দাও, জানো তুমি? পাঁচদিন। Do you follow, মাত্র পাঁচদিন বাকী। এই বিরাট কাজকর্মের যোগাড় যন্ত্র কি আমি করবো?

প্রলয় ॥ (শান্ত কণ্ঠে) আপনি বসুন। চেঁচাবেন না। Pressure-এর অবস্থা আপনার মোটেই ভালো নয়। গোবর্দ্ধন···গোবর্দ্ধন···

[ভেতরে চলে যায়]

সুবিনয় ॥ ছেলেটি অনেকদিন আছে তো, তাই, সেক্রেটারী হ'লেও আপনাকে care করে বলে মনে হল না বড়বাবু···

অঘোর ॥ হ্যাঁ···ঠিক···ঠিক বলেছ। আমাকে যেন care করে না বলে মনে হচ্ছে! না না একি impartinence, আমার মাইনে খাবি···আর আমারই কথা অগ্রাহ্য করে চলবি? এ তো চলতে পারে না! (প্রলয় ফিরে এসে নিজের টেবিলে বসতে যায়) কি··· ব্যাপার কি! কি মনে করেছ কি? বলি আমি কি তোমার চাকর? উত্তর দাও, বলি উত্তর দাও কথাটার!

[জোরে চেঁচাতে যায়। প্রলয় ছুটে এসে ধরে ওঁকে বসায়]

তারাকালী ॥ চুপ করেন, জামাইবাবু চুপ করেন। সেই কইতেই কয় গেরস্তের মনে শান্তি নাই, চোরের পোয়া বারো, এই হচ্ছে সেই বৃত্তান্ত।

[গোবর্দ্ধন ট্রেতে করে মিষ্টি এনে সুবিনয় ও অনঙ্গকে দেয়]

অঘোর ॥ (কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ) বাঃ, এতক্ষণ তোমরা ব'সে আছো,— আমার খেয়াল হয়নি তোমাদের একটু মিষ্টি মুখ করানোর কথা। ভাগ্যে গোবর্দ্ধন বুদ্ধি করে—

গোবর্দ্ধন ॥ আমারও হুস হয় নাই বড়বাবু, পেল্লায়বাবু কইলেন—

অঘোর ॥ প্রলয়, প্রলয় বলেছে? তাই বল্! না হলে তোর এতো বুদ্ধি হবে? যা যা—(গোবর্দ্ধন চলে যায়) দেখেছো সুবিনয়, প্রলয়ের কেমন সব দিকেই লক্ষ্য? প্রলয় ছাড়া এক মুহূর্ত এ বাড়ী চলে না। দেখলেই তো নিজে চোখে—। খাও সুবিনয়।

অনঙ্গ, নাতজামাই তুমি, আদর করে খাওয়াবার তো কেউ নেই, নিজেই খাও।

তারাকালী ॥ বালাই ষাট্ আমি রইছি না? আমারও ত' নাত জামাই, জামাইবাবু। আমি খাওয়াই অনঙ্গ রে! খাও দাদা খাও আইজ দিদি থাকলে—কত আনন্দের দিন—অন্নদিদিরে—(আবার কাঁদার চেষ্টা করে)

অঘোর ॥ আঃ তারাকালী।

[তারাকালী—ধমক খেয়ে চুপ করে যায়, কিন্তু ফোঁফানি তখনও যাচ্ছে]

—খাও দাদা খাও।

[সুবিনয় ও অনঙ্গ খেতে শুরু করে। ইতিমধ্যে অপর্ণা প্রলয়ের কাছে চলে যায়। অনঙ্গ সেটা লক্ষ্য করে।]

সুবিনয় ॥ আবার এই মিষ্টি ফিষ্টির হাঙ্গাম কেন করলেন বড়বাবু! বলি আমরা ত' আর বাইরের কুটুম নই—না কি বলেন বড়বাবু? [তাড়াতাড়ি মিষ্টি ক'টা মুখে দিয়ে জল খেয়ে হাত মুছতে মুছতে] আচ্ছা আজ উঠি বড়বাবু। অনঙ্গ চলো, মাত্র ক'টা দিন সময়, অনেক কাজই বাকী। (অনঙ্গ সহ উঠে দাড়ান)

অঘোর ॥ (একটু এগিয়ে)—দ্যাখো সুবিনয়, একটা কথা তোমায় বলা দরকার, অপর্ণার বর্তমান যে এই শারীরিক অসুস্থতা—এর জন্যে ওকে গ্রহণ করতে তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?

সুবিনয় ॥ আপত্তি! কি বলছেন বড়বাবু? অপর্ণা আমার পুত্রবধূ, সুস্থ হলেও পুত্রবধূ, অসুস্থ হলেও পুত্রবধূ।

অঘোর ॥ কিন্তু অনঙ্গ—

সুবিনয় ॥ অনঙ্গ আমার ছেলে, বড়বাবু—একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আচ্ছা আজ চলি বড়বাবু।

[অঘোরবাবুকে প্রণাম করে, অনঙ্গও করে। ইতিমধ্যে প্রলয়ের সঙ্গে অপর্ণার ঘনিষ্ঠতা তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অনঙ্গ। সুবিনয় তা বুঝতে পেরে অনঙ্গকে প্রায় টেনে দরজার দিকে যান]

[অঘোরবাবু ওদের এগিয়ে দিয়ে ঘুরে আসেন অপর্ণার কাছে]

অঘোর ॥ এই যে দিদিভাই—আমার বয়সটা না হয় একটু বেশীই হয়েছে তা বলে আমাকে যে একেবারে দেখতেই পাও না ?

[অপর্ণা এতক্ষণ প্রলয়ের টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে প্রলয়কে নানা ভাবে বিরক্ত করছিল। কখনও কলমটা কেড়ে নিচ্ছে, কখনও চুল টেনে ধরছে, প্রলয় উপভোগ করে নীরবে, এখন ওকে ঠেলে দেয় দাদুর দিকে]

আয়, কাছে আয়, তোকে একটু ভালো করে দেখি—। (মুখটা ধরে) কোথায় ছিলি ? কোথায় ছিলি এতদিন হতভাগী ?

(মুখটা একদৃষ্টে দেখেন) তোর বাবা মা সব চলে গেছে, তুইও গিয়েছিলি। এই পোড়া বুকটায় আগুন জ্বালাতে আবার কেন এলি—(কেঁদে ওকে জড়িয়ে ধরেন)

প্রলয় ॥ আপনি ওপরে চলুন।

অঘোর ॥ এ্যাঁ—হ্যাঁ, যাবো প্রলয়—যাবো।

প্রলয় ॥ একটা কথা বলছিলাম। অবশ্য আমার বলা হয় তো ঠিক হবে না—

অঘোর ॥ বলো—

প্রলয় ॥ বলছিলাম ও ত' সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি এখনও, বিয়ের ব্যবস্থাটা আর কিছুদিন পরে করলে—

অঘোর ॥ না—না—না—আমার আর সময় নেই প্রলয়—প্রতি মুহূর্তে ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি। যাবার আগে ওকে যদি একটু সুখী দেখে যেতে

পারি সেই আশায় আমি দিন গুণছি প্রলয়, এতে আর বাধা দিও না,—বাধা দিও না ! (ওপরে ওঠে যান)।

[প্রলয় গম্ভীর হয়ে যায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের টেবিলের দিকে যায়। অপর্ণা ওকে ধরে]

অপর্ণা ॥ তুমি—যাবে—না ?

প্রলয় ॥ কোথায় ?

অপর্ণা ॥ মা--মা—আনবে না—

প্রলয় ॥ (মৃদু হেসে) তুমিই তো চলে যাবে—

অপর্ণা ॥ এ্যাঁ ?

প্রলয় ॥ তুমি শ্বশুর বাড়ী যাবে !

অপর্ণা ॥ তুমি—

প্রলয় ॥ আমি ! (হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে) আমি এইখানেই থাকবো সারা জীবন।

অপর্ণা ॥ না—(ওকে টেনে আনে)

প্রলয় ॥ (হেসে) আমি কাজ করবো না ?

অপর্ণা ॥ (কলমটা ফেলে দেয়) না কাজ করবে না।

প্রলয় ॥ বাঃ, তাহলে তোমার দাদু আমায় তাড়িয়ে দেবেন।

অপর্ণা ॥ এ্যাঁ !

প্রলয় ॥ (ইসারায় দেখায়) তোমার ঐ দাদু আমায় (হাত দেখিয়ে) তাড়িয়ে দেবেন।

অপর্ণা ॥ (ওকে টেনে)—না—আমি—তাড়িয়ে দেবো না—

[প্রলয় একদৃষ্টে তাকায় ওর দিকে, অপর্ণাও তাকিয়ে থাকে]

প্রলয় ॥ (রুদ্ধ আবেগে) ছাড়ো—

অপর্ণা ॥ (ওকে জড়িয়ে) না—

প্রলয় ॥ ছাড়ো—

অপর্ণা ॥ না! (ওর বুকে মুখ রাখে)

[সেই মুহূর্তে নেলী ঢোকে]

নেলী ॥ Oh. I am sorry, I am sorry. প্রলয়। I am extremely sorry. (দ্রুতপদে ফিরে যেতে যায়)

প্রলয় ॥ (অপর্ণাকে ছাড়িয়ে) নেলী—শোন—নেলী—

নেলী ॥ No, thanks প্রলয়, আমি যাই—

প্রলয় ॥ নেলী—নেলী তুমি জানো না—

নেলী ॥ জানার দরকার নেই আমার। ছি-ছি-ছি একজন cheat, hypocrat, debauch-এর পেছনে এতদিন ধরে ঘুরছি একথা ভাবতে আমার ঘেন্নায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে!

প্রলয় ॥ (জোরে) নেলী!

নেলী ॥ চোখ রাঙাচ্ছো কাকে? নেলী তোমার চোখ রাঙানীর পরোয়া করে না। চোখ রাঙাবে ঐ সব নোংরা মেয়েদের যারা তোমার প্রেমে হাবুডুবু খায়।

প্রলয় ॥ নেলী, ভুলে যেওনা এটা ভদ্রলোকের বাড়ী!

নেলী ॥ ভদ্রলোকের বাড়ী! যে বাড়ীতে একজন বিবাহিতা মেয়ে প্রকাশ্যে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে—

প্রলয় ॥ Shut up! (চীৎকার করে)

[ওর চিৎকারে গোবর্দ্ধন ছুটে আসে]

গোবর্দ্ধন ॥ বাবু—

[প্রলয় নিজেকে সংযত করে শান্ত কণ্ঠে]

প্রলয় ॥ কিছু নয়, তুই যা।—[গোবর্দ্ধন চলে যায়]

শোন নেলী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে বেশী অপমানিত

হলে ভবিষ্যতে আমাব ভাবতেও লজ্জা করবে যে একদিন তোমার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল। এসো অপর্ণা—(ওকে হাত ধরে নিয়ে ভিতরে চলে যায। একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেলী বেরিয়ে যায়)

[আলো নিবে যায]

[পূর্বোক্ত জমিদাব অঘোব চৌধুরীর বৈঠকখানা। সকাল বেলা। কয়েকজন মজুর ধরাধরি করে সোফা কোচ ইত্যাদি সরিয়ে ফর্সা চাদর ইত্যাদি পাতছে, কেউ ঝুল ঝাড়া মোছা করছে। কেউ ফুল দিযে সাজাচ্ছে। সবত্রই একটা উৎসবের আবহাওয়া। দূরে নহবতের সানাইযের মৃদু রেশ ভেসে আসছে। অঘোর চৌধুরী নিজে দাঁড়িযে সব তদারক করছেন। ভিতর থেকে হরবিলাস এসে সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে বোধহয় যাবার সময় অঘোরের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সলজ্জে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

অঘোর ॥ ওই যে তারাবিলাস—

হরবিলাস ॥ আজ্ঞে হরবিলাস—

অঘোর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ হরবিলাস। দেখো আজকের দিনে ঐ তাড়ী-টাড়ীগুলো আর খেও না। বাড়ীতে বহু অতিথি অভ্যাগত আসবেন—

হরবিলাস ॥ আইগ্যা কি যে কন জামাইবাবু—তাড়ি—

অঘোর ॥ হ্যাঁ, তাড়ী তুমি রোজই খাও কিন্তু আজ খাবে না।

আর এই জামাটা পরেছো কেন? প্রলয়কে বলেছিলাম প্রত্যেকের জন্য নোতুন জামাকাপড় কিনে আনতে, আনে নি?

হরবিলাস ॥ আনছেন,—তয়—

অঘোর ॥ আবার তয়টা কি? সেই নতুন জামা গায়ে দিয়ে এসো—যাও—।

হরবিলাস ॥ আইগ্যা—

অঘোর ॥ No, no, not a word. নোতুন জামা গায়ে দিয়ে এখানে দাঁড়াবে তুমি। সকলকে বসাবে। এই তোমার কাজ, যাও।

[তারাকালী দ্রুতপায়ে আসে]

তারাকালী ॥ আবার সঙের মতো খাড়াইয়া থাক ক্যান? যাইতে কইছেন জামাইবাবু, যাও না।

[হরবিলাস দ্রুত পালাতে চায়]

অঘোর ॥ না না বাইরে নয়; ঘরের ভেতরে যাও নোতুন জামাটা গায়ে দিয়ে এসো।

তারাকালী ॥ উর জামাটা জামাইবাবু, জামাটা হইছে কি—

অঘোর ॥ কি? বেচে দিয়েছো?

তারাকালী ॥ কি যে কন, বেচবো ক্যান? আপনি দিছেন, মাথায় কইর‍্যা রাখবো। তয় জামাটা উর ছোট হইছে—।

অঘোর ॥ ছোট হয়েছে?

তারাকালী ॥ হ।

অঘোর ॥ নিয়ে এসো ত দেখি কেমন ছোট হ'য়েছে।

[হরবিলাস অসহায়ভাবে তারাকালীর দিকে তাকায়]

তারাকালী ॥ সে জামা তো যোগেন গায় চাপাইয়া বাহির হইয়া গেল।

হরবিলাস ॥ হ, হ—যোগেন—

অঘোর ॥ গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে? বুঝেছি যতো সব জোচ্চোর এসে জুটেছে বাড়ীতে। এই নাও টাকা, ভালো দেখে মাপ দিয়ে একটা জামা কিনে এখনি গায়ে দিয়ে আমাকে দেখাবে।

[টাকাটা দিতে যান]

তারাকালী ॥ (টাকাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে) তুমি পারবা না, হাবা গোবা মানুষ। আমারে দেন জামাইবাবু, অরে কিইন্যা দিমু। আস, আস আমার লগে—

[হরবিলাসকে প্রায় টেনে নিয়ে চ'লে যায় বাইরে। সেই সময় অনন্ত, প্রসাদ, সঞ্জয় বাইরে থেকে আসেন]

অঘোর ॥ (ওদের দেখে সানন্দে) এসো এসো ভাইসব। তোমাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ জানানো আমার উচিৎ ছিল, কিন্তু বুঝতেই পারছো আমার শরীরের অবস্থা—

অনন্ত ॥ এ কী বলছেন বড়বাবু, আমাদের কি পর ভাবছেন?

প্রসাদ ॥ শুধু একবার খবর পাওয়ার অপেক্ষা বড়বাবু, ঝড়ের আগে চলে আসবো না? আপনার নাত্নীর বিয়ে।

সঞ্জয় ॥ আমরা হলাম গিয়ে আপনার আশ্রিত সন্তান। সুতরাং ওতো—ওতো বলতে গেলে আমাদেরই মেয়ে—

অঘোর ॥ একশোবার, একশোবার। ওর তো নিজের ব'লতে আর কেউ নেই গো। তোমরাই সব। হতভাগী একরাত্রে সব হারালে। নিজেও হারিয়ে গিয়েছিল। ঢেউ-এর জলে ভাসতে ভাসতে আবার যখন এই ভাঙা বন্দরে এসে ভিড়েছে তখন তোমরা

সকলে ওকে আশীর্বাদ করো—ও যেন সুখী হয়, ও যেন শান্তি পায়—।

অনন্ত ॥ বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! আমরা সকলে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি বড়বাবু—ও সুখী হবে।

প্রসাদ ॥ আপনার নাতজামাইকে দেখেছি তো, অপূর্ব ছেলে।

সঞ্জয় ॥ আর পাত্রের পিতাও অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি।

অনন্ত ॥ ওঁদের সব বনেদী ঘরের ব্যাপার। এতো আর আমার আপনার বাড়ী নয়—

সঞ্জয় ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়, রায় বাহাদুরের বাড়ীর জামাই। সেতো আর আপনার বাড়ীর ছেলে হ'তে পারে না!

অঘোর ॥ ওরা রমনার বিখ্যাত রায়বংশ। ঐ বংশ দেখেই তো আমি সম্বন্ধ করেছিলাম এ বিয়ের। আহা টাকা পয়সা তো অনেকেরই থাকে; পরিচয় দেবার মতো একটা কুল-গৌরব তো চাই। তাই ঈশ্বরের কৃপায় আবার যখন যোগাযোগ হ'ল তখন সবাই এসেছে আনন্দ করে। নিরানন্দময় চৌধুরী বাড়ীটা আবার অনেকদিন পরে হেসে উঠেছে ভাই। এখন তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে আমার কাজটি করিয়ে দাও—আর কি বলবো। হ্যাঁ নাত্নী, নাতজামায়ের জন্য একটা বাড়ীতো আমার লাগবে অনন্ত।

অনন্ত ॥ নিশ্চয়ই বড়বাবু, আমি তো দেখে রেখেছি বাড়ী—

অঘোর ॥ তবে ঐ বাদুরবাগানে নয়। কাছাকাছি একটা দেখে দিও। এ বয়সে আর বেশীদূর দৌড়াদৌড়ি করতে পারবো না। আর জামাইয়ের আমাদের বয়স অল্প, একটা মোটা টাকার insure ওকে করিয়ে দিও।

প্রসাদ ॥ নিশ্চয়ই বড়বাবু, আর গাড়ীও একটা নোতুন নিশ্চয়ই কিনবেন ?

অঘোর ॥ হ্যাঁ তা তো কিনতেই হবে। ওদেব নোতুন যৌবন, ওরা তো আর বুড়ো গাড়ীতে বেড়াতে পারে না—এ্যাঁ, হাঃ হাঃ হাঃ।

সঞ্জয় ॥ স্যার আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখবেন—

অঘোর ॥ নিশ্চয়ই, তোমারই তো খোরাক জোটাচ্ছি হে। এতো বড় plot পেয়ে গেলে এবার বায়োস্কোপ করো। টাকার জন্য ভেবো না, টাকার জন্য ভেবো না।

তিনজন একসঙ্গে ॥ আমরা ধন্য, ধন্য স্যার, আমরা ধন্য—

অঘোর ॥ হ্যাঁ, সব বোস, বোস ঐ ঘরে চা টা খাও। এই গোবর্দ্ধন —[গোবর্দ্ধন আসে] এঁদের সব চা জলখাবার দে—

গোবর্দ্ধন ॥ আসেন আপনাগো লাইগ্যা আজ এক জালা চা বানানো হইছে। যত পারেন, খান। (সবাই গোবর্দ্ধনের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে যায়)

[ঘর থেকে অপর্ণা [illegible] আসে। অপর্ণাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।]

অঘোর ॥ এই যে দিদিভাই, দেখো কেমন সব সাজান গোছান হচ্ছে, একটু দেখো। শ্মশানপুরীতে ফুল ফুটেছে, চৌধুরী-বাড়ীতে আবার হাসির ফোয়ারা উঠেছে, সব তোর জন্য, সব এই একরত্তি মিষ্টি মুখটার জন্য। (মুখটা দুহাতে ধরে) কি হ'য়েছে দিদিভাই। চোখে জল কেন? বুঝেছি শ্বশুরবাড়ী যাবি তাই কষ্ট হচ্ছে? কোথায় যাবি রে? আমি কি কোথাও যেতে দেবো তোদের? তোরা যেখানে থাকবি,

আমিও সেইখানে থাকবো। কাঁদতে নেইরে পাগলি, কাঁদিস নি। আজকের দিনে কাঁদতে নেই—

[যোগমায়া আসেন বাহির থেকে]

এসো, এসো মা, দেখো তোমার মেয়ে কি রকম কান্নাকাটি করছে দেখো।

যোগমায়া ॥ (অঘোরকে প্রণাম ক'রে) ভালো আছেন ?

অঘোর ॥ হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো আছি। আবার নোতুন জীবন ফিরে পেয়েছি, সব তোমাদের দয়া, সব তোমাদের দয়া, তোমাদের ঋণ জীবনে শুধতে পারবো না।

যোগমায়া ॥ ছি ছি—একী বলছেন ? আপনি আমার বাবার মতো।

অঘোর ॥ মতো কি বলছো মা ? তুমি তো আমার আপন মেয়ের কাজই করেছো। তোমরাই তো ওর আসল অভিভাবক। আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। তা এতো দেরী ক'রলে কেন মা ? তোমাদের মেয়ের বিয়ে। সব কি এই বয়সে আমায় একা করতে হবে ? তোমার ছেলেরা—আমার জামাই—তারা কোথায় ?

যোগমায়া ॥ সব বিকালে আসবে। আমি চলে এলাম প্রলয়ের সঙ্গে।

অঘোর ॥ প্রলয় গিয়েছিল ? বাঃ, সব দিকে নজর আছে ওর। ওই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে মা। না হ'লে আমার তো কোন ক্ষমতাই নেই। প্রলয় গেল কোথায় ? দিদি ভাই, আর কি ? মা এসে গেছে। এবার একটু হাসো।

[অপর্ণা ইতিমধ্যে যোগমায়াকে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।]

যোগমায়া ॥ (সান্ত্বনা দিয়ে) চুপ কর মা, কাঁদতে নেই। বিয়ে হবে, বর আসবে।

অঘোর ॥ বিয়ে হবে কি মা? বিয়ে হয়ে গেছে সেই পাঁচ বছর আগে। এ তো বাসী বিয়ে। আমার নাত জামাইকে তো তুমি দেখো নি? দেখবে, কেমন জামাই ক'রেছি দেখবে—

[প্রলয় আসে বাহির থেকে]

প্রলয় ॥ রায়গড়ের রাজাবাহাদুর এসেছেন।

অঘোর ॥ এঁ্যা। এসেছেন? (যোগমায়াকে) রায়গড়ের রাজাবাহাদুর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওর বিয়ের দিন ঢাকায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কাজ করিয়েছিলেন। ওঁকে বসাও। না—না আমি যাচ্ছি— [দ্রুত বেরিয়ে যান]

অপর্ণা ॥ মা, আমি—আমি......তোমার সঙ্গে চ'লে যাবো।

যোগমায়া ॥ (সস্নেহে) আমার সঙ্গে কেন যাবি মা। তোর নিজের সংসারে যাবি। আজকের এই শুভদিনে কাঁদতে নেই মা। অকল্যাণ হয়। দাদুকে ছেড়ে থাকতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা। তখন দেখিস, শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে আর আসতেই ইচ্ছে করবে না।

অপর্ণা ॥ না—শ্বশুরবাড়ী যাবো না।

যোগমায়া ॥ ও কি অলুক্ষণে কথা! ছিঃ, ওকথা ব'লতে নেই! তোর হাসি হাসি মুখখানা দেখবো ব'লে আর সব কাজ ফেলে ছুটে এলুম মা। চোখের জল মোছ, লক্ষ্মী—মা—

[অপর্ণা যোগমায়ার কাঁধে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদে]

প্রলয় ॥ চুপ কর অপর্ণা। কাঁদলে অসুখ করবে আবার। তুমি তো এখন সব বোঝ। বাড়ীতে লোকজন ভ'রে গেছে। সবাই এখনি দেখতে আসবেন তোমায়। এখন এরকম অস্থির হ'লে চলে?

অপর্ণা ॥ না—আমি চলে যাবো।

প্রলয় ॥ কোথায় যাবে ?

অপর্ণা ॥ যেখানে হোক, চলে যাবো।

প্রলয় ॥ ওরকম কথা ব'লতে নেই অপর্ণা। তোমার দাদুমণি শুনলে কত কষ্ট পাবেন বলতো ? তিনি তোমায় কত ভালোবাসেন, তাঁর মনে কষ্ট দিতে আছে ? তুমি নোতুন বাড়ীতে যাবে। তারা কতো ভালবাসবেন তোমায়—

অপর্ণা ॥ (হঠাৎ) তুমি মিথ্যুক !

[প্রলয় চ'মকে যায় ওর বলার ধরনে]

অপর্ণা ॥ তুমি মিথ্যে কথা বলো। তুমি মিথ্যুক। কেন ? কেন সেদিন বলেছিলে "কোথাও যাবে না তুমি ?" কেন ? কেন বলেছিলে ? কেন ? কেন—? (রুদ্ধ কান্নায় গলাটা ভারী হ'য়ে আসে। দ্রুত উঠে যায় ওপরে।]

[যোগমায়া অবস্থাটা অনুধাবন ক'রে গম্ভীরস্বরে বলেন]

যোগমায়া ॥ প্রলয় !

প্রলয় ॥ মাসীমা—

যোগমায়া ॥ এতো পাগলী নেড়ীর কান্না নয় প্রলয় !

প্রলয় ॥ না—সম্পূর্ণ সুস্থ অপর্ণার কান্না। মাসীমা, ওকে সুস্থ ক'রে ওর দাদুর হাতে তুলে দেবো শুধু এইটুকুর আশাতেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কথার পর কথার মালা সাজিয়েছি মাসীমা। সেদিন বুঝতে পারিনি, সবার অলক্ষ্যে কেমন ক'রে ওর স্মৃতিহারা মনের মণিকোঠায় সব মালা ও জমিয়ে রেখেছিল। আজ সেই মালার শেকল আমার সর্বাঙ্গে কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে মাসীমা—। এ বাঁধন আমায় কাটতেই হবে,—কাটতেই হবে—

[বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়]

যোগমায়া ॥ শোন প্রলয়, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুমি এসো আমার সঙ্গে—

প্রলয় ॥ না মাসীমা—আপনি যান ওপরে—

[গোবর্দ্ধন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে]

গোবর্দ্ধন ॥ দিদিমণি, দিদিমণি—ওপরে ডাকে ওনাবে—

যোগমায়া ॥ নেড়ীতো ওপরেই গেল এইমাত্র—

গোবর্দ্ধন ॥ ওনার ঘরে তো নাই—

যোগমায়া ॥ কোথায় গেল আবার— (উদ্বিগ্নমুখে ওপরে উঠে যান)

গোবর্দ্ধন ॥ ওঃ, একখান মেঘ হা উঠছে না। বৃষ্টি আইব মনে হয়—জোর। বাবু রান্ধনের জায়গাটার মাথায় ত্রিপল ভাল কইর‍্যা বান্ধে নাই—দেখছেন ?

প্রলয় ॥ (অন্তমনস্ক) এ্যাঁ, হ্যাঁ—

[গোবর্দ্ধন একবার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়]

[অঘোরবাবু বাইরে থেকে অপর্ণাকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে আসেন]

অঘোর ॥ অপর্ণা, অপর্ণা কোথায় গেলি ? রাজাবাহাদুর তোকে দেখতে চাইছেন। আমি বলেছি, বুঝলে প্রলয়, ওঁকে বলেছি—সব আমার এই প্রলয়ের কৃতিত্ব। মরা গাছে ফুল ফুটিয়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ—(হঠাৎ লক্ষ্য করে) তোমার কি হয়েছে প্রলয় ?

প্রলয় ॥ না, কিছু না তো ?

অঘোর ॥ কিছু নয় মানে ? আজকের দিনে তুমি এভাবে—

প্রলয় ॥ বড়বাবু আমি ছুটি চাই।

অঘোর ॥ ছুটি ? তার মানে ?

প্রলয় ॥ না—মানে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনে—

অঘোর ॥ তুমি কি আরম্ভ ক'রেছ, প্রলয়? আজকের দিনে তোমার বিশেষ প্রয়োজন! তার থেকে আমার গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে এসো না। না—না তুমি কোন আক্কেলে আজকে ছুটি চাইলে?

প্রলয় ॥ আর ভবিষ্যতে কোনদিন চাইব না বলে—।

অঘোর ॥ মানে?

প্রলয় ॥ মানে—আমি চ'লে যেতে চাই বড়বাবু।

অঘোর ॥ কোথায়?

প্রলয় ॥ কোথাও—দূরে—অনেক—দূরে—। পৃথিবীটা তো ছোট নয়।

অঘোর ॥ কি বলছো তুমি প্রলয়!

প্রলয় ॥ বড়বাবু, আমার মা—বাবা কেউ নেই। কবে হারিয়েছি তাও মনে নেই। আপনাকে পেয়েছিলুম। আপনার মাঝখানে তাঁদেরও পেয়েছিলুম। তাই……তাই অনেক ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েই আজ চ'লে যাচ্ছি, বড়বাবু,—দেনাটুকু আমার সম্পদ হ'য়ে থাক।

অঘোর ॥ প্রলয়, তুমি কি আমার ব্যবহারে—

প্রলয় ॥ না—না বড়বাবু, একেবারেই না।

অঘোর ॥ তবে কি হয়েছে তোমার?

প্রলয় ॥ কিছু না, আজকের দিনে আপনাকে অনর্থক চিন্তিত করলুম বড়বাবু, ও একটা সাময়িক sentiment, কিছু নয়, কিছু হয়নি আমার—(ম্লান হাসবার চেষ্টা করে)

অঘোর ॥ আজকের দিনে আমাকে বোকা বানিয়ে তুমি যদি এমনি ক'রে চলে যাও প্রলয়, তাহলে জানবো এই গোটা পৃথিবীটা একটা জোচ্চরের আড্ডাখানা। তাহলে বুঝবো সব স্বার্থপর, পশু স্বার্থপর, মানুষ স্বার্থপর, ঈশ্বর স্বার্থপর—(অত্যন্ত উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন)

প্রলয় ॥ বড়বাবু! (প্রলয় অঘোরবাবুকে ধরে)

অঘোর ॥ (প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে) কিছু হয়নি তোমার, এসো আমার সঙ্গে দুষ্টু ছেলে কোথাকার—(ওর হাত ধরে ওপরে উঠতে যান, যোগমায়া নেমে আসেন)

যোগমায়া ॥ নেভী, নেভী—বাবা নেভীকে ত' দেখতে পাচ্ছিনা, ওপরে তো নেই।

প্রলয় ॥ ওপরে নেই? তাহলে নিশ্চয়ই ছাদে উঠেছে, দেখছি।

[দ্রুত উপরে উঠে যায়]

যোগমায়া ॥ বাবা, আমি আপনার মেয়ের মতো, আপনার কাছে বলতে আমার এতোটুকু সঙ্কোচ নেই। সম্পূর্ণ পাগলী একটা মেয়ে আজ সুস্থ হয়ে সহজ হ'য়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে—আপনি কি চান সে আবার পাগল হ'য়ে যাক বা আত্মহত্যা করুক।

অঘোর ॥ এ কী কথা বলছো মা!

যোগমায়া ॥ আপনি জ্ঞানী, প্রবীন, সব দিকে আপনার দৃষ্টি—আর এইটুকু বুঝতে পারেন নি—এ বিয়েতে আপনার অপর্ণা খুশী হয়নি। সে মনে—মনে—

অঘোর ॥ মনে, মনে—

যোগমায়া ॥ সে মনে মনে প্রলয়কে ভালবেসেছে। প্রলয়কে সে চায়—

[বাহিরে মেঘের গর্জন]

অঘোর ॥ কি বললে?. কি বললে তুমি?

যোগমায়া ॥ মুখে আমায় এত কথা বলতে হচ্ছে এইটাই আমার দুর্ভাগ্য বাবা। আপনি চোখ খুলে এতদিন দেখতে পাননি—

অঘোর ॥ (ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে একবার জ্বলে ওঠেন) না! দেখলে এতদিন বিতিয়ে আমি এ বেয়াদবী শেষ ক'রে দিতাম। কি মনে ক'রেছো কি? আমি কৃষ্ণপুরের জমিদার রায়বাহাদুর অঘোর চৌধুরী, আমার নাতনী—বিবাহিতা……না না, এ অসম্ভব—অসম্ভব।

যোগমায়া ॥ অসম্ভব হ'লেও, আজ আপনাকে তা স্বীকার করে নিতেই হবে।

অঘোর ॥ কখনও না! তুমি কি—কি বলছো তোমার খেয়াল আছে? আমার নাত্নী অপর্ণার সম্প্রদানের অনুষ্ঠান,—সন্ধ্যায় লগ্ন— জামাই আসবে এখনি—আত্মীয় পরিজনে বাড়ী আমার ভ'রে গেছে— এমন সময়—না—না অসম্ভব—অসম্ভব—অপর্ণা? কোথায় সে? অপর্ণা—অপর্ণা—

[সিঁড়ির দিকে এগোন। পাগলের মতো অপর্ণা নেমে আসে তার বেশ বাস বিস্রস্ত। পিছনে ছুটতে ছুটতে প্রলয় নামে।]

প্রলয় ॥ অপর্ণা—অপর্ণা—শোন—

[অপর্ণা তার বাবার ছবিটার ওপর আছড়ে প'ড়ে হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে। প্রলয় পিছনে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখে। অঘোর চৌধুরী এ দৃশ্য ক্ষণেক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, তারপর হঠাৎ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন—]

অঘোর ॥ না—না—এ অসম্ভব! অসম্ভব। না—না—কিছুতেই না।

[দ্রুত উঠে যান উপরে টলতে টলতে]

[আলো নিভে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[জমিদার বাড়ীর অভ্যন্তরের একটি ঘর। বাইরের জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের গর্জন তীব্রতর হয়েছে। সানাইয়ের স্থর উঁচু পর্দায় বাজছে। উত্তেজিত অঘোরনাথ একা পায়চারী করছেন ঘরে।]

অঘোর ॥ তারাকালী—তারাকালী— (তারাকালী আসে) বলল

সাজানো হ'য়েছে? বলি কথাটা কানে যাচ্ছে না? জিজ্ঞাসা করছি অপর্ণাকে সাজানো হ'য়েছে? (তারাকালী ঘাড় নাড়ে) কেন হয়নি? কেন হয়নি এখনও? উত্তর দাও। চুপ ক'রে থেকো না। সন্ধ্যায় লগ্ন। বিকাল পেরিয়ে গেছে। এখনও কনে সাজানো হয়নি কেন?

তারাকালী ॥ (কেঁদে) আমি কি কইব? আপন দিদি জামাইবাবুর ঘরে আমি চোর। কুথাকার কুন পাতান মা আইস্যা মেয়ের লইয়া ঘরে খিল দিছে।

অঘোর ॥ কে? কে খিল দিয়েছে? যোগমায়া! এতবড সাহস। আমার বাড়ীতে এসে আমার ঘরে খিল দিয়ে মেয়ে আটকায়? ডেকে নিয়ে এসো, ডেকে নিয়ে এসো তাকে।

তারাকালী ॥ আমি ডাকলে কি আসবো?

অঘোর ॥ আলবৎ আসবে, তার ঘাড আসবে। যাও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না----সঙের মতো----যাও----(তারাকালী চ'লে যায়) এতবড সাহস! না----না----একী! প্রলয়----প্রলয়----কে? না

[প্রলয় আসে ধীরে ধীরে]

----না তোমায় ডাকিনি। তোমায় ডাকিনি! Get ont! Clear out you scoundrel তুমি----তুমিই সমস্ত কিছুর মূলে। আমি বুঝতে পারিনি। আমি বোকা ছিলাম। ও----হো হো----

[অস্থির হ'য়ে মুখ ঢাকেন]

প্রলয় ॥ আপনি এরকম অস্থির হ'লে আবার pressure বেড়ে যাবে।

অঘোর ॥ Shut up! দরদ দেখাতে এসেছ? আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে এখন সহানুভূতি দেখাতে এসেছ? দেখতে এসেছো পাকের মধ্যে ডুবন্ত অঘোর চৌধুরীর মুখটা কেমন দেখায়?

প্রলয় ॥ বড়বাবু, আমার অপরাধের সীমা নেই তা আমি জানি।

ক্ষমা চাইবার মতো মুখও আজ আমার নেই। সমস্ত অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়েই আমি তাই চলে যেতে চেয়েছিলাম বড়বাবু, আপনি তখন জোর ক'রে আটকে রাখলেন। এবার আমায় ছেড়ে দিন বড়বাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় আপনি যেতে দিন—(পায়ের কাছে বসে পড়ে। অঘোর ওকে তুলে একদৃষ্টে ওর মুখটা দেখেন। যোগমায়া অপর্ণাকে নিয়ে ঘরে আসেন।)

যোগমায়া ॥ আমায় ডেকেছিলেন বাবা ?

অঘোর ॥ এঁ্যা—! হ্যাঁ হ্যাঁ—(একবার প্রলয়কে, একবার অপর্ণাকে দেখেন) আমি এখন কি করি বলতো মা, তুমি বলে দাও আমি এখন কি করি !

যোগমায়া ॥ কি করবেন সেটা আমি ব'লতে পারবো না, তবে এ বিয়ে হ'তে আমি দেবো না।

অঘোর ॥ হ'তে দেবেনা মানে ? বিয়ে হ'য়ে গেছে পাঁচ বছর আগে, আইনতঃ অপর্ণা অনঙ্গর স্ত্রী।

যোগমায়া ॥ আমি মুখ্যু মানুষ, অত ভারী কথা বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি—যে আইন মানুষের মঙ্গল করে না, সে আইন—আইন নয়—অভিশাপ !

অঘোর ॥ কিন্তু আমি ? আমি কি করবো ? আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছো ? আত্মীয় পরিজনে বাড়ী ভ'রে গেছে। [illegible] অনঙ্গ, সুবিনয়, তার বন্ধু-বান্ধব সব [illegible]। তাদের কি বলবো আমি ? তাদের কি ডেকে চীৎকার করে বলবো—ওগো এ বিয়ে হ'তে পারে না। অপর্ণা প্রলয়কে—

[হঠাৎ ওদের দিকে লক্ষ্য করে]

না—না—এ পাপ। এ ব্যভিচার ! এই চৌধুরী বাড়ীর প্রতিটি দেওয়ালে আমার পূর্বপুরুষের চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।—

এতবড় অন্যায়, এতবড় অন্যায় আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। না—কিছুতেই না, কিছুতেই না—

[বাইরে বর শাঁক বেজে ওঠে। সানাইয়ের আওয়াজ তীব্রতর হয়।]

ও কিসের আওয়াজ! শাঁক বাজছে! বর এসেছে। এখন আমি কি করি? ওগো তোমরা বলে দাও না—আমি এখন কি করি!। তোমরা কেউ আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারো? একটু বিষ কিম্বা আমার গলাটা এমনি করে টিপে ধ'রে—

[দুহাতে নিজের টুঁটি চেপে ধরেন। প্রলয় ও অপর্ণা ছুটে এসে দুপাশ থেকে ওকে ধরে]

অপর্ণা ॥ দাদু!

প্রলয় ॥ বড়বাবু!

[অঘোরবাবু ওদের দুজনকে আবার ভালো করে দেখেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে]

অঘোর ॥ বাঃ, সুন্দর, সুন্দর মানিয়েছে। সুন্দর মানিয়েছে দুজনকে। তোরা সুখী হ। তোরা সুখী হ।

[অপর্ণা ও প্রলয় প্রণাম করে ওকে]

কিন্তু না—না—আমি পারছি না, আমি সহ্য করতে পারছি না! তোরা চ'লে যা—চ'লে যা। আমার চোখের সামনে থেকে চ'লে যা। (যোগমায়াকে) তুমি তো ওর মা, ওকে তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। ও তোমাদের মেয়ে তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—আমি পালাই (পাগলের মতো ছুটে চ'লে যান।) কিন্তু নীচে ঐ উৎসব, অত লোক, আত্মীয় পরিজন, তাদের আমি কি বলবো—? আমি জানি না—কি বলবো—কি বলবো—আমি—?

[আলো নিভে যায়]

চতুর্থ দৃশ্য

[পূর্বোক্ত অঘোর চৌধুরীর ড্রয়িং রুম। ফুল লতা দিয়ে ঘরটি সুসজ্জিত। সুপ্রশস্ত ফরাসপাতা, তার ওপর জাজিম, মধ্যে বরের নির্দিষ্ট দামী আসন। পানপাত্র নিয়ে বেয়ারা ছোটাছুটি করছে। অনঙ্গ বরের আসনে বসে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করছে। একপাশে তানপুরা সারেঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে গান চলছে। সুসজ্জিত সুবিনয়বাবু তদারক করছেন। খুশীর জোয়ারে চারিদিক উচ্ছল। সানাইয়ের সুর দ্রুত তালে চলেছে। অতিথি অভ্যাগতের অবিরাম আনাগোনা চলেছে।]

সুবিনয়॥ বড়বাবু কোথায় গেলেন? বড়বাবু—প্রলয়কেও ত' দেখছি না—(একজনকে ডেকে) ও ছোকরা—বড়বাবু কোথায়?

[এমন সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে অঘোর চৌধুরী সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা ঝড়ে ওড়া গাছের মতো। বিস্রস্ত বেশবাস, আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর মুখে তাঁহাকে ঐভাবে দেখে—সুবিনয়বাবু এগিয়ে যান। অঘোরবাবু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করেন। মুহূর্তে সব স্তব্ধ হ'য়ে যায়। সকলেই তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। অঘোরবাবু কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে হাত জোর করে গম্ভীর মুখে বলেন—ধীরে ধীরে—]

অঘোর॥ আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। জানি এ অপরাধের কোন ক্ষমা নেই, তবু বলছি যদি পারেন—আমায় মার্জনা করবেন। আজকের উৎসব আমি বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি—কারণ যে মেয়েটিকে নিয়ে আজকের উৎসব, আমি অনেক অনুসন্ধানের পর

জেনেছি, সেই মেয়েটি···হ্যাঁ সেই মেয়েটি···আমার নিরুদ্দিষ্টা নাত্নী অপর্ণা নয়—

[সকলে সবিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠে। সুবিনয় ছুটে যান অঘোরের কাছে]

সুবিনয় ॥ কি বলছেন আপনি বড়বাবু! আজকের দিনে···আপনি কি সজ্ঞানে এসব কথা বলছেন—

অঘোর ॥ আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন—.

সুবিনয় ॥ চালাকী! এ সব ষড়যন্ত্র, এ সব জোচ্চুরি! আমরা বুঝিনা মনে করেছেন? (এগিয়ে যায় উদ্ধত ভঙ্গীতে)

অঘোর ॥ আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আপনারা আমায় মার্জনা করবেন—

[উত্তেজিত সুবিনয় এগোতে গেলে সকলে ধরে বাধা দেয়। একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। ঘরের আলো একে একে নিবে আসে। অতিথির দল অনঙ্গ ও সুবিনয়কে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অঘোর চৌধুরী একা পাথরের মতো ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ কেটে যায়। বাহিরে ঝড়ের গর্জন ভেসে আসে। আধো অন্ধকার ঘরে চকিত বিদ্যুৎ চমকে দেখা যায়, অঘোর চৌধুরীর চোখ দুটো জলে চিক্ চিক্ করছে। ধীরে ধীরে অপর্ণা, প্রলয়, যোগমায়া আসেন। ঐ অবস্থায় অঘোরকে দেখে কেউ কিছু কথা বলতে সাহস করে না। ধীরে ধীরে অপর্ণা, প্রলয় ও পরে যোগমায়া অঘোরকে নীরবে প্রণাম করে অত্যন্ত ধীরপদে বাইরে চলে যায়। অঘোর চৌধুরী ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

[ধীরে পর্দা নেমে আসে।]